

চন্দ্রনাথ

894

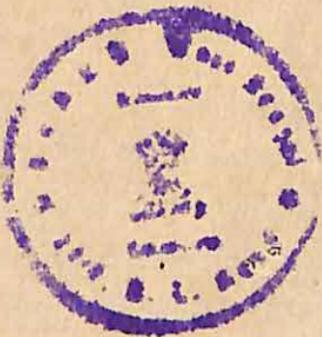
894

7399 ✓



3
502

শ্বেত চন্দ্র পাত্রপুর



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্
২০৩০১০১ কর্ণওয়ালিস ফীট ... কলিকাতা - ৬

~~১০১২~~ ৬৫।।

(N)

চন্দনাথ গল্পটি আমার বাল্য রচনা ।
তখনকার দিনে গল্পে উপরাসে
কথোপকথনের যে-ভাষা ব্যবহার
করা হইত এই বইখানিতে সেই
ভাষাই ছিল । বর্তমান সংস্করণে
(চতুর্দশ সংস্করণ) মাত্র ইহাই
পরিবর্তিত করিয়া দিলাম । ইতি
১৮ই আশ্বিন, ১৩৪৪ ।

—গ্রন্থকার

চন্দ্রনাথ

অথবা পরিচেছন

চন্দ্রনাথের পিতৃ-শ্রাদ্ধের ঠিক পূর্বের দিন কি একটা কথা লইয়া তাহার খুড়া, মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাহার মনস্তর হইয়া গেল। তাহার ফল এই হইল, যে পরদিন মণিশঙ্কর উপস্থিত থাকিয়া তাহার অগ্রজের পারলৌকিক সমস্ত কাজের তত্ত্বাবধান করিলেন, কিন্তু একবিন্দু আহার্য স্পর্শ করিলেন না, কিন্তু নিজের বাটীর কাহাকেও স্পর্শ করিতে দিলেন না। ব্রাহ্মণ-তোজনাস্তে চন্দ্রনাথ করবোড়ে কহিল, কাকা, দোষ করি, অপরাধ করি, আপনি আমার পিতৃতুল্য, আমি আপনার ছেলের মতো—এবার মার্জনা করুন।

পিতৃতুল্য মণিশঙ্কর উত্তরে বলিলেন, বাবা, তোমরা কলকাতায় থেকে বি-এ, এম-এ পাশ করে বিদ্যান ও বুদ্ধিমান হয়েছ, আমরা কিন্তু সেকালের মূর্য, আমাদের সঙ্গে তোমাদের মিশ থাবে না। এই দেখ না কেন, শাস্ত্রকারেরাই বলেছেন, যেমন গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা।

শাস্ত্রোক্ত বচনটির সহিত আধুনিক পণ্ডিত ও সেকেলে মূর্ধের ঘনিষ্ঠ সমস্ক না থাকিলেও মণিশঙ্কর যে নিজের মনের ভাবটা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন, চন্দ্রনাথ তাহা বুবিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, খুড়ার সহিত আর সে কোন সমস্ক রাখিবে না। আর পিতার জীবন্দণাতেই এই দুই সহোদরের মধ্যে হৃত্তা ছিল না; কিন্তু আহার-ব্যবহারটা ছিল। অথবা মেইটা বন্ধ হইল। চন্দ্রনাথের পিতা যথেষ্ট ধন-সম্পত্তি রাখিয়া

গিয়াছেন, কিন্তু বাটীতে আন্মীয়-স্বজন কেহ নাই, শুধু এক অপূত্রক মাতুল এবং দ্বিতীয় পক্ষের মাতুলানী।

সমস্ত বাড়ীটা বখন বড় ফাঁকা ঠেকিল, চন্দ্রনাথ তখন বাটীর গোমস্তাকে ডাকিয়া কহিল, সরকারমশায়, আমি কিছু দিনের জন্য বিদেশে যাব, আপনি বিষয়-সম্পত্তি যেমন দেখছিলেন, তেমনি দেখবেন। আমার ফিরে আসতে বোধ করি বিলম্ব হবে।

মাতুল ব্রজকিশোর তাহাতে আপত্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, এখন তোমার কোথাও গিয়ে কাজ নেই; তোমার মন খারাপ হয়ে আছে, এ সময় বাটীতে থাকাই উচিত।

চন্দ্রনাথ তাহা শুনিল না। বিষয়-সম্পত্তির সন্মদ্দায় তার সরকার মহাশয়ের উপর দিয়া এবং বসত-বাটীর ভার ব্রজকিশোরের উপর দিয়া অতি সামান্যভাবেই দে বিদেশ-যাত্রা করিল। যাইবার সময় একজন ভৃত্যকেও সঙ্গে লইল না।

ব্রজকিশোরকে নিভৃতে ডাকিয়া তাঁহার স্ত্রী হরকালী বলিল, একটা কাজ করলে না ?

এই যে বিদেশে গেল, একটা কিছু লিখে নিলেনা কেন? মাঝুমের কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না। যদি বিদেশে ভাল-মন্দ হঠাৎ কিছু হয়ে যায়, তখন তুমি দাঢ়াবে কোথায়?

ব্রজকিশোর কানে আঙ্গুল দিয়া জিভ কাটিয়া কহিলেন, ছি ছি, এমন কথা মুখে এনোনা।

হরকালী রাগ করিল। কহিল, তুমি বোকা, তাই মুখে আনতে হয়েছে, যদি সেয়ানা হ'তে আমাকে মুখে আনতে হ'ত না।

কিন্তু কথাটা যে ঠিক, তাহা ব্রজকিশোর স্তৰ কৃপায় দুই-চারি দিনেই বুঝিতে পারিলেন। তখন পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

এক বৎসর চন্দ্রনাথ নাম হানে একা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইল। তাহার পর গয়ায় আসিয়া স্বর্গীয় পিতৃদেবের সাংবৎসরিক পিণ্ডান্ব করিল, কিন্তু তাহার বাটী ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল না—মনে করিল, কিছু দিন কাশীতে অতিবাহিত করিয়া যাহা হয় করিবে। কাশীতে মুখোপাধ্যায় বংশের পাণ্ডু হরিদয়াল ঘোষাল। চন্দ্রনাথ একদিন দ্বিপ্রহরে একটি ক্যাষ্টিশের ব্যাগ হাতে লইয়া তাহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কাশী চন্দ্রনাথের অপরিচিত নহে, ইতিপূর্বে কয়েকবার সে পিতার সহিত এখানে আসিয়াছিল। হরিদয়ালও তাহাকে বিলঙ্ঘণ চিনিতেন। অকস্মাত তাহার একপ আগমনে তিনি কিছু বিশ্বিত হইলেন। উপরের একটা ঘর চন্দ্রনাথের জন্য নির্দিষ্ট হইল, এবং ইহাও স্থির হইল যে, চন্দ্রনাথের যতদিন ইচ্ছা তিনি এখানেই থাকিবেন।

এ কক্ষের একটা জানালা দিয়া তিতরে রক্ষনশালার কিয়দংশ দেখা যাইত। চন্দ্রনাথ আগ্রহের সহিত অনেক সময় এই দিকে চাহিয়া থাকিত। রক্ষন-সামগ্ৰীৰ উপরেই যে আগ্রহ তাহা নহে, তবে রক্ষন-কারণীকে দেখিতে বড় ভাল লাগিত।

বিধৰা সুন্দরী; কিন্তু মুখ্যানি মেন হঁথের আগুনে দক্ষ হইয়া গেছে! ঘোৰন আছে কি গিয়াছে, সেও যেন আৱ চোখে পড়িতে চাহে না। তিনি আপন মনে আপনার কাজ করিয়া থান, নিকটে কেবল একটি দশমবৰ্ষীয়া বালিকা রক্ষনের ঘোগাড় করিয়া দিতে থাকে। চন্দ্রনাথ অত্পন্নয়নে তাহাই দেখে।

কিছুদিন তিনি চন্দ্রনাথের সন্দুখে বাহির হইলেন না। আহৰ্য্য সামগ্ৰী ধৰিয়া দিয়া সরিয়া যাইতেন; কিন্তু ক্ৰমশঃ বাহির হইতে লাগিলেন। একে ত চন্দ্রনাথ বৱসে ছোট, তাহাতে একহানে অধিক দিন ধৰিয়া থাকিলে একটা আত্মীয়-ভাব আসিয়া পড়ে। তখন তিনি

চন্দ্রনাথকে থাওয়াইতে বসিতেন—জননীর মত কাছে বসিয়া যত্নপূর্বক আহার করাইতেন।

আপনার জননীর কথা চন্দ্রনাথের শ্বরণ হয় না—চিরদিন মাতৃহীন চন্দ্রনাথ পিতার নিকট লালিত-পালিত হইয়াছিল। পিতা সে স্থান কতক পূর্ণ রাখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু একপ কোমল-মেহ তথায় ছিল না।

পিতার মৃত্যুতে চন্দ্রনাথের বুকের যে অংশটা ধালি পড়িয়াছিল, শুধু তাহাই পূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল তাহা নহে, অভিনব মাতৃমেহ-রসে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে লাগিল।

একদিন চন্দ্রনাথ হরিদয়ালকে জিঞ্জাসা করিল, আপনার নিজের বলিতে কেহ ত নাই বলিয়াই জানি, কিন্তু ইনি কে ?

হরিদয়াল কহিল, ইনি বামুন-ঠাকুরণ।

কোন আত্মীয় ?

না।

তবে এদের কোথায় পেলেন ?

হরিদয়াল কহিলেন, সে অনেক কথা ! তবে সংক্ষেপে বলতে হ'লে ইনি প্রায় তিনি বৎসর হ'ল স্বামী এবং মেঝেটিকে নিয়ে তীর্থ করতে আসেন। কাশীতে স্বামীর মৃত্যু হয়। দেশেও এমন কোন আত্মীয় নেই যে ফিরে থান। তার পর ত দেখছ।

আপনি পেলেন কিরূপে ?

মণিকণিকার ঘাটের কাছে মেঝেটি ভিক্ষে করছিল।

চন্দ্রনাথ একটু চিন্তা করিয়া কহিল, কোথায় বাড়ী জানেন কি ?

ঠিক জানি না। নববৌপের নিকট কোন একটা গ্রামে।

ଦ୍ଵିତୀୟ ପରିଚେତ୍ତ

ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଆହାରେ ବସିଯା ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାମୁନ-ଠାକୁରଙ୍ଗେର ମୁଖେର ପାନେ
ଚାହିୟା ସହ୍ୱା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ, ଆପନାରା କୋନ୍ ଶ୍ରେଣୀ ?

ବାମୁନ-ଠାକୁରଙ୍ଗେର ମୁଖ୍ୟାନି ବିବର୍ଣ୍ଣ ହଇଯା ଗେଲ । ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ହେତୁ ତିନି
ବୁଝିଲେନ ; କିନ୍ତୁ ଯେଣ ଶୁଣିତେ ପାନ ନାହିଁ, ଏହି ଭାବେ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଦାଡ଼ାଇୟା
ବଲିଲେନ, ଯାଇ ଦୁଧ ଆନିଗେ ।

.. ଦୁଧେର ଜୟ ଅତ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଛିଲ ନା । ଭାବିବାର ଜୟ ତିନି
ଏକେବାରେ ରନ୍ଧନଶାଲାଯ ଆସିଯା ଉପସ୍ଥିତ ହଇଲେନ । ସେଥାନେ କହା
ସର୍ବ୍ୟବାଳା ହାତା କରିଯା ଦୁଧ ଢାଲିତେଛିଲ, ଜନନୀର ବିବର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ ଲଙ୍ଘ୍ୟ କରିଲ
ନା । ଜନନୀ କହାର ମୁଖପାନେ ଏକବାର ଚାହିଲେନ, ଦୁଧେର ବାଟା ହାତେ ଲାଇୟା
ଏକବାର ଦୀର୍ଘନିଷ୍ଠାସ ଫେଲିଯା ମନେ ମନେ କହିଲେନ, ହେ ଦୀନ ଦୂର୍ଧୀର ପ୍ରତି-
ପାଲକ, ହେ ଅନ୍ତର୍ଧୀମୀ, ତୁମି ଆମାକେ ମାର୍ଜନା କ'ରୋ । ତାହାର ପର ଦୁଧେର
ବାଟା ଆନିଯା ନିକଟେ ରାଖିଯା ଉପବେଶନ କରିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ପୁନରାୟ ସେଇ
ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲ ।

ଏକଟି ଏକଟି କରିଯା ସମ୍ମତ କଥା ଜାନିଯା ଲାଇୟା, ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅବଶ୍ୟେ
ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ, ଆପନି ବାଡ଼ି ଯାନ ନା କେନ ? ସେଥାନେ କି କେଉ ନେଇ ?

ଖେତେ ଦେଇ ଏମନ କେଉ ନେଇ ।

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ମୁଖ ନୌଚୁ କରିଯା କିଛୁକ୍ଷଣ ଭାବିଯା କହିଲ, ଆପନାର ଏକଟି
କଳା ଆଛେ, ତାର ବିବାହ କିମ୍ବା ଦେବେନ ?

ବାମୁନ-ଠାକୁର ଦୀର୍ଘନିଷ୍ଠାସ ଚାପିଯା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଲିଲେନ, ବିଶେଷର
ଜାନେନ ।

ଆହାର ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହଇଯା ଆସିଲ । ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ମୁଖ ତୁଲିଯା ଚାହିୟା
ବଲିଲ, ଭାଲ କ'ରେ ଆପନାର ମେୟୋଟିକେ କଥନ ଓ ଦେଖିନି,—ହରିଦୟାଳ
ବଲେନ ଥୁବ ଶାନ୍ତ-ଶିଷ୍ଟ । ଦେଖତେ ସ୍ଵଭ୍ରା କି ?

ବାମୁନ-ଠାକୁର ଈଷଣ ହାସିଯା ପ୍ରକାଶେ କହିଲେନ, ଆମି ମା, ମାଯେର

চক্ষুকে ত বিশ্বাস নেই বাবা ; তবে সরয় বোধ হয় কৃৎসিত নয় ; কিন্তু
মনে মনে বলিলেন, কালীতে কত লোক আসে যায়, কিন্তু এত রূপ ত
কারও দেখি নি ।

ইহার তিন চারি দিন পরে, একদিন প্রভাতে চন্দ্রনাথ বেশ করিয়া
সরয়কে দেখিয়া লইল । মনে হইল এত রূপ আর জগতে নাই ।
রান্নাঘরে বসিয়া সরয় তরকারী কুটিতেছিল । সেখানে অপর কেহ ছিল
না । জননী গঙ্গা-স্নানে গিয়াছিলেন, এবং হরিদয়াল যথানিয়মে যাত্রীর
অন্ধেরণে বাহির হইয়াছিলেন ।

চন্দ্রনাথ নিকটে আসিয়া দাঢ়াইল । ডাকিল, সরয় !

সরয় চমকিত হইল । জড়সড় হইয়া বলিল, আজ্ঞে ।

তুমি রঁধতে পারো ?

সরয় মাথা নাড়িয়া কহিল, পারি ।

কি কি রঁধতে শিখেছ ?

সরয় চুপ করিয়া রহিল, কেন না পরিচয় দিতে হইলে অনেক কথা
কহিতে হয় ।

চন্দ্রনাথ মনের ভাবটা বুঝিতে পারিল, তাই অন্ত প্রশ্ন করিল, তোমার
মা ও তুমি দুই জনেই এখানে কাজ কর ?

সরয় বাঢ় নাড়িয়া বলিল, করি ।

তুমি কত মাইনে পাও ?

মা পান, আমি পাই নে । আমি শুধু খেতে পাই ।

খেতে পেলেই তুমি কাজ কর ?

সরয় চুপ করিয়া রহিল ।

চন্দ্রনাথ কহিল, মনে কর, আমি যদি খেতে দিই, তা' হলে আমারও
কাজ কর ?

সরয় ধীরে ধীরে বলিল, মাকে জিজ্ঞাসা করব ।

ତାଇ କୋରୋ ।

ସେଇ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ହରିଦୟାଲ ଠାକୁରଙ୍କେ ତୁଇ ଏକଟା କଥା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଯା ବାଟାତେ ସରକାର ମହାଶୟକେ ଏଇକ୍ଲପ ପତ୍ର ଲିଖିଲ—

ଆମି କଶିତେ ଆଛି, ଏଥାନେ ଏହି ମାସେର ମଧ୍ୟେଇ ବିବାହ କରିବ ସ୍ଥିର କରିଯାଛି । ମାତୁଳ ମହାଶୟକେ ଏ କଥା ବଲିବେନ ଏବଂ ଆପନି କିଛୁ ଅର୍ଥ-ଅଲଙ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ଲାଇସା ଶୀଘ୍ର ଆସିବେନ ।

ସେଇ ମାସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ସରୟୁକେ ବିବାହ କରିଲ ।

ତାହାର ପର ବାଟା ଯାଇବାର ସମୟ ଆସିଲ । ସରୟୁ କାନ୍ଦିଯା ବଲିଲ, ମାର କି ହବେ ?

ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ଯାବେନ ।

କଥାଟା ବାମୁନ-ଠାକୁରଙ୍ଗେର କାନେ ଗେଲ । ତିନି କହା ସରୟୁକେ ନିଭୃତେ ଡାକିଯା ବଲିଲେନ, ସରୟୁ, ସେଥାନେ ଗିଯେ ତୁଇ ଆମାର କଥା ମାଝେ ମାଝେ ମନେ କରିମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମାର ନାମ କଥନୋ ମୁଖେ ଆନିସ ନା । ସତ ଦିନ ବୀଚବେ କାଶି ଛେଡ଼େ କୋଥାଓ ଯାବ ନା, ତବେ ସଦି କଥନୋ ତୋଦେର ଏ ଅଞ୍ଚଳେ ଆସା ହୟ, ତା ହଲେ ଆବାର ଦେଖା ହତେ ପାରେ ।

ସରୟୁ କାନ୍ଦିତେ ଲାଗିଲ ।

ଜନନୀ ତାହାର ମୁଖେ ଅଞ୍ଚଳ ଦିଯା କାନ୍ଦା ନିବାରଣ କରିଲେନ ଏବଂ ଗନ୍ଧୀର ହିଁଯା କହିଲେନ, ବାଚା ସବ ଜେନେ-ଶୁନେ କି କାନ୍ଦିତେ ଆଛେ ?

କହା ଜନନୀର କୋଲେର ଭିତର ମୁଖ ଲୁକାଇଯା ଡାକିଲ, ମା—

ତା ହୋକ । ମାଘେର ଜଣେ ସଦି ମାକେ ଭୁଲତେ ହୟ ସେଇ ତ ମାତୃଭାଙ୍ଗ ମା !

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅହୁରୋଧ କରିଲେଓ ତିନି ଇହାଇ ବଲିଲେନ । କାଶି ଛାଡ଼ିଯା ତିନି ଆର କୋଥାଓ ଯାଇତେ ପାରିବେନ ନା ।

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ବଲିଲ, ଏକାନ୍ତ ସଦି ଅନ୍ତର ନା ଯାବେନ, ତବେ ଅନ୍ତରଃ ସ୍ଵାଧୀନ-ଭାବେ କଶିତେ ବାସ କରନ ।

ବାମୁନ-ଠାକୁରଙ୍ଗ ତାହାଓ ଅସ୍ତ୍ରିକାର କରିଯା ବଲିଲେନ, ହରିଦୟାଲ ଠାକୁର

আমাকে মেয়ের মতো যত্ন করেন এবং নিতান্ত দুঃসময়ে আশ্রয় দিয়ে-
ছিলেন, আমিও তাঁকে পিতার মত ভক্তি করি ; তাঁকে কিছুতেই ত্যাগ
করতে পারব না ।

চন্দ্রনাথ বুঝিল, দুঃখিনীর আজ্ঞা-সন্ত্রম-বোধ আছে, সাধ করিয়া তিনি
কাহারও দয়ার পাত্রী হইবেন না । কাজেই তখন শুধু সরযুকে লইয়া
চন্দ্রনাথ বাটি ফিরিয়া আসিল ।

এখানে আসিয়া সরযু দেখিল, প্রকাণ বাড়ী ! কত গৃহসজ্জা, কত
আসবাব—তাহার আর বিশ্বয়ের অবধি রহিল না । সে মনে মনে
ভাবিল, কি অমুগ্রহ ! কত দয়া !

চন্দ্রনাথ বালিকা বধূকে আদৰ করিয়া কহিল, বাড়ী ঘর সব দেখলে ?
মনে ধরেছে ত ?

সরযু অত্যন্ত কৃষ্টিত হইয়া আঁচলে মুখ লুকাইয়া মাথা নাড়িল ।
চন্দ্রনাথ দ্বীর মনের কথা বুঝিতে চাহে নাই, প্রত্যুত্তরে কর্তৃপক্ষের শুনিতে
চাহিয়াছিল, তাই দুই হাতে সরযুর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া কহিল, কি
বল, মনে ধরেছে ত ?

লজ্জায় সরযুর মুখ আরম্ভ হইয়া গেল, কিন্তু স্বামীর পুনঃ পুনঃ গ্রঝে
কোনোরূপে সে বলিয়া ফেলিল, সব তোমার ?

চন্দ্রনাথ হাসিয়া কথাটা একটু ফিরাইয়া বলিল, হঁ, সব তোমার ।

ਤੁਠੀਸ਼ ਪਵਿਤ੍ਰਚੁਨ

তাহার পর কত দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। সর্যু বড় হইয়াছে।
স্থামীকে সে কত যত্ন করিতে শিখিয়াছে। চন্দ্রনাথ বুঝিতে পারে যে,
সে কথা কহিবার পূর্বেই সর্যু তাহার মনের কথা বুঝিয়া লয়; কিন্তু
সে যদি শুধু দাসী হইত, তাহা হইলে সমস্ত বিশ্ব খুঁজিয়াও চন্দ্রনাথ এমন
আর একটি দাসী পাইত না, কিন্তু শুধু দাসীর জন্তই কেহ বিবাহ করে
না—স্তীর নিকট আরও কিছুর আশা রাখে। মনে হয় দাসীর আচরণের
সহিত স্তীর আচরণটি সর্বতোভাবে মিলিয়া না গেলেই ভাল হয়। সর্যুর
ব্যবহার বড় নিরীহ, বড় মধুর, কিন্তু দাম্পত্যের স্বনিবিড়-পরিপূর্ণ সুখ
কিছুতেই যেন গড়িয়া তুলিতে পারিল না। তাই এমন মিলনে, এত যত্ন
আদরেও উভয়ের মধ্যে একটা দূরত্ব, একটা অন্তরাল কিছুতেই সরিতে
চাহিল না। একদিন সে সর্যুকে হঠাৎ বলিল, তুমি এত ভয়ে ভয়ে থাক
কেন? আমি কি কোন দ্রুঃব্যবহার করি?

সরয় মনে মনে বলিল, এ কথার উত্তর কি তুমি নিজে জানো না ?
তাহার পর তাবিল, তুমি দেবতা, কত উচ্চ, কত মহ—আর আমি ?
সে তুমি আজও জানোনা । তুমি আমার প্রতিপালক আমি শুধু
তোমার আশ্রিতা । তুমি দাতা, আমি ভিখারিণী !

তাহার সমস্ত হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ, তাই ভালবাসা মাথা
ঠেলিয়া উপরে উঠিতে পারে না—অন্তঃসুলিলা ফল্পুর মত নিঃশব্দে ধীরে
ধীরে হৃদয়ের অন্তরুতম প্রদেশে লুকাইয়া রহিতে থাকে, উচ্ছ্বাস হইতে
পায় না—তেমনি অবিশ্রাম বহিতে লাগিল, কিন্তু চন্দনাখ তাহার
সন্ধান পাইল না। অতি বড় দুর্ভাগারা যেমন জীবনের মাঝে ভগবানকে
খুঁজিয়া পায় না, সর্ব্ব ভিতরেও সে তেমনি ভালোবাসা দেখিতে
পাইল না ; কিন্তু আজ অকস্মাত উজ্জ্বল দীপালোকে যখন সে

দেখিতে পাইল, পন্দ্রের মত ভাগর সরয়ুর চঙ্কু দুটিতে অঞ্চ ছাঁপাইয়া
উঠিয়াছে, তখন কাতর হইয়া সহসা তাহাকে দে কাছে টানিয়া লইল।
বুকের উপর মুখ লুটাইয়া পড়িল। চন্দ্রনাথ কহিল, যাক ওসব কথায়
আর কাজ নেই—বলিয়া দুই হাতে জ্বীর মুখ তুলিয়া ধরিল, মুদ্রিত
চঙ্কের উপর সরযু একটা তপ্ত-নিশাস অরুভব করিল।

চন্দ্রনাথ কহিল, একবার চেয়ে দেখ দেখি—

সরযুর চোখের পাতা দুইটি আকুলভাবে পরম্পরকে জড়াইয়া ধরিল,
সে কিছুতে চাহিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশাস ফেলিয়া চন্দ্রনাথ কহিল, তোমার বড় ভয় ;
তাই চাইতে পারলে না সরযু, কিন্তু পারলে ভাল হ'ত, না হয়, একটা
কাজ কোরো, আমার ঘূমন্ত মুখ ভাল ক'রে চেয়ে দেখো—এ মুখে ভয়
করবার মতো কিছু নেই। বুকে শুয়ে আছ, ভিতরের কথাটা কি শুনতে
পাও না ? তাই বড় দুঃখ হয়, সরযু—আমাকে তুমি বুবাতেই পারলে না।

তবু সরযু কথা কহিতে পারিল না, শুধু মনে মনে স্বামীর চরণে
প্রণাম করিয়া কহিল, আমি পদাশ্রিতা দাসী, দাসীকে চিরদিন দাসীর
মতই থাকিতে দিয়ো।

ଚତୁର୍ଥ ପାଇଁଚେଦ

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥେର ମାତୁଲାନୀ ହରକାଳୀର ମନେ ଆର ତିଲମାତ୍ର ସୁଖ ରହିଲ ନା । ଭଗବାନ ତାହାକେ ଏ କି ବିଡ଼ିଷ୍ଟନାର ମଧ୍ୟେ ଫେଲିଯା ଦିଲେନ ! ଏ ସଂସାରଟା କାହାରୋ ନିକଟ କଣ୍ଟକାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅରଣ୍ୟେର ମତ ବୋଧ ହୟ, ତାହାଦେର ଚେଷ୍ଟା କରିଯା ଏଥାନେ ଏକଟା ପଥେର ସନ୍ଧାନ କରିତେ ହୟ । କେହ ପଥ ପାଇଁ, କେହ ପାଇଁ ନା । ଅନେକ ଦିନ ହିତେ ହରକାଳୀଓ ଏହି ସଂସାର-କାନନେ ଏକଟା ସଂକ୍ଷେପେ ପଥ ଖୁଁଜିତେଛିଲ, ଚନ୍ଦ୍ରନାଥେର ପିତାର ମୃତ୍ୟୁତେ ଏକଟା ସୁରାହାଓ ହଇଯାଛିଲ; କିନ୍ତୁ ଆକଞ୍ଚିକ ବିବାହ, ବଧୁ ସର୍ବ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରନାଥେର ଅତିରିକ୍ତ ପତ୍ନୀ-ପ୍ରେମ, ତାହାର ଏହି ପାଓଯା-ପଥେର ମୁଖ୍ୟଟା ଏକେବାରେ ପାଯାଗ ଦିଯା ଯେନ ଗୀଥିଯା ଦିଲ । ହରକାଳୀର ଏକଟି ବହର ପାଚକେର ବୋନ୍ଦି ପିତ୍ତ-ଶୃଙ୍ଗେ ବଡ଼ ହଇଯା ଆଜ ଦଶ ବଚରେରଟା ହଇଯାଛେ; କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଯାକୁ । ନାନା କାରଣେ ହରକାଳୀର ମନେ ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହଇବାର ଉପକ୍ରମ କରିଯାଛିଲ ।

ଅବଶ୍ୟ ଆଜଓ ଦେ-ଇ ଗୃହିଣୀ, ତାହାର ସ୍ଵାମୀ କର୍ତ୍ତା—ଏ ସମସ୍ତରେ ତେମନିଇ ଆଛେ । ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବ୍ୟ ତାହାରଇ ମୁଖ ଚାହିଯା ଥାକେ, କୋନ ଅସନ୍ତୋବ ବା ଅଭିମାନ ପ୍ରକାଶ କରେ ନା । ଦେଖିଲେ ମନେ ହୟ, ଦେ ଏହି ପରିବାରଭୂକ୍ତ ଏକଟି ସାମାଜିକ ପରିଜନ ମାତ୍ର । ହରକାଳୀର ସ୍ଵାମୀ ଏହିଟୁକୁ ଦେଖିଯାଇ ଖୁସି ହଇଯା ଯାଇ ବଲିତେ ଯାଇ—ବୌମା ଆମାର ଯେମନ—ହରକାଳୀ ଚୋଥ ରାଙ୍ଗା କରିଯା ଧମକ ଦିଯା ବଲିଯା ଉଠେ, ଚୁପ କର, ଚୁପ କର । ଯା ବୋବି ନା, ତାତେ କଥା କହୋ ନା । ତୋମାର ହାତେ ଦେଓଯାର ଚେଯେ, ବାପ-ମା ଆମାକେ ହାତ-ପା ବୈଧେ ଜଳେ ଫେଲେ ଦିଲେ ଛିଲ ଭାଲ ।

ବ୍ରଜକିଶୋର ମୁଖ କାଳୀ କରିଯା ଉଠିଯା ଯାଇ ।

ହରକାଳୀର ବସ ପ୍ରାୟ ତ୍ରିଶ ହିତେ ଚଲିଲ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବ୍ୟର ଆଜଓ ପଞ୍ଚଦଶ ଉତ୍ତରୀର ହୟ ନାହିଁ,—ତବୁ ତାହାର ଆସା ଅବଧି ଦୁଇ ଜନେର ମନେ ମନେ ଯୁକ୍ତ ବାଧିଯାଛେ । ପ୍ରାଣପଣ କରିଯାଓ ହରକାଳୀ ଜୟି ହିତେ ପାରେ ନା । ଏକ ଫେଟା ମେଘେର ଶକ୍ତି ଦେଖିଯା ହରକାଳୀ ମନେ ମନେ ଅବାକୁ ହୟ । ବାହିରେ

লোক এ কথা জানে না যে, এই অন্তর-বুদ্ধি সরঘ ডিক্রি পাইয়াছে, কিন্তু তাহা জারি করে নাই। নিজের ডিক্রি নিজে তামাদি করিয়া বিজিত অংশ তাহাকেই সে ফিরিয়া দিয়াছে এবং এইখানেই হরকালীর একেবারে হার হইয়াছে।

হরকালী বুঝিতে পারে, সরঘ বোবা কিংবা হাবা নহে। অনেকগুলি শক্ত কথারও সে এমন নিরুত্তর অবনতমুখে উত্তর দিতে সমর্থ যে, হরকালী একেবারে স্তুতি হইয়া যায়, কিন্তু না পারিল সে এই মেঘেটির সহিত সন্দি করিতে, না পারিল তাহাকে জয় করিতে। সরঘ যদি কলহ-প্রিয় মুখরা হইত, স্বার্থপর নির্দিষ্ট হইত, তাহা হইলে হরকালী হয়ত একটা পথ খুঁজিয়া পাইত ; কিন্তু সরঘ নিজে হইতে এতখানি করণা তাহাকে দিয়া রাখিয়াছে যে, হরকালী অপরের করণা ভিঙ্গা করিবার আর অবকাশ পায় না। সরঘ অন্তরে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে যে, এ বাটির সে-ই সর্বময় কর্তৃ, হরকালী কেহ না, তাই বাহিরে সে ‘কেহ না’ হইয়া হরকালীকেই সর্বময়ী করিয়াছে। ইহাতেই হরকালী আরও দীর্ঘায় অলিয়া পুড়িয়া মরে।

শুধু একটি হান সরঘ একেবারে নিজের জন্য রাখিয়াছিল, এখানে হরকালী কিছুতেই প্রবেশ করিতে পায় না। স্বামীর চতুর্পার্শ্বে সে এমনি একটি সূক্ষ্ম দাগ টানিয়া রাখিয়াছে যে, তাহার ভিতরে প্রবেশ না করিতে পারিলে, আরকেহ চন্দনাথের শরীরে আঁচড়তি কাটিতে পারে না। এই দাগের বাহিরে হরকালী বাহা ইচ্ছা করন, কিন্তু ভিতরে আসিবার অধিকার ছিল না। বৃক্ষিমতী হরকালী বুঝিতে পারে যে, এই এক ফোটা মেঘেটি কোন্ এক মাঝা-মন্ত্রে তাহার নখদন্তের সমষ্টি বিষ হরণ করিয়া লইয়াছে।

এমনি করিয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর গত হইল। সে এগারো বছর বয়সে স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিল সতেরোঞ্চ পঢ়িল।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରିଚେତ୍ତ

ବସନ୍ତ ସମ୍ମାନ-ଜାନଟା ସେମନ ପୁରୁଷେର ମଧ୍ୟେ ଆଛେ, ଶ୍ରୀଲୋକଦିଗେର ମଧ୍ୟେ ତେମନ ନାହିଁ । ପୁରୁଷେର ମଧ୍ୟେ ଅନେକଗୁଲି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଛେ—ସେମନ ଦଶ, କୁଡ଼ି, ତ୍ରିଶ, ଚଲିଶ, ପଞ୍ଚଶ, ଷାଟ ପ୍ରତ୍ୟେକି । ତ୍ରିଶ ବଚରେର ଏକଜନ ସ୍ଵାମୀ ବିଶ ବଚରେର ଏକଜନ ସ୍ଵାମୀର ପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟବିଜ୍ଞାନାର ଚୋଥେ ଚାହିୟା ଦେଖିତେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ମେଘେମହଳେ ଏଟା ଥାଟେ ନା । ତାହାରା ବିବାହ କାଳଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଂଡ ଭଗିନୀ, ଆତ୍ଜାୟା, ଜନନୀ, ପିସୀମା ଅଥବା ଠାକୁର-ମାତାର ନିକଟେ ଅନ୍ନମନ୍ତ୍ର ଉମେଦାରୀ କରେ, ନାରୀ-ଜୀବନେ ଯାହା କିଛୁ ଅନ୍ନବିଷ୍ଟର ଶିଖିବାର ଆଛେ, ଶିଖିଯା ଲୁଗ ;—ତାହାର ପରଇ ଏକେବାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀତେ ଚଢ଼ିଯା ବସେ । ତଥନ ଘୋଲ ହିତେ ଛାପାନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାରା ସମବସ୍ତୀ । ହାନଭେଦେ ହୟତ ବା କୋଥାଓ ଏ ନିୟମେର ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକ୍ରମ ଦେଖା ଯାଯା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ହୁଲେଇ ଏମନି । ଅନ୍ତତଃ, ଚଞ୍ଚଳାଥେର ଗ୍ରାମ-ସମ୍ପର୍କୀୟା ଠାନଦିନି ହରିବାଲାର ଜୀବନେ ଏମନଟି ଦେଖିତେ ପାଓଯା ଗିଯାଛିଲ । ସେଦିନ ଅପରାହ୍ନେ ପଞ୍ଚମ ଦିକେର ଜାନାଲା ଖୁଲିଯା ଦିଯା, ସର୍ବ ଆକାଶର ଦିକେ ଚାହିୟା ଚୁପ କରିଯା ଦ୍ୱାଡାଇଯା ଛିଲ । ହରିବାଲା ଏକ ଥାଲୀ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଏବଂ ଏକଗାଛି ମୋଟା ଯୁଇୟେର ମାଲା ହାତେ ଲାଇଯା ଏକେବାରେ ସର୍ବର ନିକଟ ଆସିଯା ଉପହିତ ହେଲ । ମାଲାଗାଛଟି ତାହାକେ ପରାଇଯା ଦିଯା ବଲିଲ, ଆଜ ଥେକେ ତୁମି ଆମାର ସହି ହ'ଲେ । ବଲ ଦେଖି, ସହି—

ସର୍ବ ଏକଟୁ ବିପନ୍ନ ହେଲ । ତଥାପି ଅନ୍ନ ହାସିଯା କହିଲ, ବେଶ ।

ବେଶ ତ ନୟ ଦିନି, ସହି ବ'ଲେ ଡାକୁତେ ହବେ ।

ଇହାକେ ଆଦରଇ ବଲ, ଆର ଆବଦାରଇ ବଲ, ସର୍ବର ଜୀବନେ ଠିକ ଏମନଟି ଇତିପୂର୍ବେ ସଟିଯା ଉଠେ ନାହିଁ, ତାଇ ଏହି ଆକଞ୍ଚିକ ଆତ୍ମୀୟତାକେ ସେ ମନେର ମଧ୍ୟେ ମିଳାଇଯା ଲାଇତେ ପାରିଲ ନା । ଏକଦଣେ ଏକଜନ ଦିଦିମାର ବସନ୍ତୀ ଲୋକେର ଗଲା ଧରିଯା ‘ସହି’ ବଲିଯା ଆହୁବାନ କରିତେ ତାହାର ଲଜ୍ଜା କରିତେ

লাগিল, কিন্তু হরিবালা যে ছাড়ে না। ইহাতে অভিনবত্ব কথা। অস্মাভাবিকতা যে কিছু থাকিতে পারে, হরিবালার তাহা ধারণায় নাই। তাই সরযুর মুখ হইতে এই প্রিয়-সহোধনটির বিলম্ব দেখিয়া একটু গন্তীরভাবে, একটু ঝান হইয়া সে কহিল, তবে আমার মালা ফিরিয়ে দাও, আমি আর কোথাও যাই।

সরযু বিপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু অপ্রতিভ হয় নাই, ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, সহিয়ের সন্ধানে না কি?

ঠান্দিদি একটুখানি হির থাকিয়া বলিলেন, বাঃ! এই যে বেশ কথা কও। তবে যে লোকে বলে, ওদের বৌ বোবা!

সরযু হাসিতে লাগিল।

ঠান্দিদি বলিলেন, তা শোন। এ গাঁয়ে তোমার একটি সাথী নাই। বড়লোকের বাড়ী বলেও বটে, আর তোমার মামীর বচনের গুণেও বটে, কেউ তোমার কাছে আমে না, জানি। আমি ভাই আস্ব। আমার কিন্তু একটা সম্পর্ক না হ'লে চলে না, তাই আজ 'সহ' পাতালুম। আর বুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু হরিনামের মালা নিয়েও সারা দিনটা কাটাতে পারি না। আমি রোজ আস্ব।

সরযু কহিল, রোজ আস্বেন।

হরিবালা গর্জিয়া উঠিল, আস্বেন কি লা? বল সহ, তুমি রোজ এস। 'হুই' বলতে পারবিনে, না?

সরযু হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, রক্ষা কর ঠান্দিদি, গলায় ছুরী দিলেও তা পারব না।

ঠান্দিদি হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, তা, না হয়, নাই বলিস; কিন্তু তুমি বলতেই হবে। বল—সহ তুমি রোজ এস।

সরযু চোখ নীচু করিয়া সলজ্জহাস্তে কহিল, সহ, তুমি রোজ এস।

হরিবালার যেন একটা দুর্ভাবনা কাটিয়া গেল। সে কহিল, আস্ব।

ପରଦିନ ହିତେ ହରିବାଲା ପ୍ରାୟଇ ଆସେନ, ଶତ-କର୍ମ ଥାକିଲେଓ ଏକବାର ହାଜିରା ଦିଯା ଯାନ । କ୍ରମଶଃ ପାତାନୋ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗାଁ ହିଇଯା ଆସିଲ । ସମଯେ ସର୍ବ୍ୟାନ୍ତ ତୁଳିଲ ଯେ ହରିବାଲା ତାହାର ସମବସ୍ତ୍ରୀ ନହେ, କିମ୍ବା ଏହି ଗଲାଯ ଗଲାଯ ମେଶାମେଶି ସକଳେର କାହେ ତେମନ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିତେ ହୟ ନା ।

ଏହି ଅନ୍ତରଦ୍ଵାରା ହରକାଳୀର କେମନ ଲାଗିତ, ବଲିତେ ପାରି ନା, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥେର ବେଶ ଲାଗିତ । ଦ୍ଵୀର ସହିତ ଏ ବିଷୟେ ପ୍ରାୟଇ ତାହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିତ । ଠାନ୍ଦିଦିର ଏହି ଦୃଢ଼ତାଯ ମେ ଆମୋଦ ବୋଧ କରିତ । ଆରା ଏକଟୁ କାରଣ ଛିଲ । ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ଵୀକେ ବଡ଼ ମେହ କରିତ ; ସମସ୍ତ ହଦୟ ଜୁଡ଼ିଆ ଭାଲବାସା ନା ଥାକିଲେଓ ମେହେର ଅଭାବ ଛିଲ ନା । ମେ ମନେ କରିତ, ସକଳେର ଭାଗ୍ୟେଇ ଏକକ୍ରମ ଦ୍ଵୀ ମିଲେ ନା । କାହାରୋ ବା ଦ୍ଵୀ ଦାସୀ, କାହାରୋ ବା ବକ୍ର, କାହାରୋ ବା ପ୍ରତ୍ବ ! ତାହାର ଭାଗ୍ୟ ସଦି ଏକଟି ପୁଣ୍ୟବତୀ, ପବିତ୍ରା, ସାଧ୍ୱୀ ଏବଂ ମେହମୟୀ ଦାସୀ ମିଲିଯାଇଛେ ତ, ମେ ଅସ୍ଥି ହିଇଯା କି ଲାଭ କରିବେ ? ତାହାର ଉପର ଏକଟା କଥା ପ୍ରାୟଇ ତାହାର ମନେ ହୟ ସେଟା ସର୍ବ୍ୟାନ୍ତ ବିଗତ ଦିନେର ଦୁଃଖେର କାହିନୀ । ଶିଶୁକାଳଟା ତାହାର ବଡ଼ ଦୁଃଖେଇ ଅତିବାହିତ ହିଇଯାଇଛେ । ଦୁଃଖିନୀର କଞ୍ଚା ହୟତ ସାରା-ଜୀବନଟା ଦୁଃଖେଇ କାଟାଇତ ; ହୟତ ବା ଏତଦିନେ କୋନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ରେର ହାତେ ପଡ଼ିଯା ଚକ୍ଷେର ଜଲେ ଭାସିତ, ନା ହୟ, ଦାସୀବୃତ୍ତି କରିତେ ଗିରା ଶତ ଅତ୍ୟାଚାର-ଉଂପୀଡ଼ନ ମହ କରିତ ; ତା ଛାଡ଼ା ଏତ ଅଧିକ କ୍ରମ-ଘୋବନ ଲହିଯା ନରକେର ପଥର ଦୁରକ୍ଷଳ ନହେ ;—ତାହା ହିଲେ ?

ଏହି କଥାଟା ମନେ ଉଠିଲେଇ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗଭୀର କଙ୍ଗଣୀୟ ସର୍ବ୍ୟାନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ମୁଖ୍ୟାନି ତୁଳିଯା ଧରିଯା ଜିଜ୍ଞାସା କରିତ, ଆଛା ସର୍ବ୍ୟ, ଆମି ସଦି ତୋମାକେନା ଦେଖିତୁମ, ସଦି ବିଯେ ନା କରିତୁମ, ଏତଦିନ ତୁମି କାର କାହେ ଥାକୁତେ ବଲ ତ ?

ସର୍ବ୍ୟ ଜୀବାବ ଦିତ ନା ; ସଭୟେ ସ୍ଵାମୀର ବୁକେର କାହେ ସରିଯା ଆସିତ । ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ମେହେ ତାହାର ମାଥାର ଉପର ହାତ ରାଖିତ । ସେନ ସାହସ ଦିଯା ମନେ ମନେ ବଲିତ, ଭୟ କି !

সরয় আরও কাছে সরিয়া আসিত—এ সব কথায় সত্যই দে বড় ভৱ পাইত। চন্দ্রনাথ তাহা বুঝিতে পারিয়াই যেন তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিত, তা নয় সরয়, তা নয়। তুমি দুঃখীর ঘরে গিয়ে কেন জন্মেছিলে, জানিনে; কিন্তু তুমিই আমার জন্ম-জন্মান্তরের পতিত্রতা স্ত্রী ! তুমি সৎসারের যে-কোনো জায়গায় ব'সে টান দিলে আমাকে যেতেই হ'ত। তোমার আকর্ষণেই যে আমি কাশী গিয়েছিলুম, সরয় !

এই সময় তাঁহার হৃদয়ের ভিতর দিয়া যে ভাবের শ্রাত বহিয়া যাইত, সরয়ের সমস্ত স্নেহ, প্রেম, যত্ন, ভক্তি এক করিলেও বোধ করি, তাঁহার তুলনা হইত না ; কিন্তু তৎসন্দেহ দুঃখীকে দয়া করিয়া যে গর্ব, যে তৃষ্ণি বালিকা সরয়কে বিবাহ করিবার সময় একদিন আজ্ঞ-প্রসাদের ছন্দবেশে চন্দ্রনাথের নিত্য-অন্তরে গ্রবেশ করিয়াছিল, এখন শত চেষ্টাতেও চন্দ্রনাথ তাঁহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিতে পারে না। হৃদয়ের এক অজ্ঞাত-অন্ধকার-কোণে আজও সে বাসা বাঁধিয়া আছে। তাই, যখনই সেটা মাথা তুলিয়া উঠিতে চায়, তখনই চন্দ্রনাথ সরয়কে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বার বার বলিতে থাকে, আমি বড় আশ্চর্য হই সরয়, যাকে চিরদিন দেখে এসেচ, তাকে কেন আজও তোমার চিন্তে বিলম্ব হচ্ছে ! আমি ত তোমাকে কাশীতে দেখেই চিনেছিলুম, তুমি আমার ! কত যুগ, কত কল্প, কত জন্ম-জন্ম ধ'রে আমার ! কি জানি, কেন আলাদা হয়েছিলুম, আবার এক হয়ে মিলতে এসেচি ।

সরয় বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া মৃদুকর্ত্ত্বে কহে, কে বল্লে, আমি তোমাকে চিন্তে পারিনি !

উৎসাহের আতিশয়ে চন্দ্রনাথ সরয়ের লজ্জিত মুখানি নিজের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলে, পেরেচ ? তবে কেন এত ভয়ে-ভয়ে থাক ? আমি ত কোন দুর্ব্যবহার করিনে—আমি যে আমার নিজের চেয়েও তোমাকে ভালবাসি সরয় ?

সরয় আবার স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফেলে। চন্দ্রনাথ আবার প্রশ্ন করে, বল, কেন ভয় পাও সরয়? সরয় আর উভর দিতে পারে না। স্বামীকে স্পর্শ করিয়া সে মিথ্যা কথা কি করিয়া মুখে আনিবে? কি করিয়া বলিবে যে, ভয় করে না! সত্যই যে তাহার বড় ভয়! সে যে কত সত্য, কত বড় ভয়, তাহা সে ছাড়া আর কে জানে?

তা কথাটা কি বলিতেছিলাম! চন্দ্রনাথ হরিবালার আগমনে আমোদ বোধ করিত। সরয় একটি স্থী পাইয়াছে, ত'টা মনের কথা বলিবার লোক জুটিয়াছে—ইহাই চন্দ্রনাথের আনন্দের কারণ।

একদিন সরয় সমস্ত দৃশ্যটা হরিবালার প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। আকাশে মেষ করিয়া টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল; হরিবালা আসিল না, সরয় মনে করিল, জল পড়িতেছে, তাই আসিল না। এখন বেলা যায় যায়, সমস্ত দিনটা একা কাটিয়াছে, হরকালীও আজ বাটী নাই। সরয় তখন সাহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর পড়িবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে এ ঘরটিতে কেহ প্রবেশ করিত না। সরয়ও না! চন্দ্রনাথ বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, আজ বুঝি তামার সই আসে নি?

না।

তাই বুঝি আমাকে মনে পড়েছে?

সরয় উষ্ণ হাসিল। ভাবটা এই যে, মনে সর্বদাই পড়ে, কিন্তু সাহসে কুলোঁৱ না। সরয় বলিল, জলের জন্য বোধ হয় আস্তে পারেন নি।

বোধ হয় তা নয়। আজ কাকার ছোট মেয়ে নির্মলাকে আশীর্বাদ করতে এসেছে। শীঘ্ৰই বিষে হবে। তারই আয়োজনে ঠান্ডিদি বোধ হয় মেতেছেন।

সরয় বলিল, বোধ হয়।

তাহার পর চন্দনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দুঃখ হয় যে, আমরা একেবারে পর হ'য়ে গেছি—মামীনা কোথায় ?

তিনিও বোধ হয় দেইখানে ।

চন্দনাথ চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল ।

সরয় দীরে দীরে কাছে আসিয়া একপাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, কি ভাবচ, বল না ।

চন্দনাথ একবার হাসিবার চেষ্টা করিয়া সরয়ুর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, বিশেষ-কিছু নয়, সরয়ু। ভাবছিলাম, নির্মলার বিয়ে, কাকা কিন্তু আমাকে একবার খবরটা ও দিলেন না, অথচ মামীনাকেও ডেকে নিয়ে গেলেন । আমরা দু'জনেই শুধু পর !

তাহার স্বরে একটু কাতরতা ছিল, সরয়ু তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, আমাকে পায়ে হান দিয়েই তুমি আরও পর হ'য়ে গেছ ; না হ'লে বোধ হয় এত দিনে মিল হ'তে পারুন ।

চন্দনাথ হাসিল, কহিল, মিল হয়ে কাজ নেই । তোমার পরিবর্ত্তে কাকার সঙ্গে মিল ক'রে যে আমার মন্ত স্থথ হ'ত সে মনে হয় না । আমি বেশ আছি । যখন বিয়ে করেছিলুম, তখন যদি কাকার মত নিতে হ'ত, তা হ'লে এমন ত বোধ হয় না যে, তোমাকে কখনো পেতুম—একটা বাধা নিশ্চয় উঠত । হয় কুল নিয়ে, না হয় বংশ নিয়ে—যেমন করেই হোক এ বিয়ে ভেঙে যেত ।

ভিতরে ভিতরে সরয়ু শিহরিয়া উঠিল । তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘরের মধ্যে অন্ধকার করিয়াছিল, তাই তাহার মুখখানি দেখিতে পাওয়া গেল না, কিন্তু যে হাতখানি তাহার হাতের মধ্যে ধরা ছিল, সেই হাতখানি কাপিয়া উঠিয়া সরয়ুর সমস্ত মনের কথা চন্দনাথের কাছে প্রকাশ করিয়া দিল । চন্দনাথ হাসিয়া বলিল, এখন বুঝতে পেরেছ, মত না নিয়ে ভাল করেচি কি মন্দ করেচি !



সরয় কণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কি জামি^৩ আমার সত
শত সহস্র দাসীরও ত তোমার অভাব হ'ত না !

চন্দনাথ সরয়ের কোমল হাতখানি সঙ্গে হে দ্বিৎীয় পৌড়ন করিয়া বলিল,
তা জানিনে। আমার দাসী একটি, তার অভাবের কথাই ভাবতে
পারি। শত সহস্রের ভাবনা ইচ্ছে হয় তুমি ভেবো।

পরদিন হরিবালা আসিল; কিন্তু মুখের ভাবটা কিছু স্বতন্ত্র। কন্তু
করিয়া গলা ধরিয়া সহ—সহ বলিয়া দে ব্যস্ত করিল না, কিংবা বিস্তি
খেলিবার জন্তু তাস আনিতেও পুনঃ পুনঃ সাধাসাধি পৌড়াপীড়ি করিল
না। মলিনমুখে মৌন হইয়া রহিল।

সরয় বলিল, সহস্রের কাল দেখা পাই নি।

হাঁ দিদি—কাল বড় কাজ ছিল। ও-বাড়ীতে নির্মলার বিয়ে।

তা শুনেছি। সব ঠিক হ'ল কি ?

হরিবালা সে কথার উত্তর না দিয়া সরয়ের মুখের পানে চাহিয়া বলিল,
সহ, একটা কথা—সত্য বল্বি ?

কি কথা ?

বদি সত্য বলিস, তা হ'লেই জিজ্ঞাসা করি—না হ'লে জিজ্ঞাসা করে
কোন লাভ নেই।

সরয় চিন্তিত হইল। বলিল, সত্য বল্ব না কেন ?

দেখিস, দিদি—আমাকে বিশ্বাস করিস ত ?

করি বৈ কি !

তবে বল দেখি, চন্দনাথ তোকে কতখানি ভালবাসে ?

সরয় একটু লজ্জিত হইল, বলিল, খুব দয়া করেন।

দয়ার কথা নয়। খুব, একেবারে বড় বেশী ভালবাসেন কি।

সরয় হাসিল। বলিল, খুড় বেশী কি না—কেমন ক'রে জানু
সত্য জানিস নে ?

10012 6511

না ।

সত্যই সরয় ইহা জানিত না । হরিবালা যেন বড় বিমর্শ হইয়া পড়িল ।
মাথা নাড়িয়া বলিল, স্তু জানে না, স্বামী তাকে কতখানি ভালবাসে ।
এইখানেই আমার বড় ভয় হয় ।

হরিবালার মুখের ভাবে একটা গভীর শক্ত প্রচন্দ ছিল, সরয় তাহা
বুঝিয়া নিজেও শক্তি হইল । বলিল, তয় কিসের ?

আর একদিন শুনিস্ত । তার পর তাহার চিবুকে হাত দিয়া মৃত্যুরে
কহিল, এত ক্রপ, এত গুণ, এত বৃদ্ধি নিয়ে সই, এত দিন কি বাস
কাটছিল ?

সরয় হাসিয়া ফেলিল ।

ବ୍ରଜ ପରିଚେତ୍

ତଥନୀ କଥାଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନାଟ । ହରିଦୟାଳ ବୋବାଲେର ସନ୍ଦେହେର ମଧ୍ୟେଇ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଛିଲ । ଏକଜନ ଭଦ୍ରଲୋକେର ମତ ଦେଖିତେ ଅର୍ଥଚ ବସ୍ତାଦି ଜୀବ ଏବଂ ଛିନ୍ନ ଆଜ ଦୁଇ ତିନ ଦିନ ହିତେ ବାମୁନ-ଠାକୁରଙ୍ଗ ସ୍ଵଲୋଚନା ଦେବୀର ସହିତ ଗୋପନେ ପରାମର୍ଶ କରିଯା ଯାଇତେଛିଲ । ସ୍ଵଲୋଚନା ଭାବିତ, ହରିଦୟାଳ ତାହା ଜାନେନ ନା ; କିନ୍ତୁ ତିନି ଜାନିତେ ପାରିଯାଇଲେନ ।

ଆଜ ବିପ୍ରହରେ ଦୟାଲଠାକୁର ଏବଂ କୈଲାସଖୁଡ଼ା ସରେ ବସିଯା ସତରଙ୍ଗ ଖେଲିତେଛିଲେନ ଏମନ ସମୟ ଅନ୍ଦରେର ପ୍ରାଦୃଗେ ଏକଟା ଗୋଲଯୋଗ ଉଠିଲ । କେ ଯେନ ମୃଦୁକଟେ ସକାତରେ ଦୟା ଭିକ୍ଷା ଚାହିତେଛେ ଏବଂ ଅପରେ କରକଟେ ତୀତ୍ର-ଭାସ୍ୟ ତିରଙ୍ଗାର କରିତେଛେ ଏବଂ ତଥ ଦେଖାଇତେଛେ । ଏକଜନ ଦ୍ଵୀଲୋକ, ଅପର ପୁରୁଷ । ଦୟାଲଠାକୁର କହିଲେନ, ଖୁଡ଼ୋ, ବାଡ଼ୀତେ କିମେର ଗୋଲମାଳ ହୟ ?

କୈଲାସଖୁଡ଼ୋ ବଲିଲେନ, କିଣି ! ସାମଲାଓ ଦେଖି ବାବାଜୀ !

ଆବାର ଅନେକକ୍ଷଣ ନିଃଶବ୍ଦେ କାଟିଲ । ଭିତରେର ଗୋଲମାଳ କ୍ରମଶଂ ବୁନ୍ଦି ପାଇତେଛେ ଦେଖିଯା, ଦୟାଲଠାକୁର ଉଠିଯା ଦାଡ଼ାଇଲେନ । ଖୁଡ଼ୋ, ଏକଟୁ ବ'ସ, ଆମି ଦେଖେ ଆସି ।

ଖୁଡ଼ା ତାହାର କୌଚାର ଟିପ ଏକ ହାତେ ଧରିଯା କହିଲେନ, ଏବାର ଯେ ଦାବା ଚାପା ଗେଲ ।

ଦୟାଲଠାକୁର ପୁନର୍ବାର ବସିଯା ପଡ଼ିଲେନ ; କିନ୍ତୁ ଗୋଲମାଳ କିଛୁତେଇ ଥାମେ ନା । ତଥନ ଦୟାଲଠାକୁର ଅଗତ୍ୟା ଉଠିଯା ପଡ଼ିଲେନ । ପ୍ରାଦୃଗେ ଆସିଯା ଦେଖିଲେନ, ସ୍ଵଲୋଚନା ଦୁଇ ହାତେ ସେଇ ଲୋକଟାର ପାଜଡ଼ାଇଯା ଆଛେ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଚାପା-କଟେ କହିତେଛେ, ଆମାର କଥା ରାଖ, ନା ହ'ଲେ ଯା ବଲ୍ଲଛି ତାଇ କରବ ।

স্বলোচনা কাঁদিয়া-বলিতেছে, আমায় মার্জনা কর। তুমি একবার
সর্বনাশ করেছ, বা-একটু বাকী আছে সেটুকু আর নাশ করো না।

সে কহিতেছে, তোমার মেঝে বড়লোকের বরে পড়েছে, দু'হাজার
টাকা দিতে পারে না ? আমি টাকা পেলেই চ'লে বাব !

স্বলোচনা কহিল, তুমি মাতাল অসচ্ছরিত !—দু'হাজার টাকা তোমার
কত দিন ? তুমি আবার আস্বে, আবার টাকা চাইবে,—আমি
কিছুতেই তোমার টাকা দেব না।

আমি মদ ছেড়ে দেব। ব্যবসা কৰ্ব—আবু কখনও তোমার কাছে
টাকা চাইতে আস্ব না।

স্বলোচনা সে কথার উত্তর না দিয়া ভূমিতলে মাথা খুঁড়িয়া ঘৃত-করে
কহিল, দয়া কর—টাকার জন্য আমি সরযুকে অহুরোধ করতে পার্ব না।

দয়ালঠাকুর যে নিকটে আসিয়া দাঢ়াইয়াছেন, তাহা কেহই
দেখে নাই, তাই এ-সব কথা জোরে জোরেই হইতেছিল। দয়ালঠাকুর
এইবার কাছে আসিয়া দাঢ়াইলেন। সহসা দৃজনেই চমকিত হইল—
দয়ালঠাকুর এই অপরিচিত লোকটার নিকটে আসিয়া কহিলেন, তুমি
কার অহুমতিতে বাড়ীর ভিতর ঢুকেছ ?

লোকটা প্রথমে খতমত খাইয়া দাঢ়াইয়া রহিল, তাহার পর যখন
বুঝিল কাজটা তেমন আইন-সঙ্গত হয় নাই, তখন সরিয়া পড়িবার উপক্রম
করিল। কঠিন মুষ্টিতে হরিদয়াল তাহার হাত ধরিয়া উচ্চ-কঞ্চে পুনর্বার
কহিলেন, কার অহুমতিতে ?

পলাইবার উপায় নাই দেখিয়া সে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল,
স্বলোচনার কাছে এসেছি !

তাহার মুখ দিয়া তীব্র স্বরার গন্ধ বাহির হইতেছে, এবং সর্বাঙ্গে
হীনতা এবং অত্যাচারের মলিন-ছায়া পড়িয়াছে। দয়ালঠাকুর ঘণায় ওষ্ঠ
কুঝিত করিয়া, সেইক্ষণ কর্কশভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কার হকুমে ?

হকুম আবার কি ?

লোকটাৰ মুখেৰ ভাব পরিবৰ্ত্তিত হইল ; সহসা যেন তাহার শ্বরণ হইল, প্ৰশ্ন-কৰ্ত্তাৰ উপৰ তাহার জোৱ আছে এবং এ বাড়ীৰ উপৰেও কিঞ্চিং দাবী আছে। দয়ালঠাকুৰ একপ উভয়ে অসন্তুষ্ট চটিয়া উঠিলেন, উচ্চ-স্বরে কহিলেন, ব্যাটা মাতাল, জান, তোমাকে এখনি জেলে দিতে পারি !

সে বিজ্ঞপ কৱিয়া কহিল, জানি বৈ কি ।

দয়ালঠাকুৰ গ্ৰাম প্ৰহাৰ কৱিতে উগ্ধত হইলেন, জান বৈ কি ! চল ব্যাটা, এখনি তোকে পুলিসে দেব ।

লোকটা ঝৈঝ হাসিয়া একপ ভাব প্ৰকাশ কৱিল যেন পুলিসেৰ নিকট ঘাইতে তাহার বিশেষ আপত্তি নাই ! কহিল, এখনি দেবে ?

দয়ালঠাকুৰ ধাক্কা দিয়া বলিলেন, এখনি ।

লোকটা ধাক্কা সামলাইয়া স্থিৰ হইয়া গভীৰভাবে বলিল, ঠাকুৰ, একেবাৱে অত বিক্ৰম প্ৰকাশ কৱো না । পুলিসে দেবে কি থানায় দেবে, একটু বিলম্ব ক'ৱে দিয়ো । আমি তোমাকে কাশী ছাড়া কৱতে পারি, জান ?

দয়ালঠাকুৰ উন্মত্তেৰ মত চীৎকাৰ কৱিয়া উঠিলেন, ব্যাটা পাজি, আজ আমাৰ চলিশ বছৱ কাশীবাস হ'ল, এখন তুমি কাশী-ছাড়া কৱবে ?

তিনি ভাবিয়াছিলেন, লোকটা তাহাকে গুণোৱ ভয় দেখাইতেছে । অনেকে এ কথায় হয়ত ভয় পাইত, কিন্তু এই দীৰ্ঘকালেৰ কাশীবাসে দয়ালঠাকুৰেৰ এ ভয় ছিল না । বলিলেন, ব্যাটা, আমাৰ কাছে গুণাগিৰি !

গুণাগিৰি নয়, ঠাকুৰ, গুণাগিৰি নয় । পুলিসে নিয়ে চল । সেখানেই সব কথা প্ৰকাশ কৱব ?

কোন্ কথা প্রকাশ করবে ?

যা জানি । যাতে তুমি কাশী ছেড়ে পালাতে পথ পাবে না ! যাতে সমস্ত দেশের লোক শুন্বে যে, তুমি জাতিচ্যুত অব্রাহাম ।

আমি অব্রাহাম !

রাগ করো না, ঠাকুর । তুমি জাতিচ্যুত । শুধু তাই নয় । তোমার কাছে যত ভদ্রসন্তান বিশ্বাস ক'রে এসেছে, এই তিনি বৎসরের মধ্যে যত লোককে তুমি অন্ন বেচেছ, সকলেরই জাত গেছে । সকলকেই আমি সে কথা বলবো ।

দয়ালঠাকুর ভয় পাইলেন । ভয়ের ব্যার্থ কারণ হৃদয়ঙ্গম হইবার পূর্বেই, উদ্বিগ্ন কষ্টস্বর নরম হইয়া আসিল । তথাপি বলিলেন, আমি লোকের জাত মেরেছি ।

তাই । আর প্রমাণ করবার ভারও আমার ।

ঠাকুর নরম হইয়া কষ্টস্বর কিছু কম করিয়া বলিলেন, কথাটা কি, ভেঙে বল দেখি বাপু ।

লোকটা বৃহৎ হাসিয়া কহিল, একাই শুন্বে, না, দু'দশজন লোক ডাকবে ? আমি বলি, দু'চারজন লোক ডাক । দু'চারজন পাড়া-পড়শীর সামনে কথাটা শোনাবে ভাল ।

দয়ালঠাকুর তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, রাগ করো না বাপু ? আমি হঠাৎ বড় অস্থায় কাজ করেছি । কিছু মনে করো না । এস, ঘরে চল ।

দুই জনে একটা ঘরে আসিয়া বসিলে, দয়ালঠাকুর কহিলেন, তার পর ?

সে কহিল, শুনোচনা—যার হাতে আপনার অন্ন প্রস্তুত হয়, তাকে কোথায় পেলেন ?

এইখানেই পেয়েছি । দুঃখীর কষ্টা, তাই আশ্রয় দিয়েছি ।

টাকাওয়ালা লোককে আশ্রয় দিয়েছেন, এ কথা আমি বলছি না ;
কিন্তু সে কি জাত তার অমুসন্ধান করেছেন কি ?

দয়ালঠাকুরের সমস্ত মুখ্যগুল একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি
বলিলেন, ব্রাহ্মণ-কল্পা, বিধবা, শুক্রাচারিণী, তার হাতে খেতে
দোষ কি ?

ব্রাহ্মণ-কল্পা এবং বিধবা, এ কথা সত্যি, কিন্তু কেউ যদি কুলত্যাগ
ক'রে চ'লে যায়, তাকেও কি শুক্রাচারিণী বলা চলে ? না, তার হাতে
খাওয়া যায় ?

দয়ালঠাকুর জিভ কাটিয়া বলিলেন, শিব ! শিব ! তা কি খাওয়া যায় ।

তবে তাই । পনেরো ঘোল বৎসর পূর্বে শুলোচনা তিনি বছরের
একটি মেয়ে নিয়ে গৃহত্যাগ করে, এবং তাকেই আশ্রয় দিয়ে আপনি
নিজের এবং আর পাঁচ জনের সর্বনাশ করেছেন !

প্রমাণ ।

প্রমাণ আছে বৈকি ! তার জন্য তাব্বেন না ! যাঁর সঙ্গে কুলত্যাগ
করেন, সেই অসীম প্রেমাঙ্গদ রাখাল ভট্টাচার্য এখনো বৈচে আছেন ।

দয়াল লোকটার মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিলেন । মনে হইল যেন
ইহারই নাম রাখাল ! বলিলেন, তুমি কি ব্রাহ্মণ ?

লোকটা মলিন উড়ানির ভিতর হইতে অধিকতর মলিন ছিন্ন-বিছিন্ন
যজ্ঞোপবীত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, না, গোয়ালা !

দয়াল একটুখানি সরিয়া বসিয়া বলিলেন, তোমাকে দেখে ত চামার
ব'লে মনে হয়েছিল । যা হোক, নমস্কার ।

সে ব্যক্তি রাগ করিল না । বলিল, নমস্কার । আপনার অমুমান
মিথ্যা নয়, আমাকে চামার বলাও চলে, মুসলমান গৌঢ়ীয়ান বলাও চলে ।
আমি জাত মানিনে—আমি পরমহংস ।

তুমি অতি পায়ও ।

সে বলিল, সে কথা আমাকে শরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন দেখচি না, কেন না, ইতিপূর্বে অনেকেই অহুগ্রহ ক'রে ও কথা বলেছেন। কি ছিলাম, কি হয়েছি তা এখনো বুঝি ; কিন্তু আমিই রাখালদাস।

দয়ালের মুখধানি অপরিসীম ক্ষেত্রে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ; কোনমতে মনের ভাব দমন করিয়া তিনি বলিলেন, এখন কি ক'ব্বতে চাও ? স্বলোচনাকে নিয়ে যাবে ?

আজ্জে না। তাতে আপনার ধাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হবে, আমি অত নরাধম নই।

প্রাণের দায়ে দয়াল এ পরিহাসটাও পরিপাক করিলেন। তার পর বলিলেন, তবে কি চাও ? আবার এসেচ কেন ?

টাকা চাই। দারুণ অর্থাত্ব তাই আপাততঃ এসেছি। হাজার-হাজার পেলেই নিঃশব্দে চলে যাব, জানাতে এসেছি।

এত টাকা তোমাকে কে দেবে ?

যার গরজ। আপনি দেবেন—স্বলোচনার জামাই দেবে—সে বড় লোক।

দয়াল তাহার স্পর্দ্ধা দেখিয়া মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন ; কিন্তু সে অতিশয় ধূর্ত এবং কৌশলী, তাহাও বুঝিলেন। বলিলেন, বাপু, আমি দরিদ্র, অত টাকা কখনও চোখে দেখিনি। তবে স্বলোচনার জামাই দিতে পারে সে কথা ঠিক ; কিন্তু সে দেবে না। তাকে চেন না, তার দেখিয়ে তার কাছ থেকে দু' হাজার ত চের দূরের কথা—দু'টো পয়সাও আদায় কর্তৃতে পাব্ববে না ! তুমি যে বুদ্ধিমান লোক, তা টের পেয়েচি, কিন্তু, সে আরও বুদ্ধিমান। বরং আর কোন ফন্দি দেখ—এ খাট্টবে না।

রাখাল দয়ালের মুখের দিকে কিছুক্ষণ হিরভাবে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিল। বলিল, সে ভাবনা আমার। দেখা যাক, যত্তে কৃতে যদি—

দয়াল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, থাক্ বাবা, দেব-ভাষ্টাকে আর অপবিত্র করো না।

রাখাল সপ্রতিভাবে বলিল, যে আজ্ঞে; কিন্তু আর ত বস্তে পাচ্ছিনে—বলি তাঁর ঠিকানাটা কি?

দয়াল বলিলেন, স্বলোচনাকেই জিজ্ঞাসা কর না বাপু।

রাখাল কহিল, সে বল্বে না, কিন্তু আপনি বল্বেন।

বলি না বলি?

রাখাল শাস্তিভাবে বলিল, নিশ্চয়ই বল্বেন। আর না বল্বে কি ক্ষব, তা ত পূর্বেই বলেছি।

দয়ালের মুখ শুকাইল। তিনি বলিলেন, আমি তোমার কিছুই ত করিনি বাপু।

রাখাল বলিল, না, কিছু করেন নি। তাই এখন কিছু কর্তে বলি। নাম-ধামটা ব'লে দিলে জামাইবাবুকেও দু'টো আশীর্বাদ ক'রে আসি, মেয়েটাকেও একবার দেখে আসি। অনেক দিন দেখিনি।

দয়ালঠাকুর রীতিমত ভয় পাইয়াছিলেন; কিন্তু মুখে সাহস দেখাইয়া কহিলেন, আমি তোমার সাহায্য করব না; তোমার যা ইচ্ছে কর। অজ্ঞাতে একটা পাপ করেছি, সে জন্ত না হয় প্রায়শিত্ব করব। আমার আর ভয় কি?

ভয় কিছুই নেই, তবে পাণ্ডা-মহলে আজই এ কথা রাষ্ট্র হবে। তার পর যেমন ক'রে গারি, অনুসন্ধান ক'রে স্বলোচনার জামাইয়ের কাছে বাব, এবং সেখানেও এ-কথা প্রকাশ কর্ব। নমস্কার ঠাকুর, আমি চল্লাম।

সত্যাই সে চলিয়া বাঘ দেখিয়া দয়াল তাহার হাত ধরিয়া পুনর্বার বসাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, বাপু, তুমি যে অল্পে ছাড়বার পাত্র নও ত বুঝেছি। রাগ করো না। আমার কথা শোন। এর মধ্যে তুমি এ

কথা নিয়ে আর আন্দোলন করো না। হপ্তাখানেক পরে এস, তখন যা
হয় কৱব।

মনে রাখবেন, সে দিন এমন ক'রে ফেরালে চল্বে না। দয়াল তীক্ষ্ণ-
দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, বাপু, তুমি কি সত্ত্বাই
বামুনের ছেলে ?

আজ্জে !

দয়াল দীর্ঘনিশ্চাস ফেলিয়া বলিলেন, আচর্য ! আচ্ছা, হপ্তাখানেক
পরেই এস—এর মধ্যে আর আন্দোলন করো না, বুঝলে ?

আজ্জে, বলিয়া রাখাল দুই-এক পা গিয়াই ফিরিয়া দাঢ়াইয়া বলিল,
তাল কথা। গোটা-দুই টাকা দিন ত। মাইরি, মনিব্যাগ্টা কোথার
বে হারালাম, বলিয়া দে দাত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

দয়াল রাগে তাহার পানে আর চাহিতেও পারিলেন না। নিঃশব্দে
দুইটা টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন, সে তাহা টঁঁয়াকে
গুঁজিয়া প্রস্থান করিল।

সে চলিয়া গেল, কিন্তু সেইখানে দয়াল স্তুক হইয়া বসিয়া রহিলেন।
তাহার সর্বাঙ্গ যেন সহস্র বৃক্ষিকের দংশনে জলিয়া ধাইতে লাগিল।

সম্পর্ক পরিচ্ছেদ

কিন্তু স্বলোচনা কোথায় ? আজ তিনি দিন ধরিয়া হরিদয়াল আহার, নিজা, পূজা-পাঠ, বাড়ীর অঙ্গসম্পত্তি, সব বক্ষ রাখিয়া তব তর করিয়া সমস্ত কাশী খুঁজিয়াও যখন তাহাকে বাহির করিতে পারিলেন না, তখন ঘরে ফিরিয়া আসিয়া শিরে করাঘাত করিয়া বলিলেন, বিশেষ ! এ কি দুর্দিব ! অনাথকে দয়া করতে গিয়ে শেবে কি পাপ সঞ্চয় করলাম !

গলির শেষে কৈলাসখুড়োর বাটী। হরিদয়াল সেখানে আসিয়া দেখিলেন, কেহ নাই। ডাকিলেন, খুড়ো, বাড়ী আছ ?

কেহ সাড়া দিল না দেখিয়া তিনি ঘরের মধ্যে আসিলেন, দেখিলেন, কৈলাস প্রদীপের আলোকে নিবিষ্ট চিত্তে সতরঞ্চ সাজাইয়া একা বসিয়া আছেন ; বলিলেন, খুড়ো, একাই দাবা খেলচ ?

খুড়ো চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, এস বাবাজী, এই চালটা বাঁচাও দেখি।

হরিদয়াল বিরক্ত হইয়া মনে মনে গালি পাড়িয়া কহিলেন, নিজের জাত বাঁচে না, ও বলে কি না দাবার চাল বাঁচাও !

কৈলাসের কানে কথাগুলা অর্দেক প্রবেশ করিল, অর্দেক করিল না। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বল, বাবাজী ?

বলি সে দিনের ব্যাপারটা সব শুনেছিলে ?

কি ব্যাপার ?

সেই যে আমাদের বাড়ীর ভিতরের সেদিনকার গোলমোগ !

কৈলাস কহিলেন, না বাবাজী ; ভাল শুন্তে পাইনি। গোলমোগ বোধ করি, খুব আস্তে-আস্তে হয়েছিল ; কিন্তু সেদিন তোমার দাবাটা আচ্ছা চেপেছিলাম !

হরিদয়াল মনে মনে তাহার মুগ্ধপাত করিয়া কহিলেন, তা ত চেপেছিলে, কিন্তু কথাগুলো কি কিছুই শোননি ?

কৈলাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, না, কিছুই প্রায় শুন্তে পাইনি। অত আস্তে আস্তে গোলমাল করলে কি ক'রে শুনি বল ? কিন্তু সেদিনকার খেলাটা কি রকম জমেছিল, মনে আছে। মন্ত্রীটা তুমি কোনমতেই বাঁচাতে পারতে না—আচ্ছা, এই ত ছিল, কৈ বাঁচাও দেখি কেমন—

হরিদয়াল বিরক্ত হইয়া বলিলেন, মন্ত্রী চুলোয় যাক ! জিজ্ঞেস করি, সেদিনকার কথাবার্তা কিছু শোন নি ?

খুড়া হরিদয়ালের বিরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া এইবার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, কি জানি বাবাজী স্মরণ ত কিছুই হয় না।

হরিদয়াল ক্ষণকাল হির থাকিয়া গন্তীরভাবে বলিলেন, আচ্ছা, সংসারের যেন কোন কাজই না করলে, কিন্তু পরকালটা মান্ত ?

মানি বৈ কি !

তবে ! সেকালের একটা কাজও করেছ কি ? একদিনের তরেও মন্দিরে গিয়েছিলে কি ?

কৈলাস বিশ্বিত হইয়া বলিলেন, কি বল দয়াল, মন্দিরে যাইনি। কত দিন গিয়েছি ।

দয়াল তেমনি গন্তীর হইয়াই বলিতে লাগিলেন, তুমি এই বিশ বৎসর কাশীবাসী হয়েচ, কিন্তু বোধ হয় বিশ দিনও ঠাকুর-দর্শন করনি—পূজা পাঠ ত দূরের কথা !

কৈলাস প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, না দয়াল, বিশ দিনের বেশী হবে ; তবে কি জান, বাবাজী, সময় পাই না বলেই পূজোটুজোগুলা হয়ে উঠে না। এই দেখ না, সকাল বেলাটা শত্রু মিশিরের সঙ্গে এক চাল বস্তেই হয়—লোকটা খেলে ভাল। এক বাজী শেষ হতেই হপুর বেজে যায়, তার পর আহিক সেরে পাক করতে, আহার করতে বেলা শেষ হয়। তার পরে বাবাজী, গঙ্গা পাড়ের—তা যাই বল, লোকটার খেলার বড়

তারিফ—আমাকে ত সেদিন প্রায় মাত্র করেছিল। বোঢ়া আর গজ
হ'টো হ'কোণ থেকে চেপে এসে—আমি বলি বুঝি—

আঃ ! থামো না খুড়ো—হপুর বেলা কি কর, তাই বল।

হপুর বেলা ! গঙ্গা পাড়ের সঙ্গে—তাঁর গজ হ'টো—এই কালই
দেখ ন।—

দয়াল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বাধা দিয়া বলিলেন, হয়েচে হয়েচে—হপুর
বেলা গঙ্গা পাড়ে, আর সন্ধ্যার পর মুকুন্দ ঘোষের বৈঠকখানা—আর
তোমার সময় কোথায় ?

কৈলাস চুপ করিয়া রহিলেন—হরিদয়াল অধিকতর গভীর হইয়া
উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু খুড়ো, দিনও ত আর বেশী নেই।
পরকালের জন্মও প্রস্তুত হওয়া উচিত, আর সে কথা কিছু কিছু ভাবাও
দরকার। দাবার পুঁটলিটা ত আর সঙ্গে নিতে পারবে না।

কৈলাস হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, না দয়াল,
দাবার পুঁটলিটা বোধ করি সঙ্গে নিতে পারব না। আর প্রস্তুত হবার
কথা বলচ বাবাজী ? প্রস্তুত আমি হয়েই আছি। যেদিন ডাক আসবে,
ঞ্জেটে কাঁক হাতে তুলে দিয়ে সোজা রওনা হয়ে পড়ব—সেজন্ত চিন্তার
বিষয় আর কি আছে ?

কিছুই নেই ? কোন শঙ্কা হয় না ?

কিছু না, বাবাজী, কিছু না। যেদিন কমলা আমার চলে গেল,
যেদিন কমলচরণ আমার মুখের পানেই চোখ রেখে চোখ বুজলে, সেদিন
থেকেই শঙ্কা, ভয় প্রভৃতি উপদ্রবগুলো তাদের পিছনে পিছনেই চলে
গেল—কেমন ক'রে যে গেল, সে কথা একদিনের তরে জান্তে পারলাম
না বাবাজী—বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চোখ হ'টি ছল ছল করিয়া আসিল।

দয়াল বাধা দিয়া বলিলেন, থাক সে সব কথা। এখন আমার কথাটা
শুনবে ?

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ

ବଲ ବାବାଜୀ ।

ଦୟାଳ ତଥନ ମେଦିନେର କାହିଁନୀ ଏକେ ଏକେ ବିବୃତ କରିଯା ବଲିଲେନ,
ଏଥନ ଉପାୟ ?

ଶୁଣିତେ ଶୁଣିତେ କୈଲାସେର ସଦାପ୍ରକୁଳ ମୁଖତ୍ରୀ ପାଂକ୍ଷ୍ଵବର୍ଗ ହଇଲ । କାତର-
କଟେ ତିନି ବଲିଲେନ, ଏମନ ହୁବୁ ନା, ହରିଦୟାଳ ! ସ୍ଵଲୋଚନା ସତୀ-ସାବିତ୍ରୀ
ଛିଲେନ ।

ଦୟାଳ କହିଲେନ, ଆମିଓ ତାଇ ଭେବେଛିଲାମ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ଵୀଲୋକେ ସକଳଙ୍କ
ସନ୍ତ୍ଵବ ।

ଛି, ଅମନ କଥା ମୁଖେ ଏନୋ ନା । ମାହୁସ-ମାତ୍ରେଇ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କରେ ଥାକେ
—ଏତେ ଦ୍ଵୀ-ପୁରୁଷର କୋନ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖିନେ । ବାବାଜୀ, ତୋମାର ଜନନୀର
କଥା କି ଅବଶ ହୁବୁ ନା, ଦେ ଶ୍ରୀତି ଏକେବାରେ ମୁହଁ ଫେଲେଠ ?

ହରିଦୟାଳ ଲଜ୍ଜିତ ହଇଲେନ, ଅର୍ଥଚ ବିରକ୍ତଓ ହଇଲେନ । କିଛିକଣ
ଅଧୋମୁଖେ ଥାକିଯା ତିନି ବଲିଲେନ, କିନ୍ତୁ ଏଥନ ଯେ ଜାତ ଯାଇ ?

କୈଲାସ ବଲିଲେନ, ଏକଟା ପ୍ରାୟଶିତ୍ତ କର । ଅଜାନା ପାପେର ପ୍ରାୟଶିତ୍ତ
ନେଇ କି ?

ଆଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଥାନକାର ଲୋକେ ଆମାକେ ଯେ ଏକଘରେ କରବେ ।

କରଲେଇ ବା—

ହରିଦୟାଳ ଏବାର ବିବମ କୁକୁ ହଇଯା ବଲିଲେନ, କରଲେଇ ବା ! କି
ବନ୍ଧ ? ଏକଟୁ ବୁଝେ ବଲ, ଖୁଡ଼ୋ ।

ବୁଝେଇ ବନ୍ଧି, ଦୟାଳ ! ତୋମାର ବୟସଓ କମ ହୁନି—ବୋଧ କରି ପଞ୍ଚଶିଶ
ପାର ହଲ । ଏତଟା ବରଦ ଜାତ ଛିଲ, ବାକୀ ଦୁ'ଚାର ବଚର ନା ହୁବୁ ନାହିଁ ବହିଲ
ବାବାଜୀ, ଏତି କି ତାତେ ଶ୍ରୀତି ?

ଶ୍ରୀତି ନେଇ ? ଜାତ ଯାବେ, ଧର୍ମ ଯାବେ, ପରକାଳେ ଜୟାବ ଦେବ କି ?

କୈଲାସ କହିଲ, ଏହି ଜୟାବ ଦେବେ ଯେ ଏକଜନ ଅନାଥାକେ ଆଶ୍ରମ
ଦିଯ଼େଛିଲେ ।

হরিদয়াল চুপ করিয়া তাবিতে লাগিলেন। কথাটা তাঁহার মনের সঙ্গে একেবারেই মিলল না। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, তবে স্বলোচনার জামায়ের ঠিকানা দেবো না ?

কিছুতেই না। এক ব্যাটা বদমায়েস—মাতাল—সে ভয় দেখিয়ে তোমার কাছে টাকা আদায় করবে, আর এক ভদ্র-সন্তানের কাছে টাকা আদায় করবে, আর তুমি তার সাহায্য করবে !

কিন্তু, না করলে যে আমার সর্বস্ব ধায় ! একজনও বজমান আসবে না। আমি খাব কি করে ?

কৈলাস বলিলেন, সে ভয় করো না। আমি সরকার বাহাদুরের কল্যাণে বিশ টাকা পেন্সন পাই, খুড়োভাইপোর তাতেই চলে যাবে। আমরা খাব, আর দাবা খেল্ব, ঘর থেকে কোথাও বেরোব না।

বিরক্ত হইলেও একল বালকের মত কথায় হরিদয়াল হাসিয়া বলিলেন, খুড়ো, আমার বোঝা তুমিই বা কেন বাড়ে নেবে, আর আমিই বা কেন পরের হাঙ্গামা মাথায় বয়ে জাত-ধর্ম খোরাব ?—তার চেয়ে—

কৈলাস বলিলেন, ঠিক ত ! তার চেয়ে তাঁদের নাম ধাম ঠিকানা বলে দিয়ে একজন দরিদ্র বালিকার তার স্বামী, সংসার, সম্মান সমস্ত হ'তে বঞ্চিত করে, এই বুড়ো হাড়-গোড়গুলো ভাগাড়ের শিয়াল-কুকুরের গ্রাস থেকে বাঁচাতে হবে ! বাঁচাওগে বাবাজী, কিন্তু আমাকে বলতে এসে ভাল করনি। তবে যখন মতলব নিতেই এসেছ, তখন আর একটা কথা বলে দিই। কাশীধাম, মা অনন্তপূর্ণার রাজত্ব। এখানে বাস ক'রে তাঁর সতী মেরেদের পিছনে লেগে শোটের উপর বড় সুবিধা হবে না, বাবা !

হরিদয়াল ক্রুক্র হইয়া বলিলেন, খুড়ো কি এবার শাপ-সম্পাত করচ ?

না। তোমরা কাশীর পাণ্ডা, স্বরং বাবার বাহন, আমাদের শাপ-সম্পাত তোমাদের লাগ্বে না—সে ভয় তোমার নেই—কিন্তু, যে কাজে

হাত দিতে ঘাচ্ছ, বাবা, দে বড় নিরাপদ জিনিস নয়। সতী-সাধিকীকে
যমে ভয় করে। সেই কথাটাই মনে করিয়ে দিচ্ছি। অনেক দিন
একসঙ্গে দাবা খেলেচি—তোমাকে ভালও বাসি।

হরিদয়াল জবাৰ দিলেন না, মুখ কালি কৰিয়া উঠিয়া দাঢ়াইলেন।

কৈলাস বলিলেন, বাবাজী কথাটা তা হলে রাখবে না?

হরিদয়াল বলিলেন, পাগলেৰ কথা রাখতে গেলে পাগল হওয়া
দৰকাৰ।

কৈলাস চুপ কৰিয়া রহিলেন, হরিদয়াল বাহিৰ হইয়া গেলেন।

কৈলাস দাবাৰ পুঁটিলিটা টানিয়া লইয়া গ্ৰহি বাধিতে বাধিতে মনে
মনে ভাবিলেন, বোধ কৰি, ওৱ কথাই ঠিক্। আমাৰ পৰামৰ্শ হৱত
সংসাৱে সত্যই চলে না। মাঝৰ মৱিলে লোকাভাৱ হইলে কেহ কেহ
ডাকিতে আসে—দাহ কৱিতে হইবে। রোগ হইলে ডাকিতে আসে—
গুঞ্জা কৱিতে হইবে। আৱ সতৰঞ্চ খেলিতে আসে। কই, এত বয়স
হইল, কেহ ত কথনও পৰামৰ্শ কৱিতে আসে নাই।

কিন্তু অনেক রাত্ৰি পৰ্যন্ত ভাবিয়াও তিনি হিৱ কৱিতে পাৱিলেন
না, কেল, এই সূর্যেৰ আলোৰ মত পৱিকাৰ এবং স্ফটিকেৰ মত সুছ
জিনিসটা লোক-গ্ৰাহ হয় না, কেন এই সহজ, প্ৰাঞ্জল-ভাষাটা সংসাৱেৰ
লোক বুবিয়া উঠিতে পাৱে না।

সেই রাত্ৰেই হরিদয়াল অনেক চিন্তাৰ পৱ মনস্থিৱ কৰিয়া চন্দ্রনাথেৰ
খুড়া মণিশঙ্কৰকে পত্ৰ লিখিয়া দিলেন যে, চন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় এক বেশ্যা-
কন্তাৰ বিবাহ কৰিয়া ধৰে লইয়া গিয়াছেন।

ଅଷ୍ଟତ୍ର ପରିଚ୍ଛନ୍ଦ

ହରିଦୟାଳ ସମ୍ମତ କଥା ପରିଷାର କରିଯା ମଣିଶକ୍ତରକେ ଲିଖିଯା ଦିଆଛିଲେନ । ମେହି ଜଗାଇ ତୀହାର ସହଜେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଲ ସଂବାଦଟା ଅମତ୍ୟ ନହେ ; କିନ୍ତୁ ବୁଝିତେ ପାରିଲେନ ନା ଏହୁଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ! ଏ ସଂବାଦ ତୀହାର ପକ୍ଷେ ସୁଧେରଇ ହୋଇ ବା ଦୁଃଧେରଇ ହୋଇ, ଗୁରୁତର ତାହାତେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏତ ତାର ତୀହାର ଏକା ବହିତେ କ୍ଳେଶ ବୋଧ ହିଲ, ତାଇ ଦ୍ଵୀକେ ନିରିବିଲିତେ ପାଇଯା ମୋଟାମୁଣ୍ଡ ଥବରଟା ଜାନାଇଯା ବଲିଲେନ, ଆମାର ପରାମର୍ଶ ନିଲେ କି ଏମନ ହତ ? ନା ଏତ ବଡ ଜୁଯାଚୁରି ସଟ୍ଟତେ ଦିତାମ ? ଯାଇ ହୋଇ କଥାଟା ଏଥନ ପ୍ରକାଶ କ'ରୋ ନା, ଭାଲ କ'ରେ ଭେବେ ଦେଖା ଉଚିତ ; କିନ୍ତୁ ଭାଲ କରିଯା ଭାବିତେ ସମୟ ଲାଗେ, ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିତେ ହୟ, ଦ୍ଵୀଲୋକ ଏତଟା ପାରେ ନା, ତାଇ ହରିଦୟାଳେର ପତ୍ରେର ମର୍ମାର୍ଥ ଦୁଇ ଚାରି କାନ କରିଯା କ୍ରମଶଃ ସଂଖ୍ୟାଯ ବୁଦ୍ଧି ପାଇତେ ଲାଗିଲ । ମେଘେ ଦେଖାର ଦିନ ହରିବାଳା ଶୁଣିତେ ପାଇଯାଛିଲେନ, ତାଇ ଭୟେ ଭୟେ ମେଦିନ ଜାନିତେ ଆସିଯାଛିଲେନ, ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ସରୟୁକେ କତଥାନି ଭାଲବାସେନ । ମେଦିନ ମେଘେ-ମହୁଳେ ଅଞ୍ଚୁଟ-କଳକଟେ ଏ ପ୍ରକ୍ଷଟା ଥୁବ ଉଂସାହେର ସହିତ ଆଲୋଚିତ ହିୟାଛିଲ, କେନନା, ତାହାରାଇ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିଯାଛିଲ ଯେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭାଲବାସାର ଗଭୀରତାର ଉପରେଇ ସରୟୁ ଭବିଷ୍ୟ ନିହିତ ଆଛେ ।

ସକଳେଇ ଚାପା ଗଲାୟ କଥା କହେ, ସକଳେର ମୁଖେ ଚୋଥେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଯେ, ଏକଟା ପୈଶାଚିକ ଆନନ୍ଦ-ପ୍ରବାହ ଏହି କୋମଳ ବନ୍ଦଗୁଲିର ମଧ୍ୟେ ଛୁଟିଯା ଫିରିତେବେ । ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଦୀର୍ଘବାସ ତ ଆହେଇ, କିନ୍ତୁ ସକଳେରଇ ଯେନ ଗୋପନ ଇଚ୍ଛା ସରୟୁ ଭାଗ୍ୟଦେବତା ଯେଦିକେ ମୁଖ ଫିରାଇଲେ ତାହାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖେର ସହିତ ଆହା ବଲିବେ, ମେହି ପରମ ଦୁଃଖେର ଚିତ୍ରଟି ଯେନ ତାହାରା ଦେଖିତେ ପାଇ । ଆଜ ଦୁଇ ଦିନ ଧରିଯା ଉତ୍କର୍ଷାୟ ତାହାଦେର ନିଦ୍ରା ହୟ ନା । କ୍ରମେ ଏକ ସମ୍ପାଦ ଅତୀତ ହିୟା ଗେଲ । ଏହି ନାତଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ଧୂମ୍ୟା ହିୟାଛେ, ଆଗୁନ

জলে নাই—কথাটা শুধু মেয়েদের মধ্যে বাংধা-প্রাপ্তি শ্রোতের মত ঘূরিয়া ঘূরিয়া আসিয়াছে গিয়াছে অথচ, দু'কূল ভাসাইয়া বহিতে পারে নাই। পুরুষের দলেও একথা উঠিতেছিল, কিন্তু তাহা অল্প সময়ের জন্য। তাহাদিগের চন্দনাথের জাতি-নারা ভিন্ন আরও কাজ আছে, সংসারের ভার-বহন করিতে হয়—একেবারে গা ছড়াইয়া দিয়া অনেকক্ষণের জন্য বসিবার সময় পাওয়া না, তাই কথাটা মীমাংসা হইবার পূর্বেই দল ভাসিয়া বায়। তবে কথাটা যদি ছোট হইত, চন্দনাথ দরিদ্র হইত, তাহা হইলে বোধ করি বেমন তেমন মীমাংসা হইলেও হইতে পারিত, কিন্তু একলে শ্লেষে কেহই প্রকাশ্যভাবে দলগতি সাজিয়া চন্দনাথের বিরক্তে দাঢ়াইতে সাহস করিল না। যে পারিত, সে মণিশঙ্কর; কিন্তু কেন বলিতে পারি না, তিনি একেবারেই কোন কথা উত্থাপন করেন না। এখন পাঞ্জাব বাঁশিয়াদী বিধবা ও সধবার দল কর্তব্য-কর্ষে মন দিলেন। তাঁহারা নিরপরাধ ব্রজকিশোর, তাঁহার পঞ্জী হরকালীর ধর্ম ও জাত বাঁচাইবার পবিত্র বাসনায়, নিতান্ত দৃঢ়ের সহিত জানাইয়া দিয়া গেলেন যে, ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, বধূমাতা সরবূর মা একজন কাশীবাসিনী বেশ্যা, স্তুতরাঙ্গ তাঁহার কন্তার স্পর্শিত পান-ভোজনাদি ব্যবহারে তাঁহাদের উভয় স্তী-পুরুষেরই জাতি এবং সর্বনাশ হইয়াছে।

প্রথমটা হরকালী বিহুলের মত চাহিয়া রাখিলেন, তাহার পরে বলিলেন, কি হয়েছে?

রামময়ের বৃন্দা জননী ফৌস্‌ করিয়া নিখাস ফেলিয়া বলিলেন, আর কি হবে বড়গিনী, যা হবার তাই হয়েছে—সর্বনাশ হয়েচে। এই বলিয়া তিনি কাহিনীটা আর একবার আগাগোড়া বিবৃত করিয়া গেলেন। বলিবার সময় অল্পসম্ভ ভুল-ভাস্তি যাহা ঘটিল, তাহা আর পাঁচজনে সংশোধন করিয়া দিল। এইরপে হরকালী হৃদয়ঙ্গম করিলেন, সত্যই সর্বনাশ ঘটিয়াছে; কিন্তু সেটা কতকটা তাঁহার নিজের এবং

কতকটা আৰ একজনেৱ, সে কথাটাই বেশ কৱিয়া অনুভব কৱিতে তিনি নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া নিজেৰ ঘৰেৱ মধ্যে দ্বাৰ বক কৱিলেন। যাহাৱা ভাল কৱিতে আসিয়াছিলেন, তাহাৱা ভাল কৱিলেন কি মন কৱিলেন, ঠিক ব্ৰহ্মিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া চিন্তিত-বিমৰ্শমুখে একে একে সৱিয়া পড়িলেন। নিঃস্তুত ঘৰেৱ মধ্যে আসিয়া হৱকালীৰ আশঙ্কা হইল, তাহাৰ দঞ্চ অদৃষ্টে এতবড় সুসংহাদ শেষ পৰ্যন্ত টিকিবে কি না। তিনি ভাবিলেন, যদি না টিকে উপায় নাই; কিন্তু যদি অদৃষ্ট সুপ্ৰসন্ন হইয়াই থাকে, যদি ভগবান এতদিন পৱে সত্যাই মুখ তুলিয়া চাহিয়া থাকেন, তাহা হইলে বোনঝিটি এখনও আছে—এখনো সে পৱেৱ গাতে গিয়া পড়ে নাই—এই তাৰ সময়। যাহাই ঠোক শেষ পৰ্যন্ত যে প্ৰাণপণ কৱিয়া দেখিতে হইবে, তাহাতে আৱ তাহাৰ কিছুমাত্ৰ সংশয় রহিল না। তিনি মুখ ডান কৱিয়া ষেখানে চন্দ্রনাথ লেখাপড়া কৱিতেছিল, সেইখানে আসিয়া উপবেশন কৱিলেন।

তাহাৰ মুখেৰ ভয়ঙ্কৰ ভাৱ দেখিয়া চন্দ্রনাথ চিন্তিত হইয়া বলিল, কি হ'য়েছে মামীমা ?

হৱকালী শিরে কৱাঘাত কৱিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন, বাবা চন্দ্রনাথ, দুঃখী ব'লে কি আমাদেৱ এত শাস্তি দিতে হয় ?

চন্দ্রনাথ হতবুদ্ধি হইয়া গেল, সে কি কৱিয়াছে, তাহা কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না।

হৱকালী বলিতে লাগিলেন, আৱ বাকী কি ? একমুঠো ভাতেৱ জন্ম জাত গেল, ধৰ্ম গেল। বাবা থাবাৱ থাকলে কি তুমি এমন কৱে আমাদেৱ সৰ্বনাশ কৱতে পাৱতে ?

চন্দ্রনাথ ক্ষণকাল চুপ কৱিয়া থাকিয়া অনেকটা শাস্তভাৱে কঠিল, হয়েছে কি ?

হৱকালী আঁচল দিয়া মিথ্যা চোখ মুছিয়া বলিলেন, পোড়া কপালে

যা হবার তাই হয়েচে। আমার সোনার চাঁদ তুমি, তোমাকে ডাকিনীরা
ভুলিয়ে এই কাণ্ড করেচে।

পাঁয়ে পড়ি মামীমা খুলে বল !

আর কি বুব । তোমার খুড়োকে জিজ্ঞেস কর ।

চন্দ্রনাথ এবার বিরক্ত হইল । বলিল, খুড়োকেই বদি জিজ্ঞাসা কৱব,
তবে তুমি অমন করচ কেন ?

আমাদের সর্বনাশ হয়েছে, তাই এমন কচি বাবা—আর কেন ?

চন্দ্রনাথ মাতুল ও মাতুলানীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত, কিন্তু
ওঙ্গপ ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইতে হয়, সে বিরক্ত হইয়াছিল, আরো
বিরক্ত হইয়া বলিল, বদি সর্বনাশ হয়েই থাকে, ত অন্ত ঘরে যাও—
আমার সামনে অমন করো না ।

হরকালী তখন চন্দ্রনাথের মৃত-জননীর নামোচারণ করিয়া উচৈঃস্পরে
কাঁদিয়া উঠিলেন—ওগো, তুমি আমাদের ডেকে এনেছিলে, আজ তোমার
ছেলে তাড়িয়ে দিতে চায় গো ।

চন্দ্রনাথ ব্যাকুল হইয়া মামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, খুলে না
বল্লে, কেমন ক'রে বুব মামী, কিসে তোমাদের সর্বনাশ হল ? সর্বনাশ
সর্বনাশই করচো, কিন্তু এখন পর্যন্ত একটা কথা ও বলতে পারলে না !

হরকালী আর একবার চোখ মুছিয়া বলিলেন, কিছুই জাননা—
বাবা ?

না ।

তোমার খুড়োকে কাশী থেকে তোমাদের পাণ্ডা চিঠি লিখেচে ।

কি লিখেচে ?

হরকালী তখন ঢোক গিলিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, বাবা, কাশীতে
তোমাকে একা পেয়ে ডাকিনীরা ভুলিয়ে বে বেশ্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে
দিয়েচে ।

চন্দনাথ বিস্ফোরিত চক্ষে প্রশ্ন করিল, কাঁর গো ?

শিরে করতাড়না করিয়া বলিলেন, তোমার ।

চন্দনাথ কাছে সরিয়া আসিয়া ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কাঁর
বেশ্যার সঙ্গে বিয়ে হয়েচে ? আমার ?

হঁ ।

তাঁর মানে, বিয়ের পূর্বে সরযু বেশ্যাবৃত্তি করত ? মামীমা, ওকে
যে দশ বছরেটি ঘরে এনেচি, সে কথা কি তোমার মনে নেই ?

তা ঠিক জানিনে চন্দরনাথ, কিন্তু ওর মাঝের কাশীতে নাম আছে ।

তবে সরযু মা বেশ্যাবৃত্তি করত ! ও নিজে নয় ?

হরকালী মনে মনে উদ্বিধ হইয়া বলিলেন, ও একই কথা বাবা,
একই কথা ।

চন্দনাথ ধমক দিয়া উঠিলেন, কাকে কি বল্চ মামী ? তুমি কি
পাগল হয়েছ ?

ধমক থাইয়া হরকালী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিতে লাগিলেন, পাগল
হবারই কথা যে বাবা ! আমাদের দুজনের প্রায়শিভ করে দাও—
তাঁর পরে যেদিকে দু'চক্ষ যায়, আমরা চলে যাই । এর চেয়ে ভিক্ষে
করে থাওয়া ভাল ।

চন্দনাথ রাগের মাথায় বলিল, মেই ভাল ।

তবে চলে যাই ?

চন্দনাথ মুখ ফিরাইয়া বলিল, যাও ।

তখন হরকালী আবার সশব্দে কগালে করাঘাত করিলেন, হা
পোড়াকপাল ! শেষে এই অদৃষ্টে ছিল !

চন্দনাথ মুখ ফিরাইয়া গন্তীর হইয়া বলিল, তবু পরিক্ষার করে
বল্বে না ?

সব ত বলেছি ।

কিছুই বলনি—চিঠি কই ?

তোমার কাকার কাছে ।

তাতে কি লেখা আছে ?

তাও ত বলেছি ।

চন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিয়া একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িল । গভীর
লজ্জায় ও ঘৃণায় তাহার পদতল হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত বার-বার শিহরিয়া
উঠিয়া সমস্ত দেহটা যেন অসাড় হইয়া আসিতে লাগিল ! তাহার মুখ
দিয়া শুধু বাহির হইল, ছিঃ ।

হরকালী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে ভয় পাইলেন—
এমন ভীষণ কঠোর ভাব কোন মৃত মানুষের মুখেও কেহ কোন দিন দেখে
নাই । তিনি নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন ।

ଅସ୍ତ୍ର ପାରିଷ୍ଠକ୍ଷମ

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ କହିଲ, କହି ଚିଠି ଦେଖି ?

ମଣିଶଙ୍କର ନିଃଶ୍ଵରେ ବାଜୁ ଖୁଲିଯା ଏକଥାନି ପତ୍ର ତାହାର ହାତେ ଦିଲେନ ।
ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ସମସ୍ତ ପତ୍ରଟା ବାର-ଦୁଇ ପଡ଼ିଯା ଶୁକ୍ର-ମୁଖେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲ, ଗ୍ରମାଣ ?

ରାଧାଲଦାସ ନିଜେଇ ଆସିଚେ ।

ତାର କଥାଯି ବିଶ୍වାସ କି ?

ତା ବଲତେ ପାରିଲେ । ସା ଭାଲ ବିବେଚନା ହୁଏ, ତଥନ କରୋ ।

ଦେ କି ଜଣ୍ଠ ଆସିଚେ ? ଏ କଥା ଗ୍ରମାଣ କରେ ତାର ଲାଭ ?

ଲାଭେର କଥା ତ ଚିଠିତେଇ ଆଛେ । ଦୁଇଜାର ଟାକା ଚାଇ ।

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ତାହାର ମୁଖେର ଦିକେ ହିଂମ ଦୃଷ୍ଟି ରାଧିଯା ସହଜଭାବେ କହିଲ,
ଏକଥା ଗ୍ରକାଳ ନା ହଲେ ଦେ ତଥ ଦେଖିଯେ ଟାକା ଆଦାୟ କରତେ ପାରତ, କିନ୍ତୁ
ଦେ ଆଶାୟ ତାର ଛାଇ ପଡ଼େଚେ । ଆପଣି ଏକ ହିନ୍ଦାବେ ଆମାର ଉପକାର
କରେଛେନ— ଏତଙ୍ଗଲୋ ଟାକା ବାଚିରେ ଦିଯେଛେନ ।

ମଣିଶଙ୍କର ଲଜ୍ଜାୟ ମରିଯା ଗେଲେନ । ଇଚ୍ଛା ହଇଲ ବଲେନ ସେ, ତିନି
ଏକଥା ଗ୍ରକାଳ କରେନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥନି ଶ୍ଵରଣ ହଇଲ, ତୁମର ଦ୍ୱାରାଇ
ଇହ ଗ୍ରକାଳିତ ହଇଯାଇଛେ ! ଦ୍ରୀକେ ନା ବଲିଲେ କେ ଜାନିତେ ପାରିତ ।
ମୁତରାଂ ଅଧୋମୁଖେ ବସିଯା ରହିଲେନ ।

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ପୁନରାୟ କହିଲ, ଏ ଗ୍ରାମ ଆମାଦେର । ଅର୍ଥଚ ଏକଜନ ହୀନ
ଲମ୍ପଟ ଭିକ୍ଷୁକ ଆମାକେ ଅପମାନ କରିବାର ଜଣ୍ଠ ଆମାର ଗ୍ରାମେ, ଆମାର
ବାଡିତେ ଆସିଚେ ଯେ କି ସାହଦେ, ଦେ କଥା ଆମି ଆପଣାକେ ଜିଜ୍ଞାସା
କରତେ ଚାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାଟା ଆଜ ଆପଣାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରି କାକା,
ଆମାର ମୃତ୍ୟୁ ହଲେ କି ଆପଣି ମୁଖୀ ହନ ।

ମଣିଶଙ୍କର ଜିଭ୍ କାଟିଯା କହିଲେନ, ଛି ଛି, ଅମନ କଥା ମୁଖେଓ ଏଣେ
ନା ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ।

চন্দ্রনাথ কহিল, আর কোনদিন আন্বার আবশ্যক হবে না। আপনি আমার পূজনীয়, আজ বদি কোন অপরাধ করি মার্জনা করবেন। আমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি আপনি নিন, নিয়ে আমার ওপরে প্রসন্ন হোন। শুধু বেথানেই থাকি কিছু কিছু মাসহারা দেবেন—ঈশ্বরের শপথ করে বল্চি এর বেশী আর কিছুই চাইব না; কিন্তু এ সর্বনাশ আমার করবেন না। তাহার কষ্ট রোধ হইয়া আসিল এবং অধর দাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া সে কোন মতে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন থামাইয়া ফেলিল।

মণিশঙ্কর উঠিয়া দাঢ়াইয়া চন্দ্রনাথের ডান-হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, বাবা চন্দ্রনাথ, স্বর্গীয় অগ্রজের তুমি একমাত্র বংশধর—আমি ভিক্ষা চাইচি বাবা, আর এ বৃন্দকে তিরস্কার করো না।

চন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, তিরস্কার করি না কাকা; কিন্তু এত বড় দুর্ভাগ্যের পর দেশ ত্যাগ করা ছাড়া আর আমার অন্ত পথ নেই, সেই কথাই আপনাকে বল্ছিলাম।

মণিশঙ্কর বিশ্বাসের স্বরে কহিলেন, দেশ ত্যাগ করবে কেন? না জেনে একপ বিবাহ করেচ, তাতে বিশেষ লজ্জার কারণ নেই—শুধু একটা প্রায়শিত্ব করা বোধ করি প্রয়োজন হবে। চন্দ্রনাথ মৌন হইয়া রহিল। মণিশঙ্কর উৎসাহিত হইয়া পুনরপি কহিলেন, উপায় বথেষ্ট আছে। বউমাকে পরিত্যাগ করে একটা গোপনে প্রায়শিত্ব কর। আবার বিবাহ কর, সংসারী হও—সকল দিক রক্ষা হবে।

চন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিল।

সংসারাভিজ্ঞ মণিশঙ্কর তাহা লক্ষ্য করিয়া স্থির-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রনাথ বলিল, কোন মতেই পরিত্যাগ করতে পারব না কাকা।

মণিশঙ্কর কহিলেন, পারবে চন্দ্রনাথ। আজ বিশ্রাম করগে, কাল

ମୁହିରଚିତେ ଭେବେ ଦେଖୋ ଏ କାଜ ଶକ୍ତ ନୟ । ବୁଦ୍ଧାକେ କିଛୁତେହି ଗୃହେ
ହାନ ଦେଓଯା ସେତେ ପାରେ ନା ।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ନା ନିଯେ କିନ୍ତୁପେ ତ୍ୟାଗ କରତେ ଅରୁମତି କରେନ ।

ବୃକ୍ଷ କିଛୁନ୍ଦନ ଚିନ୍ତା କରିଯା ବଲିଲେନ, ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ସାତେ ନା ହୟ ସେ
ଉପାୟ କରବ ; କିନ୍ତୁ ତୋମାକେଓ ଆପାତତଃ ତ୍ୟାଗ କରୁତେ ହବେ । ତ୍ୟାଗ
କରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିତ କର୍ଲେଇ ଗୋଲ ମିଟିବେ ।

କେ ମେଟାବେ ?

ଆମି ମେଟାବ ।

କିନ୍ତୁ କିଛୁମାତ୍ର ଅରୁମନ୍ଦାନ ନା କରେଇ—

ଇଚ୍ଛା ହୟ ଅରୁମନ୍ଦାନ ପରେ କୋରୋ ; କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସେ ମିଥ୍ୟା ନୟ, ତା
ଆମି ତୋମାକେ ନିଶ୍ଚଯ ବଲ୍ଲାମ ।

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାଟି ଫିରିଯା ଆସିଯା ନିଜେର ସରେ ଦ୍ୱାର ବୁଦ୍ଧ କରିଯା ଥାଟେର
ଉପର ଶୁଇଯା ପଡ଼ିଲ ; ମଣିଶକ୍ର ବଲିଯାଛେନ ସରୟକେ ତ୍ୟାଗ କରିତେ ହିବେ ।
ଶ୍ୟାର ଉପର ପଡ଼ିଯା ଶୂନ୍ୟ-ଦୃଷ୍ଟିତେ ଉପରେର ଦିକେ ଚାହିୟା ମାହୁଷ ସୁମାଇଯା
ସେମନ କରିଯା କଥା କହେ, ଠିକ ତେମନି କରିଯା ସେ ଐ ଏକଟା କଥା ପୁନଃ
ପୁନଃ ଆବର୍ତ୍ତି କରିତେ ଲାଗିଲ । ସରୟକେ ତ୍ୟାଗ କରିତେ ହିବେ, ସେ ବେଶ୍ୟାର
କହା । କଥାଟା ସେ ଅନେକବାର ଅନେକ ରକମ କରିଯା ନିଜେର ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରଣ
କରିଲ, ନିଜେ କାନ ପାତିଯା ଶୁଣିଲ, କିନ୍ତୁ ମନେ ବୁଝିତେ ପାରିଲ ନା ।
ସେ ସରୟକେ ତ୍ୟାଗ କରିଯାଛେ—ସରୟ ବାଟିର ମଧ୍ୟେ ନାହି, ସରେର ମଧ୍ୟେ ନାହି,
ଚୋଥେର ସୁମୁଖେ ନାହି, ଚୋଥେର ଆଡ଼ାଲେ ନାହି, ସେ ଆର ତାହାର ନାହି ।
ବସ୍ତୁଟା ସେ ଠିକ କି ଏବଂ କି ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବ୍ଲତି ସହଜ ଚେଷ୍ଟାତେଓ ତାହା
ସେ ନିଜେର ମଧ୍ୟେ ଉପଲବ୍ଧି କରିତେ ପାରିଲ ନା । ଅର୍ଥଚ ମଣିଶକ୍ର ବଲିଯାଛେ
କାଜଟା ଶକ୍ତ କି ସହଜ, ପାରା ଯାଏ କି ଯାଏ ନା, ତାହା
ହୃଦୟନ୍ଦମ କରିଯା ଲାଇ ବାର ମତ ଶକ୍ତି, ମାହୁସେର ହଦସେ ଆଛେ କି ନା, ତାହାଓ
ସେ ହୁର କରିତେ ପାରିଲ ନା । ସେ ନିଜୀବେର ମତ ପଡ଼ିଯା ରହିଲ ଏବଂ

এক সময়ে যুমাইয়া পড়িল। যুমাইয়া কত কি স্বপ্ন দেখিল—কোনটা স্পষ্ট কোনটা বাঞ্চা—যুমের ঘোরে কি এক রকমের অস্পষ্ট ব্যথা তাহার সর্বাঙ্গে বেন নড়িয়া বেড়াইতে লাগিল তাহাও সে অনুভব করিল, তাহার পর সক্ষাৎ ব্যথন হয় এমন সময় সে জাগিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার মানসিক অবস্থা তখন একপ দীঢ়াইয়াছে যে, মাঝা মঘতার ঠাই নাই, রাংগ করিবার, ঘুণা করিবারও ক্ষমতা নাই। শুধু একটা অব্যক্ত অবোধ্য লজ্জার শুরুভাবে তাহার সমস্ত দেহ মন বীরে বীরে অবশ ও অবনত হইয়া, একেবারে মাটির সহিত মিশিয়া বাইবার উপক্রম করিতেছে।

এমনি সময়ে বাতি জালিয়া আনিয়া ভৃত্য ঝুঁক-দ্বারে বা দিতেই চন্দ্রনাথ ধড়কড় করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং কপাটি খুলিয়া দিয়া বরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। চোখের উপর আলো লাগিয়া তাহার মোহের ঘোর আপনা আপনিই স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছিল, এবং তাহারই ভিতর দিয়া এখন হঠাৎ সন্দেহ হইল, কথাটা সত্য কি?—সর্ব নিজে জানে কি? জানিয়া শুনিয়া তাহার সর্ব তাহারই এত বড় সর্বনাশ করিবে, এ কথা চন্দ্রনাথ কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া সর্বত্র শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সন্ধ্যার দীপ জালিয়া সর্ব বসিয়াছিল। স্বামীকে আসিতে দেখিয়া সসন্দেহে উঠিয়া দীঢ়াইল। তাহার মুখে ভয় বা উদ্বেগের চিহ্নাত্ম নাই, যেন একফোটা রক্তও নাই। চন্দ্রনাথ একেবারেই বলিল, সব শুনেছ?

সর্ব মাথা নাড়িয়া বলিল, হঁ।

সব সত্য?

সত্য।

চন্দ্রনাথ শয়ার উপর বসিয়া পড়িল—এত দিন বাসনি কেন?

মা বারণ করেছিলেন, তুমিও জিজ্ঞাসা করনি।

তোমার মায়ের উপকার করেছিলাম, তাই তোমরা এইরূপে শোধ দিলে।
সরয় অধোগুথে স্থির হইয়া দাঢ়াইয়া রহিল।

চন্দ্রনাথ পুনরায় কহিল, এখন দেখ চি কেন তুমি অত ভয়ে ভয়ে
থাকতে, এখন বুঝ ছি এত ভালবেসেও কেন স্বৰ্থ পাইনি, পূর্বের সব
কথাই এখন স্পষ্ট হয়েচে। এই জন্তই বুঝি তোমার মা কিছুতেই এখানে
আসতে স্বীকার করেননি ?

• সরয় মাথা নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ।

মুহূর্তের মধ্যে চন্দ্রনাথ বিগত দিনের সমস্ত কথা শ্রবণ করিল। সেই
কাশীবাস, সেই চিরঙ্গ মুর্তি সরয়ুর বিধিবা মাতা—সেই তার ফুতজ্জ সজল
চঙ্গুদ'টি, স্বিঞ্চ শাস্ত কথাগুলি। চন্দ্রনাথ সহসা আর্দ্র হইয়া বলিল, সরয়,
সব কথা আমাকে খুলে বলতে পার ?

পারি। আমার মামার বাড়ী নবদ্বীপের কাছে। রাথাল ভট্টাচার্যের
বাড়ী আমার মামার বাড়ীর কাছেই ছিল। ছেলেবেলা খেকেই মা তাঁকে
ভালবাস্তেন। দু'জনের একবার বিয়ের কথাও হয় কিন্তু তাঁরা নৌচু
বর বলে বিয়ে হতে পায়নি। আমার বাবার বাড়ী হালীশহর। আমার
বখন তিন বৎসর বয়স তখন বাবা মারা যান, মা আমাকে নিয়ে নবদ্বীপ
ফিরে আসেন। তার পর আমার বখন পাঁচ বছর বয়স, সেই সময়
আমাকে নিয়ে মা—

চন্দ্রনাথ বলিল, তার পরে ?

আমরা কিছুদিন মথুরায় থাকি, বৃন্দাবনে থাকি, তার পর কাশীতে
আসি। এই সময়ে রাথাল মদ খেতে স্মরণ করে। মায়ের কিছু অলঙ্কার
ছিল, তাই নিয়ে রোজ বগড়া হত। তার পর একরাত্রে সমস্ত চুরি
করে পালায়। সে সময় মায়ের হাতে একটি পয়সাও ছিল না।
সাত আটদিন আমরা ভিঙ্গা করে কোনোরূপে থাকি, তার পরে বা
ঘটেছিল তুমি নিজেই জান।

চন্দ্রনাথের মাথার মধ্যে আগুন জলিয়া উঠিল। সে সরযুর আনত
মুখের দিকে কুর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, ছি ছি সরযু, তুমি এই!
তোমরা এই! সমস্ত জেনে শুনে তুমি আমার এই সর্বনাশ করলে?
এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনে কি মহা পাপিষ্ঠা তুমি!

সরযুর চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল বরিয়া পড়িতে লাগিল, সে
নিঃশব্দে নতমুখে দীড়াইয়া রহিল।

চন্দ্রনাথ তাহা দেখিতে পাইল না। অধিকতর কঠোর হইয়া বলিল,
এখন উপায় ?

সরযু চোখের জল মুছিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তুমি বলে দাও।
তবে কাছে এস।

সরযু কাছে আসিলে চন্দ্রনাথ দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়া বলিল,
লোকে তোমাকে ত্যাগ করতে বলে, কিন্তু আমার সে সাহস হয় না—
তোমাকে বিশ্বাস হয় না—আমি সব বিশ্বাস হারিয়েচি।

মুহূর্তের মধ্যে সরযুর বিবর্ণ পাঁপুর মুখে এক বলক রক্ত ছুটিয়া
আসিল, অঙ্গ মলিন চোখ দু'টি মুহূর্তের জন্য চকচক করিয়া উঠিল,
বলিল, আমাকে বিশ্বাস নেই?

কিছু না—কিছু না, তুমি সব পার।

সরযু স্বামীর মুখের কাছে মুখ আনিয়া অবিচলিত কঠে কঠে কঠিল, তুমি
যে আমার কি তা তুমিও জান। একদিন তুমি আমাকে বলেছিলে,
তোমার মুখের পানে চেয়ে দেখতে। আজ আমার মুখের পানে
একবার চেয়ে দেখ। আজ আমি উপায় বলে দেব, বল শুনবে?

শুন্ব। দাও বলে কি উপায়!

সরযু বলিল, আমি বিষ খেলে উপায় হয় কি?

চন্দ্রনাথের মুষ্টি আরও দৃঢ় হইল। যেন পলাইয়া না যাইতে পারে।
কঠিল, হয় সরযু, হয়। বিষ খেতে পারবে?

পান্ত্ৰিব ।

খুব সাবধানে, খুব গোপনে ।

তাই হবে ।

আজই ।

সরয়ু কহিল, আচ্ছা, আজই । চন্দ্রনাথ চলিয়া যায় দেখিয়া সে স্বামীর
পদব্য জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, একটা আশীর্বাদও করলে না ?

চন্দ্রনাথ উপর দিকে চাহিয়া বলিল, এখন নয় । যখন চলে যাবে,
যখন মৃতদেহ পুড়ে ছাই হবে, তখন আশীর্বাদ করব ।

সরযু ছাড়িয়া দিয়া বলিল, তাই কোরো ।

চন্দ্রনাথ চলিয়া যাইতে উঠত হইতেই সে আর একবার উঠিয়া গিয়া
দ্বারে পিঠ দিয়া পথ রোধ করিয়া দাঢ়াইয়া বলিল, আমি বিষ খেলে
কোন বিপদ তোমাকে স্পর্শ করবে না'ত ?

কিছু না ।

কেউ কোন রকম সন্দেহ করবে না'ত ?

নিশ্চয় করবে ; কিন্তু টাকা দিয়ে লোকের মুখ বন্ধ করব ।

সরযু বলিল, বিছানার তলায় একখানা চিঠি লিখে রেখে যাব,
সেইখানা দেখিয়ো ।

চন্দ্রনাথ কাছে আসিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিল, তাই
কোরো । বেশ করে লিখে নীচে নিজের নাম স্পষ্ট করে লিখে রেখো—
কেউ যেন বুঝতে না পাবে, আমি তোমাকে খুন করেচি । আর একটা
কথা, ঘরের দোর জানালা বেশ কসে বন্ধ করে দিয়ো—একবিলু শব্দ
যেন বাহিরে না যাব ! আমি যেন শুন্তে না পাই—

সরযু দ্বার ছাড়িয়া দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া আর একবার শ্রণাম করিয়া
পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঢ়াইয়া বলিল, তবে যাও—
বলিয়াই তাহার কি যেন সন্দেহ হইল—হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,

রোসো, আর একটু দাঢ়াও। সে প্রদীপ কাছে আনিয়া সামীর মুখের
দিকে বেশ করিয়া চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। চন্দনাথের ছই চোখে
একটা অমাত্রিক তৌর-হ্যতি—ক্ষিপ্তের দৃষ্টির মত তাহা ঝক্ ঝক্
করিয়া উঠিল।

চন্দনাথ বলিল, চোখে কি দেখছ সরয়!

সরয় এক মুহূর্ত চুপ করিয়া ধাকিয়া বলিল, কিছু না। আচ্ছা যাও।

চন্দনাথ দীরে দীরে বাহির হইয়া গেল—বিড় বিড় করিয়া বলিতে
বলিতে গেল—সেই ভাল—সেই ভাল—আজই।

ଦର୍ଶନ ପାତ୍ରିଜୀବନ

ଦେଇ ରାତ୍ରେ ସର୍ବ ନିଜେର ସରେ ଫିରିଯା ଆସିଯା କାନ୍ଦିଯା ଫେଲିଯା ମନେ
ମନେ କହିଲ, ଆମି ବିଷ ଥେତେ କିଛୁତେହି ପାରିବ ନା । ଏକା ହଲେ ମରିତେ
ପାରତାମ କିନ୍ତୁ ଆମି ତ ଆର ଏକା ନହିଁ—ଆମି ଯେ ମା । ମା ହସେ ସନ୍ତାନ
ବଧ କରବ କେମନ କରେ । ତାଇ ସେ ମରିତେ ପାରିଲ ନା ; କିନ୍ତୁ ତାହାର ସୁଧେର
ଦିନ ଯେ ନିଃଶେଷ ହଇଯାଛେ, ତାହାତେଓ ତାହାର ଲେଶମାତ୍ର ସଂଶୟ ଛିଲ ନା ।

ଗଭୀର ରାତ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ସହସା ତାହାର ଶ୍ରୀର ସରେର ମଧ୍ୟେ ଆସିଯା ପ୍ରବେଶ
କରିଲ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶୁନିଯା ଉନ୍ମତ୍-ଆବେଗେ ତାହାକେ ବକ୍ଷେ ତୁଳିଯା ଲହିଯା
ହିଲ ହିଯା ରହିଲ । ଅନ୍ଧୁଟେ ବାରଂବାର କହିତେ ଲାଗିଲ, ଏମନ କାଜ
କଥନୋ କରୋନା ସର୍ବ୍ୟ, କଥନୋ ନା ; କିନ୍ତୁ ଇହାର ଅଧିକ ଦେ ତ ଆର
କୋନ ଭରସାଇ ଦିତେ ପାରିଲ ନା । ତାହାର ଏହି ବୃହି ଭବନେ ଏହି ହତ-
ଭାଗିନୀର ଜଣ୍ଠ ଏତୁକୁ କୋଣେର ସଙ୍କାନ୍ତ ତ ଦେ ଥୁଁଜିଯା ପାଇଲ ନା, ସେଥାନେ
ସର୍ବ ତାହାର ଲଜ୍ଜାହତ ପାଂଶୁ ମୁଖ୍ୟାନି ଲୁକାଇଯା ରାଖିତେ ପାରେ ! ସମସ୍ତ
ଗ୍ରାମେର ମଧ୍ୟେ କୋଥାଓ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ମମତାଓ ଦେ କଲନା କରିତେ ପାରିଲ
ନା, ସାହାର ଆଶ୍ରଯେ ଦେ ତଥ୍ବ ଅଞ୍ଚରାଶିର ଏକଟି କଣାଓ ମୁହିତେ ପାରେ ।
କାନ୍ଦିଯା କାଟିଯା ମେ ସାତ ଦିନେର ସମୟ ଭିକ୍ଷା କରିଯା ଲହିଯାଛେ । ତାଜ
ମାସେର ଏହି ଶେଷ ସାତଟି ଦିନ ମେ ସ୍ଵାମୀର ଆଶ୍ରଯେ ଥାକିଯା ଚିରଦିନେର
ମତ ନିରାଶ୍ରିତା ପଥେର ଭିଦ୍ଧାରିଣୀ ହିତେ ସାଇବେ । ତାଜ ମାସେ ସରେ
କୁକୁର ବିଡ଼ାଳ ତାଡ଼ାଇତେ ନାହିଁ,—ଗୃହରେ ଅକଳ୍ୟାଣ ହୟ ତାଇ ସର୍ବୁର ଏହି
ଆବେଦନ ଗ୍ରାହ ହିଯାଛେ ।

ଏକଦିନ ମେ ସ୍ଵାମୀର ହାତ ଧରିଯା ବଲିଲ, ଆମାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟ ଆମି ଭୋଗ
କରବ, ମେ ଜଣ୍ଠ ତୁମି ଦୁଃଖ କରୋନା । ଆମାର ମତ ଦୁର୍ଭାଗିନୀକେ ସରେ
ଏଣେ ଅନେକ ନହ କରେ ଆର କରୋ ନା ! ବିଦାୟ ଦିଯେ ଆବାର ସଂସାରୀ
ହେଉ, ଆମାର ଏମନ ସଂସାର ଯେନ ଭେତେ ଫେଲୋ ନା ।

চন্দ্রনাথ হেঁটমুখে নিষ্কৃত হইয়া থাকে। ভাল মন্দ কোন জবাবই খুঁজিয়া পায় না। তবে, এই কথাটা তাহার মনে হইতেছে আজ কাল সর্ব যেন মুখরা হইয়াছে। বেশী কিছু কথা কহিতেছে। এতদিন তাহার মনের মধ্যে যে ভয়টা ছিল, এখন তাহা নাই। দ্যদিন পূর্বেও সে মুখ ঢাকিয়া, মুখোস পরিয়া এ সংসারে বাস করিতেছিল; তখন সামান্য বাতাসেও তয় পাইত, পাছে তাহার ছন্দ আবরণ খসিয়া পড়ে। পাছে তাহার সত্য পরিচয় জানাজানি হইয়া যায়। এখন তাহার সে ভয় গিয়াছে। তাই এখন নির্ভয়ে কথা কহিতেছে! এ জীবনে তাহার যাহা-কিছু ছিল, সেই স্বামী, তাহার সর্বস্ব, সমাজের আদালত ডিক্রি জারি করিয়া নিলাম করিয়া লইয়াছে। এখন সে মুক্তখণ্ড সর্বস্বহীন সম্যাসিনী। তাই দে স্বামীর সহিত স্বচ্ছন্দে কথা কহে, বদ্ধুর মত, শিক্ষকের মত উপদেশ দিয়া নির্ভীক মতামত প্রকাশ করে। আর সে দিনের রাত্রে দুইজনই দুইজনকে ক্ষমা করিয়াছে। চন্দ্রনাথ বিষ থাইতে প্রলুক করিয়াছিল, তাহার এ আত্মগ্রান্তি সর্ব সব দোষ ঢাকিয়া দিয়াছে।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতে হরকালী একখণ্ড কাগজে টিকিট আঁটিয়া স্বামীকে দিয়া মাথামুণ্ড কত-কি লিখাইতেছিল।

ব্রজকিশোর একবার জিজ্ঞাসা করিল, এত লিখে কি হবে?

হরকালী তাড়া দিয়া বলিল, তোমার বদি একটুও বুদ্ধি থাকত তা হ'লে জিজ্ঞেস করতে না। একবার আমার কথা না শুনে এইটি ঘটেছে আর কোন বিষয়ে নিজের বুদ্ধি খাটাতে যেয়ো না।

হরকালী যাহা বলিল, স্বৰোধ শিশুর মত ব্রজকিশোর তাহা লিখিয়া লইল। শেষ হইলে হরকালী স্বয়ং তাহা আঠোপাঁচ পাঠ করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, ঠিক হয়েছে। নির্বোধ ব্রজকিশোর চুপ করিয়া রহিল। অপরাত্মে হরকালী কাগজখানি হাতে লইয়া সর্ব কাছে আসিয়া কঁহিলেন, বউমা, এই কাগজখানিতে তোমার নামটি লিখে দাও।

কাগজ হাতে লইয়া সরযু মুখপানে চাহিয়া কহিল, কেন মামীমা ?

বা বল্চি, তাই কর না, বউমা ।

কিসে নাম লিখে দেব, তাও কি শুন্তে পাবো না ?

হরকালী মুখথানা ভারী করিয়া কহিলেন, এটা বাছা তোমারই ভালৱ
জয়ে । তুমি এখানে যথন থাকবে না, তখন কোথায় কি-ভাবে থাকবে
তাও কিছু আমরা আর সন্ধান নিতে পাব না । তা বাছা, যেমন করেই
থাক না কেন, মাসে পাঁচ টাকা করে খোরাকী পাবে । একি মন্দ ?

ভাল মন্দ সরযু বুঝিত এবং এই হিতাকাঞ্জিমীর বুকের ভিতর
যতটুকু হিত প্রচ্ছন্ন ছিল তাহাও বুবিল, কিন্তু যাহার প্রাসাদতুল্য
অট্টালিকা নদীগর্তে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, সে আর ধান-কতক ইট বাঁচাইবার
জন্য নদীর সহিত কলহ করিতে চাহে না । সরযু সেই কথা ভাবিল ।
তথাপি একবার হরকালীর মুখের পানে চাহিয়া দেখিল । সেই দৃষ্টি ! যে-
দৃষ্টিকে হরকালী সর্বান্তকরণে ঘৃণা করিতেন, তর করিতেন, আজিও
তিনি এ চাহনি সহিতে পারিলেন না । চোখ নামাইয়া বলিলেন, বউমা !

ই মামীমা লিখে দিই । সরযু কলম লইয়া পরিকার করিয়া নিজের
নাম সই করিয়া দিল ।

আজই দোশরা আশ্বিন—সরযুর চলিয়া যাইবার দিন । প্রাতঃকাল
হইতে বড় বৃষ্টি পড়িতেছিল, হরকালী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, পাছে
যাওয়া না হয় ।

সমস্ত দিন ধরিয়া সরযু ঘরের দ্রব্য-সামগ্ৰী গুছাইয়া রাখিতেছিল ।
মূল্যবান् বস্ত্রাদি একে একে আলমারীতে বন্ধ করিল । সমস্ত অলঙ্কার
লোহসিন্দুকে পূরিয়া চাবি দিল, তাহার পর স্বামীকে ডাকিয়া আনিতে
লোক পাঠাইয়া দিয়া, নিজে ভূবিতলে পড়িয়া অনেক কানা কাঁদিল ।
গৃহত্যাগের সময় যত নিকটে আসিতেছে, ক্লেশ তত অসহ হইয়া
উঠিতেছে । এই সাত দিন যেভাবে কাটিয়াছিল, আজ সেভাবে কাটিবে

বলিয়া মনে হইতেছে না। তাহার শঙ্কা হইল, পাছে এই শেষ দিনটিতে বৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, যাইবার সময় পাছে নিতান্ত তাড়িত ভিন্নকের মত দেখিতে হয়। আস্তানটুকুকে সে প্রাণপথে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, সেটুকুকে ত্যাগ করিতে কিছুতেই তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

চন্দ্রনাথ আসিলে সে চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, এস, আজ আমার যাবার দিন। তখনও তাহার চক্ষুর পাতা আর্দ্ধ রহিয়াছে। চন্দ্রনাথ আর একদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সরয় কাছে আসিয়া বলিল, এই চাবি নাও। যত দিন আর বিয়ে না কর, ততদিন অপর কাকেও দিওনা।

চন্দ্রনাথ ঝুক্কস্বরে কহিল, বেখানে হঘ রেখে দাও।

সরয় হাত দিয়া টানিয়া চন্দ্রনাথের মুখ ফিরাইয়া ধরিয়া দৈবৎ হাসিয়া বলিল, কাঁদ্বার চেষ্টা করুচ ?

চন্দ্রনাথের মনে হইল কথাটা বড় শক্ত বলা হইয়াছে। সরয় তখনই তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া আদর করিয়া বলিল, মনে করে দেখ কোন দিন একটা পরিহাস করিনি, তাই যাবার দিনে আজ একটা তামাসা কর্মাম, রাগ করোনা। তাহার পর কহিল, যা-কিছু ছিল, সমস্ত বক্ষ করে আলমারীতে রেখে গেলাম, দেখো, মিছামিছি আমার একটি জিনিষও যেন নষ্ট না হয়।

চন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিল, নিরাভরণা সরয়ুর হাতে চার পাঁচ গাছ কাঁচের চুড়ি ছাড়া আর কিছু নাই। সরয়ুর এ মূর্তি তাহার দুই চোখে শূল বিন্দু করিল, কিন্তু, কি বলিবে সে ? আজ দু'খানা অলঙ্কার পরিয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়া কি করিয়া সে এই দেবীর প্রতিমূর্তিকে অপমান করিবে ! সরয় গলায় আচল দিয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া বলিল, আমি যাচ্ছি বলে অনর্থক দুঃখ কোরো না, এতে তোমার হাত নেই, আমি তা জানি।

চন্দনাথ এতক্ষণ পর্যন্ত সহ করিয়াছিল, আর পারিল না, ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্বে গাড়ীর সময়। ষ্টেশনে যাইতে হইবে। দৃষ্টি আসিয়াছে, বাটার বৃক্ষ সরকার দুই-একখানি কাপড় গামোছাও বাধিয়া কোচ-মানের কাছে গিয়া বসিল। সেই সীতাদেবীর কথা বোধ করি তাহার মনে পড়িয়াছিল, তাই চোখের জলও বড় প্রবল হইয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল। চন্দন মুছিয়া মনে মনে কহিল, ভগবান् আমি ভৃত্য তাই—আজ আমার এই শাস্তি।

যাইবার সময় সরযু হরকালীর মনের ভাব বুঝিয়া ডাকিয়া প্রণাম করিল। পদবুলি গ্রহণ করিয়া বলিল, মামীমা, বাঙ্গটা একবার দেখ। হরকালী অপ্রতিভ হইলেন—না না থাক; ততক্ষণে কিন্তু টিনের বাঞ্চ উন্মোচিত হইয়া হরকালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। লোভ সংবরণ করা অসম্ভব। বক্রদৃষ্টিতে তিনি দেখিলেন, ভিতরে দুই-এক জোড়া সাধারণ বন্দু, দুই-তিনটা পুস্তক, কাগজে আবৃত দুইখানা ছবি, আরও দুই-একটা কি কি রহিয়াছে। সরযু কহিল, শুধু এই আছে।

হরকালী দীরে দীরে সরিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পূর্বেই সরযু গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। কোচ-মান্ গাড়ী হাঁকাইয়া ফটক বাহিয়া দ্রুত ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দ্বিতলের জানালা খুলিয়া মণিশঙ্কর তাহা দেখিলেন। আজ তাহার হঠাৎ মনে হইল, বুঝি কাজটা ভাল হইল না।

ଏକାନ୍ତଶ ପରିଚେତ

ସମ୍ମତ ରାତ୍ରି ମଣିଶଙ୍କର ସୁମାଇତେ ପାରିଲେନ ନା । ଦାରା ରାତ୍ରି ଧରିଯାଇ ତାହାର ଦୁଇ କାନେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ଭାରୀ ଗାଡ଼ୀର ଗଭୀର ଆସିଯାଇ ଗୁମ୍-ଗୁମ୍ ଶବ୍ଦ କରିତେ ଲାଗିଲ । ଅତ୍ୟଥେଇ ଶୟା ତ୍ୟାଗ କରିଯା ବାହିରେ ଆସିଲେନ । ଦେଖିଲେନ, ଗେଟେର ଉପର ଏକଜନ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ଦୀନବେଶେ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସୁପ୍ତା-ବନ୍ଧାୟ ବସିଯା ଆଛେ । କାହେ ବାଇତେଇ ଲୋକଟା ଉଠିଯା ଦ୍ୱାଡାଇରା ବଲିଲ, ଆମି ଏକଜନ ପଥିକ । ମଣିଶଙ୍କର ଚଲିଯା ବାଇତେଛିଲେନ, ଦେ ପିଛନ ହିତେ ଡାକିଲ, ମଣିଶଙ୍କରବାବୁର ବାଡ଼ୀ କି ଏହି ?

ତିନି ଫିରିଯା ବଲିଲେନ, ଏହି ।

ତୀର ସହିତ କଥନ୍ ଦେଖା ହ'ତେ ପାରେ, ବ'ଲେ ଦିତେ ପାରେନ ?

ଆମାରଇ ନାମ ମଣିଶଙ୍କର ।

ଲୋକଟା ସସ୍ତରମେ ନମଙ୍କାର କରିଯା ବଲିଲ, ଆପନାର କାହେଇ ଏଦେହି ।

ମଣିଶଙ୍କର ତାହାର ଆପାଦମନ୍ତକ ବାର ବାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଯା ବଲିଲେନ,
କଣୀ ଥେକେ କି ଆସଚ୍ଛ ବାପୁ ?

ଆଜ୍ଞେ ହା ।

ଦୟାଳ ପାଠିଯେଛେ ?

ଆଜ୍ଞେ ହା ।

ଟାକାର ଜଣେ ଏମେଚ ?

ଆଜ୍ଞେ ହା ।

ମଣିଶଙ୍କର ମୁହଁ ହାସିଯା ବଲିଲେନ, ତବେ ଆମାର କାହେ କେନ ? ଆମି
ଟାକା ଦେବ, ତାଇ କି ମନେ କରେଚ ?

ଲୋକଟି ଘାଡ଼ ନାଡ଼ିଯା କହିଲ, ନା । ଦୟାଳଠାକୁର ବ'ଲେ ଦିଯେଚେନ,
ଆପନି ଟାକା ପାବାର ସ୍ଵବିଧା କ'ରେ ଦିତେ ପାରୁବେନ ।

ମଣିଶଙ୍କର ଜ୍ଞ-କୁଞ୍ଜିତ କରିଯା ବଲିଲେନ, ପାରୁବ । ତବେ ଭେତରେ ଏସ ।

দুইজনে নিজেন-কক্ষে দ্বাৰা কৰিয়া বলিলেন। মণিশঙ্কৰ বলিলেন,
সমস্ত তবে সত্য ?

সমস্ত সত্য। এই বলিয়া সে কয়েকখানা পত্ৰ বাহিৰ কৰিয়া দিল।
মণিশঙ্কৰ তাহা আগাগোড়া পাঠ কৰিয়া বলিলেন, তবে বউমাৰ
দোৰ কি ?

তার দোৰ নেই, কিন্তু মাঝের দোৰে মেঝেও দোৰী হৱে পড়েছে।
তবে ঘাৰ নিজেৰ দোৰ নেই, তাকে কি জন্ম বিপদ্ধণ্ট কৰচ ?

আমাৰও উপায় নেই। টাকাৰ জন্ম সব কৰতে হয়।
মণিশঙ্কৰ কিছুক্ষণ চিন্তা কৰিয়া বলিলেন, দেখ বাপু, এ হৰ্মাম প্ৰকাশ
পেলে আমাৰও অত্যন্ত লজ্জাৰ কথা। চন্দ্রনাথ আমাৰ ভাতুস্পৃতি !

ৱাখালদাস মাথা নাড়িয়া দৃঢ়ভাবে কহিল, আমি নিৰপায়।
সে কথা তোমাৰ দিকে তাকালেই জানা যায়। ধৰ, টাকা যদি আমি
নিজেই দিই, তা হ'লে কি রকম হয় ?

ভালই হৱ ! আৱ ক্ৰেশৰ্বীকাৰ ক'ৱে চন্দ্রনাথবাবুৰ নিকট বেতে
হয় না।

টাকা পেলেই তুমি গ্ৰাম ছেড়ে চ'লে যাবে, আৱ কোন কথা প্ৰকাশ
কৰবে না, এ নিশ্চয় ?

নিশ্চয়।

কত টাকা চাই ?

অন্ততঃ দুই সহস্র।

মণিশঙ্কৰ বাহিৰে গিয়া না঱ৱে লক্ষ্মীনারায়ণকে ডাকিয়া দুই তিনটি
কথা বলিয়া দিলেন, তাহাৰ পৰ ভিতৰে আসিয়া একসহস্র কৰিয়া দুইখানি
নোট বাল্ক খুলিয়া ৱাখালদাসেৰ হাতে দিয়া বলিলেন, এখান থেকে দশ
ক্রোশ দূৰে সৱকাৰী খাজনাবৰ, সেখানে ভাঙিয়ে নিয়ো, আৱ কোথাৰ
ভাঙান যাবে না। আৱ কথনো এ দিকে এসো না। আমি তোমাৰ

উপর সন্তুষ্ট নই, তাই আর বদি বা কথনও এদিকে আসবার চেষ্টা কর,
জীবিত ফিরতে পারবে না, তাও বলে দিলাম।

রাখালদাস চলিয়া গেল।

প্রাণপণে হাঁটিয়া অপরাহ্নে সে শহরে উপস্থিত হইল। তখন কাছারি
বন্ধ হইয়াছে। কোন কাজ হইল না। পরদিন যথাসময়ে রাখালদাস
খাজাঞ্চির নিকট দুইখানি হাজার টাকার নোট দিয়া কহিল, টাকা চাই।

খাজাঞ্চিবাবু নোট দুইখানি ঘুরাইয়া দেখিয়া, বোসো, বলিয়া
বাহিরে গিয়া একজন পুলিশের দারোগা সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিয়া
রাখালকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, এই নোট চুরি হ'য়েছে। জমিদার
মণিশঙ্করবাবুর লোক বল্চে কাল সকালে ভিক্ষার ছল ক'রে তাঁর ঘরে
চুকে এই দুখানি নোট চুরি করেচে। নোটের নম্বর মিলচে।

রাখালদাস কহিল, জমিদারবাবু নিজে দিয়েছেন।

খাজাঞ্চি কহিল, বেশ, হাকিমের কাছে বোলো।

যথাসময়ে হাকিমের কাছে রাখাল বলিল, যাঁর টাকা, তাঁকে জিজ্ঞাসা
কৰলেই সমস্ত পরিকার হবে। বিচারের দিন ডেপুটির আদালতে
জমিদার মণিশঙ্কর উপস্থিত হইয়া হলফ লইয়া বলিলেন, তিনি লোকটাকে
জীবনে কথনও দেখেন নাই। নোট তাহারই বাজ্জে ছিল, কাহাকেও
দেন নাই। রাখাল নিজেকে বাঁচাইবার জন্য অনেক কথা কহিতে চাহিল,
হাকিম তাহা কতক কতক লিখিয়া লইলেন, কতক বা মণিশঙ্করের উকিল
মোক্তার গোলমাল করিয়া দিল। মোটের উপর, সেই কথা কেহই বিশ্বাস
করিল না, ডেপুটি তাহার দুই বৎসর সশ্রম কারাবাসের হকুম করিলেন।

ବାଦଳଶ ପରିଚେତ୍

ହରିଦୟାଲେର ବାଟିତେ ପୁରାତନ ଦାସୀଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ । ବାମୁନଠାକୁଳ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରଦେଶ । ସର୍ଯ୍ୟ ଯଥନ ପ୍ରବେଶ କରିଲ ତଥନ ବାଟିତେ କେହ ନାହିଁ, ଶୁଣ୍ଡ ବାଟି ହା ହା କରିତେଛେ । ବୃକ୍ଷ ସରକାର କାନ୍ଦିଆ କହିଲ, ମା, ଆମି ତବେ ସାଇ ?

ସର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିଯା ନତ୍ମୁଖେ ଦୀଡାଇୟା ରହିଲ । ସରକାର କାନ୍ଦିତେ କାନ୍ଦିତେ ପ୍ରଥାନ କରିଲ,—ଦୟାଲଠାକୁରେର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିତେ ପାରିଲ ନା—ଇଚ୍ଛାଓ ଛିଲ ନା ।

ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟ ଦୟାଲ ବାଟି ଆସିଲେନ । ସର୍ଯ୍ୟକେ ଦାଳାନେ ବସିଯା ଥାକିତେ ଦେଖିଯା ବଲିଲେନ, କେ ?

ସର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିଯା ଉଠିଯା ଦୀଡାଇୟା । ମୁଖ ତୁଲିଯା ବଲିଲ, ଆମି ।

ସର୍ଯ୍ୟ !—ଦୟାଲ ବିଶ୍ଵିତ ହଇୟା ମନୋଯୋଗ-ସହକାରେ ଦେଖିଲେନ, ସର୍ଯ୍ୟର ଗାତ୍ରେ ଏକଥାନି ଅଲଙ୍କାର ନାହିଁ, ପରିଧେଯ ବନ୍ଦ୍ର ସାମାନ୍ୟ, ଦାସଦାସୀ କେହ ସଙ୍ଗେ ଆସେ ନାହିଁ, ଅଦୂରେ ଏକଟା ବାଙ୍ଗମାତ୍ର ପଡ଼ିଯା ଆଛେ । ବ୍ୟାପାରଟା ସମସ୍ତ ବୁଝିଯା ଲହିୟା ବିଜ୍ଞପ କରିଯା ବଲିଲେନ, ଯା ଭେବେଛିଲାମ, ଠିକ ତାଇ ହେବେ । ତାଡ଼ିଯେ ଦିଯେଚେ ।

ସର୍ଯ୍ୟ ମୌନ ହଇୟା ରହିଲ ।

ଦୟାଲଠାକୁର ଅତିଶ୍ୟ କରଶ-କରେ କହିଲେନ, ଏଥାନେ ତୋମାର ଥାନ ହେବେ ନା । ଏକବାର ଆଶ୍ରଯ ଦିଯେ ଆମାର ଯଥେଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ହେବେଚେ—ଆର ନୟ ।

ସର୍ଯ୍ୟ ମାଥା ହେଟ କରିଯା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ, ମା କୋଥାଯ ?

ମାଗି ପାଲିଯେଚେ । ଆମାକେ ଡୁବିଯେ ଦିଯେ ସ'ରେ ପଡ଼େଚେ, ସେମନ ଚରିତ, ସେଇକୁଳ କରେଚେ । ରାଗେ ତାହାର ସର୍ବାଙ୍ଗ ପୁଡ଼ିଯା ଯାଇତେଛିଲ, ହଠାତ ବ୍ୟଜ କରିଯା ବଲିଯା ଉଠିଲ, ବଲା ବାୟ ନା—ହସତ କୋଥାଓ ଥୁବ ଥୁଥେଇ ଆଛେ ।

ସେଇଥାନେ ସର୍ଯ୍ୟ ବସିଯା ପଡ଼ିଲ । ସେ ସେ ଅବଶେଷେ ତାହାର ମାସେର କାଛେଇ ଫିରିଯା ଆସିଯାଛିଲ ।

দয়াল বলিতে লাগিল, আমি তোমাকে স্থান দিয়ে জাত হারাতে চাইনে ! যারা আদর ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, শেবকালে তারা কি তোমার মাথা রাখ'বার একটু কঁড়েও বেঁধে দিতে পারেনি, তাই রেখে গেছে আমার কাছে ? যাও এখান থেকে ।

এবার সর্ব কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, দাদামশাই, মা নেই, আমি যা ব কোথায় ?

হরিদয়ালের শরীরে আর মাঝা-মমতা নাই । সে অচন্দে বলিল, কাশীর মত স্থানে তোমাদের স্থানাভাব হয় না । স্ববিধামত একটা খুঁজে নিয়ো । সে নাকি বড় জালায় জলিতেছিল, তাই এমন কথাটা ও কহিতে পারিল ।

সর্ব স্বামী তাহাকে গৃহে স্থান দেন নাই, হরিদয়াল দিবে কেন ? ইহাতে তাহাকে দোষ দিবার কিছু নাই, সর্ব তাহা বুঝিল ; কিন্তু তাহারও যে আর দীড়াইবার স্থান নাই । স্বামীর গৃহে দু'দিনের আদর-যত্নে অতিথির মত গিয়াছিল—এখন বিদায় হইয়া আসিয়াছে ! এ সংসারে, সেই যত্ন-পরায়ণ গৃহস্থ আর ফিরিয়া দেখিবে না, অতিথিটি কোথায় গেল ! বড় যাতনায় তাহার নীরব-অঙ্গ গঙ্গ-বাহিয়া পড়িতেছিল । এই তাহার সতের বছর বয়স,—তাহার সব সাধ ফুরাইয়াছে ! মাতা নাই, পিতা নাই, স্বামী পরিত্যাগ করিয়াছেন । দীড়াইবার স্থান নাই, আছে শুধু কলঙ্ক, লজ্জা আর বিপুল ক্লপযৌবন । এ নিয়ে বাঁচা চলে, কিন্তু সর্ব চলে না । সে ভাবিতেছিল, তাহার কত আয়, আর কতদিন বাঁচিতে হইবে ! যতদিন হউক, আজ তাহার নৃতন জন্মদিন । বদি ও দুঃখকষ্টের সহিত তাহার পূর্বেই পরিচয় ঘটিয়াছে, কিন্তু এক্ষণ তীব্র অপমান এবং লাঞ্ছনা কবে সে ভোগ করিয়াছে ? দয়ালঠাকুর উত্তরোত্তর উভেজিত-কষ্টে কথা কহিতেছিলেন, এবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ব'সে রইলে যে ?

সরয় আকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাব ?

আমি তার কি জানি ?

সরয় রূদ্ধ-কঠো বলিল, দাদামশাই আজ রাত্রি—

দূর দূর, একদণ্ডও না ।

এবার সরয় উঠিয়া দাঢ়াইল। চকিতে মনে একটু সাহস হইল, মনে করিল, যাহার কাছে শত অপরাধেও ভিক্ষা চাহিবার অধিকার ছিল, তাহার কাছেই যখন চাহি নাই, তখন পরের কাছে চাহিব কি জন্ম ? মনে মনে বলিল, আর কিছু না থাকে, কাশীর গঙ্গা ত এখনও শুকায় নাই, সে সমাজের ভয়ও করে না, তাহার জাতিও ধায় না ; এ দৃঃখ্যের দিনে একটি দৃঃখ্যের মেয়েকে স্বচ্ছন্দে কোলে তুলিয়া লইবে। আমার আর কোথাও আশ্রয় না থাকে, সেখানে থাকিবেই। সরয় চলিতে চাহিল ; কিন্তু চলিতে পারিল না, আবার বসিয়া পড়িল।

দয়ালঠাকুর ভাবিল, এমন বিপদে সে জন্মে পড়ে নাই। তাহার গলাটা শুকাইয়া আসিতেছিল ; পাছে অবশ্যে দমিয়া পড়ে, এই ভয়ে চীৎকার করিয়া কহিল, অপমান না হলে বুঝি যাবে না ? এই বেলা দূর হও—

এমন সময় সহসা বাহির হইতে ডাক আসিল, বাবাজী !

হরিদয়াল ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ঐ বুঝি খুঁড়ো আসচে। বলিতে বলিতেই কৈলাসচন্দ্র এক হাতে দাবার পুঁটুলি অপর হাতে ছ'কা লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তিনি যে এইমাত্র আসিয়াছিলেন, তাহা নহে ; গোলমাল শুনিয়া বাহিরে দাঢ়াইয়া হরিদয়ালের তিরস্কার ও গালি-গালাজ শুনিতেছিলেন। তাই যখন ভিতরে প্রবেশ করিলেন, তখন হাতে দাবার পুঁটুলি ও ছ'কা ছিল, কিন্তু মুখে হাসি ছিল না। সোজা সরয়ের কাছে আসিয়া দাঢ়াইয়া কহিলেন, সরয় যে ! কথন এলে মা ?

সরয় কৈলাসখুঁড়োকে চিনিত, প্রণাম করিল।

তিনি আশীর্বাদ করিলেন, এস মা, এস। তোমার ছেলের বাড়ীতে
না গিয়ে এখানে কেন মা? তাহার পর হঁকা নামাইয়া রাখিয়া
সরঘূর টিনের বাক্সটা একেবারে কক্ষে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, চল মা,
সন্ধ্যা হয়। কথাগুলি তিনি একপভাবে কহিলেন, যেন তাহাকে লইবার
জন্মই আসিয়াছিলেন।

সরঘূর কোন কথাই পরিষ্কার বুঝিতে পারিল না, অধোমুখে বসিয়া
রহিল।

কৈলাসচন্দ্ৰ ব্যস্ত হইলেন, কহিলেন, তোর খুড়ো ছেলের বাড়ী যেতে
লজ্জা কি? সেখানে কেউ তোকে অপমানের কথা বল্বে না, মা-ব্যাটোয়
মিলে ন্তন ক'রে ঘৰকৱা কৱ্ব, চল মা, দেৱী করিসন্মে।

সরঘূর তথাপি উঠিতে পারিল না।

হরিদয়াল হাঁকিয়া বলিল, খুড়ো, কি করচো?

কিছু না বাবাজী; কিন্তু তখনই সরঘূর খুব নিকটে আসিয়া হাতখানি
প্রায় ধরিয়া ফেলিবার মত করিয়া নিতান্ত কাতৰ ভাবে বলিলেন, চল না,
মা, ব'সে ব'সে কেন মিছে কটু কথা শুন্চিদ্?

সরঘূর উঠিয়া দাঢ়াইল দেখিয়া হরিদয়াল কহিল, খুড়ো কি একে বাড়ী
নিয়ে যাচ্ছ?

খুড়ো জবাব দিলেন, না বাবা রাস্তায় বসিয়ে দিতে যাচ্ছি।

ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া হরিদয়াল বিরক্ত হইয়া বলিল, কিন্তু খুড়ো, কাজটি
ভাল হচ্ছে না! কাল কি হবে, ভেবে দেখো।

কৈলাসচন্দ্ৰ তাহার উত্তর দিলেন না, কিন্তু সরঘূরকে কহিলেন, শীগ্ৰিৰ
চল না মা, নইলে আবার হয়ত কি বলে ফেল্বে।

সরঘূর দৰজাৰ বাহিৰে আসিয়া পড়িল। কৈলাসচন্দ্ৰও বাড়ে বাক্স
লইয়া পশ্চাতে চলিলেন।

হরিদয়াল পিছন হইতে কহিলেন, খুড়ো, শেষে কি জাতটা দেবে?

କୈଲାସ ନା ଫିରିଯାଇ କହିଲେନ, ବାବାଜୀ, ତୁମি ନାଓ ତ ଦିତେ ପାରି ।
ଆମାଦେର ମଙ୍ଗେ ତବେ ଆହାର ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଧ ହ'ଲ ।

କୈଲାସଚନ୍ଦ୍ର ଏବାର ଫିରିଯା ଦୀଡାଇଲେନ । ବଲିଲେନ, କବେ କାର ବାଡ଼ିତେ
ଦୟାଳ, କୈଲାସଖୁଡ଼ୋ ପାତ ପେତେଛେ ?

ତା ନା ପାତ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ କ'ରେ ଦିଛି ।

କୈଲାସ ଝ-କୁଣ୍ଡିତ କରିଲେନ । ତାହାର ସ୍ଵନୀର୍ଥ କାଶିବାସେର ମଧ୍ୟେ ଆଜ
ତାହାର ଏହି ପ୍ରଥମ କ୍ରୋଧ ଦେଖା ଦିଲ । ବଲିଲେନ, ହରିଦୟାଳ, ଆମି କି
କାଶୀର ପାଞ୍ଚ, ନା ଯଜମାନେର ମନ ଜୁଗିଯେ ଅନ୍ନେର ସଂଶାନ କରି ? ଆମାକେ
ଭୟ ଦେଖାଚ କେନ ? ଆମି ସା ତାଲ ବୁଝି, ତାଇ ଚିରଦିନ କରେଚି, ଆଜଓ
ତାଇ କରିବ । ସେ ଜଞ୍ଚ ତୋମାର ହର୍ତ୍ତାବନାର ଆବଶ୍ୟକ ନେଇ ।

ହରିଦୟାଳ ଶୁଷ୍କ ହଇଯା କହିଲ, ତୋମାର ଭାଲ ଜଞ୍ଚ—

ଥାକ ବାବାଜୀ ! ଯଦି ଏହି ପଞ୍ଚମଟି ବଚର ତୋମାର ପରାମର୍ଶ ନା ନିଯେଇ
କାଟାତେ ପେରେ ଥାକି, ତଥନ ବାକୀ ଦୁ'ଚାର ବଚର ପରାମର୍ଶ ନା ନିଲେଓ ଆମାର
କେଟେ ସାବେ । ସାଓ ବାବାଜୀ, ସରେ ସାଓ ।

ହରିଦୟାଳ ପିଛାଇଯା ପଡ଼ିଲ ।

କୈଲାସଚନ୍ଦ୍ର ବାଟିତେ ପୌଛିଯା ବାଜ୍ଜ ନାମାଇଯା ସହଜଭାବେ ବଲିଲ, ଏ ସର
ବାଡ଼ି ସବ ତୋମାର ମା, ଆମି ତୋମାର ଛେଲେ । ବୁଢ଼ୋକେ ଏକଟୁ ଆଧିଟୁ
ଦେଖୋ । ଆର ତୋମାର ନିଜେର ସର-କମ୍ବା ଚାଲିଯେ ନିଯୋ, ଆର କି ବଲବ ?

କୈଲାସେର ଆର କୋନ କଥା କହିବାର ଛିଲ କି ନା, ବଲିତେ ପାରି ନା,
କିନ୍ତୁ ସର୍ଯ୍ୟ ବହକ୍ଷଣ ଅବଧି ଅଞ୍ଚ ମୁହିତେ ମୁହିତେ ଭାବିଯା ଦେଖିଲ, ତାହାର
କୋନ କଥାଇ ଆର ବଲିବାର ନାଇ ।

ସର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରଯ ପାଇଲ ।

ଭର୍ମାନାଥ ପାଇଁଚୁଦ୍ଦ

ଶର୍କାଲେର ପ୍ରାତଃ-ନିମ୍ନରଗ ସଥନ ମିଶ୍ର-ମଧୁର ସଞ୍ଚରଣେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥେର କଙ୍କେ ପ୍ରବେଶ କରିତ, ସାରା ରାତିର ଦୀର୍ଘ ଜାଗରଣେର ପର ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଏହି ସମସ୍ତଟିତେ ସୁମାଇୟା ପଡ଼ିତ । ତାହାର ପର ତଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ-ରଞ୍ଜି ଜାନାଲା ଦିଯା ତାହାର ମୁଖେର ଉପର, ଚୋଥେର ଉପର ପଡ଼ିତ, ଚନ୍ଦ୍ରନାଥେର ଆବାର ସୁମ ଭାଙ୍ଗିୟା ଯାଇତ ; କିନ୍ତୁ ସୁମେର ବୋର କିଛୁତେଇ କାଟିତେ ଚାହିତ ନା, ପାତାଯ ପାତାଯ ଜଡ଼ାଇୟା ଥାକିତ, ତଥାପି ସେ ଜୋର କରିଯା ବିଚାନା ଛାଡ଼ିୟା ବାହିରେ ଆସିଯା ପଡ଼ିତ । ସାରା-ଦିନ କାଜକର୍ମ ନାଇ, ଆମୋଦ ନାଇ, ଉତ୍ସାହ ନାଇ, ଦୁଃଖ-କ୍ଲେଶ ଓ ପ୍ରାୟ ନାଇ ; ସୁଥେର କାମନା ତ ସେ ଏକେବାରେଇ ଛାଡ଼ିୟା ଦିଯାଛେ । ଶୀର୍ଷ-କାଯା ନଦୀର ଉପର ଦିଯା ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦୀର୍ଘ ଭାରବାହୀ ତରଣୀ ଯେମନ କରିଯା ଏପାଶ ଓପାଶ କରିଯା ହେଲିଯା ଦୁଲିଯା ବୀକିଯା ଚୁରିଯା ମହୁରଗମନେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାମତ ଭାସିଯା ଯାଯ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥେର ଭାବୀ ଦିନଗୁଲାଓ ଠିକ ତେମନି କରିଯା ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟଦିନ ହିତେ ପୁନଃ ସୂର୍ଯ୍ୟଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାସିଯା ଯାଇତେ ଥାକେ ; ସେ ନିଃସଂଶେଷ ବୁଝିଯାଛେ, ଯେ ଦିଗନ୍ତ-ପ୍ରସାରିତ କାଳ-ମେଷ ତାହାର ସୁଥେର ସୂର୍ଯ୍ୟକେ ଜୀବନେର ମଧ୍ୟାହ୍ନେଇ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଯାଛେ, ଏହି ମେଘେର ଆଡ଼ାଲେଇ ଏକଦିନ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତଗମନ କରିବେ । ଇହଜୀବନେ ଆର ସାକ୍ଷାତଳାଭ ସଟିବେ ନା । ତାହାର ନୀରବ, ନିର୍ଜନ-କଙ୍କେ ଏହି ନିରାଶାର କାଳ-ଛାୟାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଘନ ହିତେ ଘନତର ହିତେ ଲାଗିଲ ଏବଂ ତାହାର ମାଘଥାନେ ବସିଯା ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅଲସ-ନିମୀଲିତ ଚୋଥେ ଦିନ କାଟାଇୟା ଦିତେ ଲାଗିଲ ।

ହରକାଳୀ ବଲେନ, ଏହି ଅଗ୍ରହାୟନ ମାସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥେର ଆବାର ବିବାହ ହିବେ । ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚୁପ କରିଯା ଥାକେ । ଏହି ଚୁପ କରିଯା ଥାକା ସମ୍ଭାବି ବା ଅସମ୍ଭାବିତର ଲକ୍ଷଣ, ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିତେ ଶାମୀର ସଙ୍ଗେ ତୀହାର ତର୍କ-ବିତର୍କ ହୟ । ମଣିଶକ୍ରରବାବୁକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେ ତିନି ବଲେନ, ଚନ୍ଦ୍ରନାଥକେ ଜିଜ୍ଞାସା ନା କରିଯା କିଛୁ ବଲା ଯାଯ ନା ।

ଏବାର କାହିଁକି ମାମେ ଦୁର୍ଗା-ପୂଜା । ମଣିଶଙ୍କରେର ଠାକୁର-ଦାଲାନ ହିତେ ସାନାଇଯେର ଗାନ ପ୍ରାତଃକାଳ ହିତେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଦେର କାନେ କାନେ ଆଗାମୀ ଆନନ୍ଦେର ବାର୍ତ୍ତା ଘୋସଣା କରିତେଛେ । ଚନ୍ଦ୍ରନାଥେର ସୁମ ଭାଡ଼ିଆଛି । ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚକ୍ଷେ ବିଚାନାଯ ପଡ଼ିଯା ଶୁଣିତେଛିଲ, ଏକେ ଏକେ କତ କି ସୁର ବାଜିଯା ଯାଇତେଛେ ; କିନ୍ତୁ ଏକଟା ସୁରଓ ତାହାର କାହେ ଆନନ୍ଦେର ଭାସା ବହିଯା ଆନିଲ ନା ; ବରଞ୍ଚ ଧୀରେ ଧୀରେ ହରୟ-ଆକାଶ ଗାଡ଼ କାଲମେଦେ ଛାଇଯା ଯାଇତେ ଲାଗିଲ । ଆଜ ହଠାତ ତାହାର ମନେ ହଇଲ ଏଥାନେ ଆର ତ ଥାକା ସ୍ଥାଯ ନା ; ଏକଜନ ଭୃତ୍ୟକେ ଡାକିଯା କହିଲ, ଆମାର ଜିନିମପତ୍ର ଗୁଛିଯେ ନେ, ରାତ୍ରିର ଗାଡ଼ିତେ ଏଲାହାବାଦ ବାବ ।

ଏ କଥା ହରକାଲୀ ଶୁଣିତେ ପାଇଯା ଛୁଟିଯା ଆସିଲେନ, ବ୍ରଜକିଶୋର ଆସିଯା ବୁଝାଇତେ ଲାଗିଲେନ, ଏମନ କି ମଣିଶଙ୍କର ନିଜେ ଆସିଯାଓ ଅହୁରୋଧ କରିଲେନ ଯେ, ଆଜ ସଞ୍ଚିତ ଦିନେ କୋଥାଓ ଗିଯା କାଜ ନାହି ।

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ କାହାରଓ କଥା ଶୁଣିଲ ନା ।

ଦୁପୁରବେଳା ହରିବାଲା ଆସିଯା ଉପସ୍ଥିତ ହଇଲେନ । ସର୍ବ ଗିଯା ଅବଧି ଏ ବାଟିତେ ତିନି ଆସେନ ନାହି ।

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ତୋହାକେ ଦେଖିଯା ବଲିଲ, ହଠାତ ଠାନ୍‌ଦିଦି କି ମନେ କ'ରେ ?

ଠାନ୍‌ଦିଦି ତାହାର ଜୀବାବ ନା ଦିଯା ଗ୍ରହ କରିଲେନ, ଆଜ ବିଦେଶେ ଯାଚ ?

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ବଲିଲ, ଯାଚି ।

ପଞ୍ଚମେ ଯାବେ ?

ଯାବ ।

ହରିବାଲା କିଛୁକ୍ଷଣ ଚିନ୍ତା କରିଯା ମୃଦୁଲରେ ବଲିଲେନ, ଦାଦା ଆର କୋଥାଓ ଯାବେ କି ?

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ହରିବାଲାର ଅଭିପ୍ରାୟ ବୁଝିଯା ବଲିଲ, ନା । ତାହାର ପର ଅଗ୍ରମନ୍ତଭାବେ ଏଟା ଓଟା ନାଡ଼ିତେ ଲାଗିଲ ।

ହରିବାଲା ଯେ କଥା ବଲିତେ ଆସିଯାଛିଲେନ, ତାହା ବଲିତେ ତୋହାର ଲଜ୍ଜାଓ

করিতেছিল, সাহসও হইতেছিল না ; কিন্তু কিছু কৃপণ চূপ করিয়া থাকিয়া সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, দাদা, তা'র একটা উপায় করলে না ? দু'জনের দেখা হওয়া অবধি দু'জনেই মনে মনে তাহার কথা ভাবিতেছিল—তাই এই সামান্য কথাটিতেও দু'জনের চক্ষেই জল আসিয়া পড়িল। চন্দ্রনাথ সামলাইয়া লইয়া অন্ধদিকে মুখ ফিরাইয়া কছিল, উপায় আর কি করব দিদি ?

কাশীতে সে আছে কোথায় ?

বোঁধ হয়, তার মায়ের কাছে আছে ?

তা আছে কিন্তু—

চন্দ্রনাথ মুখপানে ঢাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কি ?

ঠান্ডিদিক্ষণকাল মৌন থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, রাগ করো না দাদা—
চন্দ্রনাথ নিঃশব্দে ঢাহিয়া রহিল।

ঠান্ডিদি তেমনি মৃদু মিনতির স্বরে বলিলেন, কিছু টাকাকড়ি দিয়ো
দাদা—আজ যেন সে একলা আছে, কিন্তু দু'দিন পরে—

চন্দ্রনাথ কথাটা বুঝিয়াও বুঝিল না, বলিল, কি দু'দিন পরে—

বড় বড় দু'ফোটা চোখের জল হরিবালা চন্দ্রনাথের সম্মুখেই মুছিয়া
ফেলিলেন। বলিলেন, তার পেটে যা আছে, ভালয় ভালয় তা বদি
বেঁচে-বত্তে থাকে, তা হলে—

চন্দ্রনাথের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল ; তাড়াতাড়ি সে বলিয়া উঠিল,
ঠান্ডিদি, আজ বুঝি বষ্টি ?

ইঁয়া, তাই ।

আজ তা হ'লে—

যাবে না মনে কচ ?

তাই ভাব্বচি ।

তবে তাই কোরো । পূজোর পর যেখানে হয় বেঝো, এ ক'টা দিন
বাড়ীতেই থাক ।

କି ଜାନି କି ଭାବିଯା ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ତାହାତେହି ସମ୍ମତ ହଇଲ ।

ବିଜୟାର ପର ଏକଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗୋମତୀକେ ଡାକିଯା ବଲିଲ, ସରକାର-
ମଶାୟ, କାଶିତେ ତା'କେ ରେଖେ ଆସବାର ସମସ୍ତ ହରିଦୟାଳ କି କିଛୁ ବ'ଲେ
ଦିଯେଛିଲେନ ?

ସରକାର କହିଲ, ତୀର ସଙ୍ଗେ ଆମାର ତ ଦେଖା ହୁଏ ନି ।

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭୟ ପାଇଯା କହିଲ, ଦେଖା ହୁଏ ନି ? ତବେ କାର କାହେ ଦିଯେ
ଏଲେନ । ତାର ମାୟେର ସଙ୍ଗେ ତ ଦେଖା ହେଁଛିଲ ?

ସରକାର ମାଥା ନାଡ଼ିଯା ବଲିଲ, ଆଜ୍ଞେ ନା, ବାଡ଼ିତେ ତ କେଉ ଛିଲ ନା ?

କେଉ ଛିଲ ନା ? ସେ ବାଡ଼ିତେ କେଉ ଥାକେ କିନା, ସେ ସଂବାଦ
ନିଯେଛିଲେନ ତ ? ହରିଦୟାଳ ଆର କୋଥାଓ ଉଠେ ସେତେଓ ତ ପାରେନ !

ସରକାର କହିଲ, ସେ ସଂବାଦ ନିଯେଛିଲାମ । ଦୟାଳ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇ
ବାଡ଼ିତେ ଥାକତେନ ।

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ନିଶ୍ଚାସ ଫେଲିଯା କ୍ଷଣକାଳ ଚୁପ କରିଯା ଥାକିଯା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ,
ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କତ ଟାକା ପାଠିଯେଛେନ ?

ଆଜ୍ଞେ ଟାକା-କଡ଼ି ତ କିଛୁ ପାଠାଇନି ।

ପାଠାନ୍ତିନି ! ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ବିଶ୍ୱରେ, ବେଦନାୟ, ଉତ୍କର୍ଷାୟ ପାଂଖୁବର୍ଣ୍ଣ ହଇଯା
କହିଲ, କେନ ?

ସରକାର ଲଜ୍ଜାୟ ତ୍ରିପମାଣ ହଇଯା କହିଲ, ମାମାବାବୁ ବଲେନ, ପାଚ ଟାକାର
ହିସାବେ କିଛୁ ପାଠାଲେଇ ହବେ ।

ଭବାବ ଶୁନିଯା ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅପିମୂର୍ତ୍ତି ହଇଯା ଉଠିଲ ।

ପାଚ ଟାକାର ହିସାବେ ? କେନ, ଟାକା କି ମାମାବାବୁର ? ଆପଣି ପ୍ରତି
ମାସେ କାଶିର ଠିକାନାୟ ପାଚଶ ଟାକା କ'ରେ ପାଠାବେନ ।

ସରକାର, ଯେ ଆଜ୍ଞେ, ବଲିଯା ସ୍ତର୍ତ୍ତି ହଇଯା ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିଯା ଗେଲ ।

ହରକାଳୀ ଏ କଥା ଶୁନିଯା ଚକ୍ର କପାଳେ ତୁଲିଯା ବଲିଲେନ, ସେ ପାଗଳ
ହେଁଚେ । ସରକାରକେ ତଳବ କରିଯା ଅନ୍ତରାଳ ହିତେ ଜୋର କରିଯା ହାସିଲେନ ।

হাসির ছটা ও বটা বৃক্ষ সরকার শুনিতেও পাইল, বুঝিতেও পারিল।
হরকালী কহিলেন, সরকারমশায়, কত টাকা পাঠাতে বলেচে ?

প্রতিমাদে পাঁচশ টাকা ।

ভিতর হইতে পুনর্বার বিজ্ঞপের হাসি শুনিয়া সরকার ব্যস্ত হইয়া
পড়িল। হরকালী অনেক হাসিয়া পরিশেবে গম্ভীর হইলেন। ভিতর
হইতে বলিলেন, আহা, বাছার রাগ হ'লে আর জ্ঞান থাকে না। সে
পোড়া-কপালীর যেমন অদৃষ্ট ! আমি পাঁচ টাকা ক'রে দিতে বুলেচি,
তাই রেগে উঠেচে। বলে পাঁচশ টাকা কোরে দিও। বুলে সরকার-
মশাই, চন্দনাথের ইচ্ছা নয় যে, এক পয়সাও দেওয়া হয়।

কথাটা কিন্তু সরকার মশায় প্রথমে তেমন বুঝিল না ; কিন্তু মনে
মনে বত হিসাব করিল, তত বোধ হইতে লাগিল, হরকালীর কথাটাই
সত্য ! যাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করা হইয়াছে, তাহাকে কি কেহ
ইচ্ছাপূর্বক অত টাকা দেয় ?

তাবিয়া চিন্তিয়া সে বলিল, তা আপনি বা বলেন।

বল্ব আর কি ! এই সামান্য কথাটা বুঝিলেন না ?

সরকার মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তাই হবে।

হা তাই ! আপনি কিন্তু পাঁচ টাকা হিসাবে পাঠাবেন। চন্দ না
দেয়, আমার হিসেব থেকে পাঁচ টাকা পাঠাবেন।

হরকালী মাসিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া নিজের হিসাবে হাতখরচ
পাইতেন।

সরকার মহাশয় প্রস্থান করিবার সময় বলিল, তাই পাঠাব।

চন্দনাথ বাড়ী নাই। এলাহাবাদে গিয়াছেন। সরকার মহাশয়
তাহাকে পত্র লিখিয়া মতামত জানিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু পরে মনে
হইল, এক্লপ অসন্তুষ্ট কথা লইয়া অনর্থক তোলাপাড়া করিয়া নিজের
বুদ্ধিনতার পরিচয় দিয়া লাভ নাই।

ଚକ୍ରଦିନଶ ପାଇଁଚେତନ

ଉପରିଉତ୍ତ ସଟନାର ପର ଦୁଇ ବ୍ୟସର ଅତିବାହିତ ହଇଯା ଗିଯାଛେ । ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟସରେ ଆର କୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଟକ ବା ନା ହଟକ, କୈଲାସଖୂଡ଼ାର ଜୀବନେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଟିଆଛେ । ଯେ ଦିନ ତାହାର କମଳା ଚଲିଯା ଗିଯାଛିଲେନ, ସେଦିନ ତାହାର କମଳାଚରଣ ସର୍ବ ଶେଷ ନିଶ୍ଚାସଟି ତ୍ୟାଗ କରିଯା ଇହ-ଜୀବନେର ମତ ଚକ୍ର ମୁଦିଯାଛିଲ, ସେଇ ଦିନ ହଇତେ ବିପୁଲ ବିଶ୍ଵତ କୈଲାସଚନ୍ଦ୍ରେ ପକ୍ଷେ ଚକ୍ର ମୁଦିଯାଛିଲ; କିନ୍ତୁ ସରୟୁ ଓହ କୁଦ୍ର ଶିଙ୍ଗଟି ତାହାକେ ପୁନର୍ବୀର ସେଇ ବିଶ୍ଵତ ମଂସାରେ ମେହମୟ ଜଟିଲ-ପଥେ ଫିରାଇଯା ଆନିଯାଛେ । ସେ ଦିନ ତାହାର କୁଦ୍ର ଚକ୍ର ଦୁ'ଟି ବହୁଦିନ ପରେ ଆର ଏକବାର ଜଳେ ଭରିଯା ଗିଯାଛିଲ, ଚକ୍ର ମୁଛିଆ ବଲିଯାଛିଲେନ, ଆମାର ସରେ ବିଶେଷର ଏସେହେନ ।

ତଥନାମ ସେ ଛୋଟ ଛିଲ; ‘ବିଶ୍ଵ’ ବଲିଯା ଡାକିଲେ ଉତ୍ତର ଦିତେ ପାରିତ ନା, ଶୁଦ୍ଧ ଚାହିଯା ଥାକିତ । ତଥନ ସେ ସରୟୁ କ୍ରୋଡ଼େ, ଲଥୀଯାର ମାର କ୍ରୋଡ଼େ ଏବଂ ବିଚାନାୟ ଶୁଇଯା ଥାକିତ; କିନ୍ତୁ ଯେ ଦିନ ହଇତେ ସେ ତାହାର ଚଞ୍ଚଳ ପାଦୁ’ଟି ଚୌକାଠେର ବାହିରେ ଲଇଯା ଥାଇତେ ଶିଥିଯାଛେ, ସେ ଦିନ ହଇତେ ସେ ବୁଝିଯାଛେ, ଦୁଧେର ଚେଯେ ଜଳ ଭାଲ ଏବଂ ଦ୍ଵିଧାଶୂନ୍ୟ ହଇଯା ପରିଷକାର ଅପରିଷକାର ସର୍ବବିଧ ଜଳପାତ୍ରେଇ ମୁଖ ଡୁବାଇଯା ସରୟୁକେ ଫାକି ଦିଯା ଆକର୍ଷ ଜଳ ଥାଯ ଏବଂ ଯେ ଦିନ ହଇତେ ତାହାର ବିଶ୍ଵାସ ଜମିଯାଛେ ଯେ, ତାହାର ଶୁଦ୍ଧ, କୋମଳ ଉଦର ଏବଂ ମୁଖେର ଉପର କରିଲା କିଂବା ଧୂଳାର ପ୍ରଲେପ ଦିତେ ପାରିଲେଇ ଦେହେର ଶୋଭା ବାଡ଼େ, ସେଇ ଦିନ ହଇତେ ସେ ସରୟୁ କୋଲ ଛାଡ଼ିଯା ମାଟି ଏବଂ ତଥା ହଇତେ କୈଲାସଚନ୍ଦ୍ରେ କ୍ରୋଡ଼େ ଥାନ କରିଯା ଲଇଯାଛେ । ସକାଳବେଳା କୈଲାସଚନ୍ଦ୍ର ଡାକେନ, ‘ବିଶ୍ଵ’, ବିଶ୍ଵ ମୁଖ ବାଡ଼ାଇଯା ବଲେ, ‘ଦାଢ଼’; କୈଲାସଚନ୍ଦ୍ର ବଲେନ, ‘ଚଲତ ଦାଦା, ଶକ୍ତ ମିଶିରକେ ଏକ ବାଜୀ ଦିଯେ ଆସି’, ସେ ଅମନି ଦାବାର ପୁଟୁଲିଟା ହାତେ ଲାଇଯା ‘ତଳ’ ବଲିଯା ଦୁଇ ବାହ ପ୍ରସାରିତ କରିଯା ବୃଦ୍ଧେର ଗଲା ଜଡ଼ାଇଯା

ଧରେ । କୈଲାସଚନ୍ଦ୍ରର ଆନନ୍ଦେର ସୀମା ଥାକେ ନା । ସରୟୁକେ ଡାକିଯା ବଲେନ, ମା, ବିଶୁ ଆମାର ଏକଦିନ ପାକା ଖେଳୋଯାଡ଼ ହବେ । ସରୟୁ ମୁଁ ଟିପିଆ ହାସେ, ବିଶୁ ଦାବାର ପୁଁଟୁଲି ହାତେ ଲଇଯା ବୁନ୍ଦେର କୋଲେ ବସିଯା ଦାବା ଥେଲିତେ ବାହିର ହୁଁ । ପଥେ ବାହିତେ ଘନ୍ଜି କେହ ତାମାସା କରିଯା କହେ, ଖୁଡ଼ୋ, ବୁଡ଼ୋ-ବସେ କି ଆରଓ ଦୁ'ଟୋ ହାତ ଗଜିଯେଚେ ?

ବୃକ୍ଷ ଏକଗାଳ ହାସିଯା ବଲେନ, ବାବାଜୀ, ଏ ହାତ ଦୁ'ଟୋତେ ଆର ଜୋର ନେଇ, ବଡ଼ ଶୁକଳୋ ହୟେ ଗେଛେ ; ତାଇ ଦୁ'ଟୋ ନୂତନ ହାତ ବେରିଯେଚେ ଯେନ ସଂସାରେର ଗାଁଛ ଥେକେ ପ'ଡ଼େ ନା ବାହି ।

ତାହାରା ସରିଯା ଯାଇ—ବୁଡ଼ୋର କାହେ କଥାଯି ପାରିବାର ବୋ ନେଇ ।

ଶବ୍ଦୁ ମିଶିରେର ବାଟିତେ ସତରଙ୍ଗ ଖେଳାର ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରୀମାନ ବିଶେଷରେଓ ଏକଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାନ ଆହେ । ଦାଦାମହାଶୟର ଜାମୁର ଉପର ବସିଯା ଲାଲ ରଙ୍ଗେର କୋଚା ଝୁଲାଇଯା, ଗନ୍ତୀରଭାବେ ଚାହିୟା ଥାକେ, ଯେନ ଦରକାର ହିଲେ ଦେଓ ଦୁଇ ଏକଟା ଚାଲ ବଲିଯା ଦିତେ ପାରେ ।

ହଞ୍ଜିଦନ୍ତ ନିର୍ମିତ ବଲଣ୍ଣଲା ଯଥନ ଏକଟିର ପର ଏକଟି କରିଯା ତାହାର ଦାଦାମହାଶୟର ହଣ୍ଡେ ନିହତ ହିତେ ଥାକେ, ଅତିଶୟ ଉତ୍ସାହେର ସହିତ ବିଶେଷର ଦେଗୁଲି ଦୁଇ ହାତେ ଲଇଯା ପେଟେର ଉପର ଚାପିଯା ଧରେ ; କିନ୍ତୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗେର ମନ୍ତ୍ରିଟାର ଉପରଇ ତାହାର ବୋଁକଟା କିଛୁ ଅଧିକ । ମେଟା ସତରଙ୍ଗ ହାତେ ନା ଆସିଯା ଉପର୍ତ୍ତିତ ହୟ, ତତରଙ୍ଗ ମେ ଲୋଲୁପଦ୍ମାଷ୍ଟିତେ ଦେଇ ଦିକେ ଚାହିୟା ଥାକେ । ମାରେ ମାରେ ତାଗିଦ ଦିଯା କହେ, ଦାତୁ, ଐତେ ; କୈଲାସଚନ୍ଦ୍ର ଖେଳାର ବୋଁକେ ଅଭିମନଙ୍କ ହଇଯା କହେନ, ଦାଢ଼ା ଦାଦା—କଥନେ ହୟତ ବା ମେ ଆଶ୍ରେ-ପାଶେ ସରିଯା ଯାଇ, କୈଲାସଚନ୍ଦ୍ରର ମନଟି ଓ ଚଞ୍ଚଳଭାବେ ଏକବାର ଶିଶୁ ଓ ଏକବାର ସତରଙ୍ଗେର ଉପର ଆନାଗୋନା କରିତେ ଥାକେ, ଗୋଲମାଲେ ହୟତ ବା ଏକଟା ବଲ ମାରା ପଡ଼େ—କୈଲାସଚନ୍ଦ୍ର ଅମନି ଫିରିଯା ଡାକେନ, ଦାତୁ, ହେରେ ଯାଇ ବେ—ଆର ଆଯ, ଛୁଟେ ଆଯ । ବିଶେଷର ଛୁଟିଯା ଆସିଯା ତାହାର ପୂର୍ବହୃଦୟ ଅଧିକାର କରିଯା ବସେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁନ୍ଦେର ଉତ୍ସାହ ଫିରିଯା

আসে। খেলা শেষ হইলে সে লাল মন্ত্রীটা হাতে লইয়া দানামহাশয়ের কোলে উঠিয়া বাটী ফিরিয়া যায়।

কৈলাসচন্দ্রের এইরপে নৃতন ধরণের দিনগুলা কাটে। পুরাতন বাঁধা নিয়মে বিষম বাঁধা পড়িয়াছে। সাবেক দিনের মত দাবার পুঁটুলি আর সব সময়ে তেমন যত্ন পায় না, হয়ত বা ঘরের কোণে একবেলা পড়িয়া থাকে; শঙ্গু মিশিরের সহিত রোজ সকালবেলা হয়ত বা দেখা-শুনা করিবার স্মৃতি দ্বিতীয়া উঠে না। গঙ্গা পাঁড়ের বিপ্রাহরিক খেলাটা ত একক্রমে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার পর মুকুন্দ ঘোষের বৈষ্ণবকথানাম আর তেমন লোক জমে না—মুকুন্দ ঘোষ ডাকিয়া ডাকিয়া হার মানিয়াছে—কৈলাসচন্দ্রকে রাত্রে আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। সে সময়টা তিনি গ্রন্থীপের আলোকে বসিয়া নৃতন শিয়টিকে খেলা শিখাইতে থাকেন; বলেন, বিশু, ঘোড়া আড়াই পা চলে।

বিশু গন্তীরভাবে বলে, ঘোরা—

হাঁ ঘোড়া—

ঘোড়া চয়ে—ভাবটা এই যে, ঘোড়া চলে।

হাঁ, ঘোড়া চলে, আড়াই পা চলে।

বিশেষেরের মনে নৃতন ভাবোদয় হয়, বলে, গায়ী চয়ে—

কৈলাসচন্দ্র হতাশভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলেন, না দানা, এ ঘোড়া গাড়ী টানে না। সে ঘোড়া আলাদা।

সরয় এ সময় নিকটে থাকিলে, পুত্রের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া মুখে কাংপড় দিয়া হাসিয়া চলিয়া যায়।

বিশু আঙুল বাড়াইয়া বলে, ক্রতে। অর্থাৎ সেই লালরঙের মন্ত্রীটা এখন চাই। বৃক্ষ কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতেন না যে, এতগুলা দ্রব্য থাকিতে ঐ লাল মন্ত্রীটির উপর তাহার এত নজর কেন?

গ্রার্থনা কিন্তু অগ্রাহ হইবার যো নাই। বৃক্ষ প্রথমে দই একটা

‘বোড়ে’ হাতে দিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন ; বিশু বড় বিজ্ঞ, কিছুতেই তুলিত না । তখন অনিছ্ছা সবেও তাহার ক্ষুদ্র হস্তে প্রার্থিত বস্তি তুলিয়া দিয়া বলিতেন, দেখিস্ দানা যেন হারায় না ।

কেন ?

মন্ত্রী হারালে কি খেলা চলে ?

চলে না ?

কিছুতেই না ।

বিশু গন্তীর হইয়া বলিল, দানু—মনতী !

হা দানু মন্ত্রী !

দেদিন ভোলানাথ চাটুয়ের বাটীতে কথা হইতেছিল, কৈলাসচন্দ্ৰ ডাকিলেন, বিশু, চল দানা, কথা শুনে আসি ।

বিশুশ্বর তখন লাল কাপড় পরিয়া, জামা গায়ে দিয়া, টিপ পরিয়া, চুল আঁচড়াইয়া ‘দানু’ কোলে চড়িয়া কথা শুনিতে গেল । কথকঠাকুর রাজা ভৱতের উপাখ্যান কহিতেছিলেন । করুণকষ্টে গাহিতেছিলেন, কেমন করিয়া সেই বনবাসী মহাপুরুষের ক্রোড়ের নিকট হরিণ-শিশু ভাসিয়া আসিয়াছিল, কেমন করিয়া সেই সংঃপ্রসূত মৃগ-শাবক কাতৱ নয়নে আশ্রয় ভিক্ষা চাহিয়াছিল । আহা, রাজা ভৱত নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়াছিলেন । এই সময় বিশু একটু সরিয়া বসিয়াছিল, কৈলাসচন্দ্ৰ তাহাকে কোলের উপর টানিয়া লইলেন ।

তাহার পৰ কথক গাহিলেন, সেই মৃগ-শিশু কেমন করিয়া পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে, দিনে দিনে, তাহার ছিপ মেহডোর আবার গাঁথিয়া তুলিতে লাগিল, কেমন করিয়া সেই শত-ভগ্ন মায়া-শৃঙ্খল তাহার চতুর্পাঁচে জড়াইয়া দিতে লাগিল, কেমন করিয়া সেই মৃগশিশু নিত্যকর্ণ পূজাপাঠ, এমন কি, ঈশ্বর-চিন্তার মাঝে আসিয়াও অংশ লইয়া ষাইত । ধ্যান করিবার সময়ে মনশক্তে দেখিতে পাইতেন, সেই নিরাশ্রয় পশু-শাবকের

ସଜଳକରଣ-ଦୃଷ୍ଟି ତାହାର ପାନେ ଚାହିଁଯା ଆଛେ ;—ତାହାର ପର ଦେ ବଡ଼ ହିତେ ଲାଗିଲ । କ୍ରମେ କୁଟୀର ଛାଡ଼ିଯା ପ୍ରାନ୍ତେ, ପ୍ରାନ୍ତ ଛାଡ଼ିଯା ପୁଷ୍ପ-କାନନେ, ତାହାର ପର ଅରଣ୍ୟେ, କ୍ରମେ ସୁଦୂର ଅରଣ୍ୟପଥେ ସେଚ୍ଛାମତ ବିଚରଣ କରିଯା ବେଡ଼ାଇତ । ଫିରିଯା ଆସିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅତିକ୍ରମତ ହଇଲେ ରାଜା ଭରତ ଉତ୍ସକଟିତ ହିତେନ । ସଥନେ ଡାକିତେନ, ଆୟ, ଆୟ, ଆୟ ! ତାହାର ପର କବି ନିଜେ କାନ୍ଦିଲେନ, ସକଳକେ କାନ୍ଦାଇଯା ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତକର୍ତ୍ତେ ଗାହିଲେନ, କେମନ କରିଯା ଏକଦିନ ଦେ ଆଜନ୍ମ ମାୟାବକ୍ରନ ନିମିଷେ ଛିନ୍ନ କରିଯା ଗେଲ,—ବନେର ପଞ୍ଚ ବନେ ଚଲିଯା ଗେଲ, ମାରୁଧେର ବ୍ୟଥା ବୁଝିଲ ନା । ବୃଦ୍ଧ ଭରତ ଉଚ୍ଚେଷ୍ଟରେ ଡାକିଲେନ, ଆୟ, ଆୟ, ଆୟ ! କେହ ଆସିଲ ନା, କେହ ଦେ ଆକୁଳ ଆହାନେର ଉତ୍ତର ଦିଲ ନା ! ତଥନ ସମସ୍ତ ଅରଣ୍ୟ ଅଷ୍ଟେଷଣ କରିଲେନ, ପ୍ରତି କନ୍ଦରେ କନ୍ଦରେ, ପ୍ରତି ବୃକ୍ଷତଳେ, ପ୍ରତି ଲତାବିତାନେ କାନ୍ଦିଯା ଡାକିଲେନ, ଆୟ, ଆୟ, ଆୟ ! କେହ ଆସିଲ ନା । ପ୍ରଥମେ ତାହାର ଆହାର-ନିଦ୍ରା ବନ୍ଦ ହିଲ, ପୂଜାପାଠ ଉଠିଯା ଗେଲ—ତାହାର ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତା—ସବ ଦେଇ ନିର୍ବିଦେଶ ମେହାଙ୍ଗଦେର ପିଛେ ପିଛେ ଅନୁଦେଶ ବନ୍ଦପଥେ ଛୁଟିଯା ଫିରିତେ ଲାଗିଲ ।

କବି ଗାହିଲେନ, ଯୁତ୍ୟର କାଳ-ଛାଯା ଭୁଲୁଟିତ ଭରତେର ଅଙ୍ଗ ଅଧିକାର କରିଯାଛେ, କର୍ତ୍ତ ରୁଦ୍ଧ ହଇଯାଛେ, ତଥାପି ତୃଷିତ ଓଟ ଧୀରେ ଧୀରେ କାପିଯା ଉଠିତେଛେ । ସେନ ଏଥନେ ଡାକିତେଛେନ, ଫିରେ ଆୟ, ଫିରେ ଆୟ, ଫିରେ ଆୟ !

କୈଲାସ ବିଶେଷରକେ ସବଲେ ବକ୍ଷେ ଚାପିଯା ହାହା ରବେ କାନ୍ଦିଯା ଉଠିଲେନ । ଅନ୍ତରେର ଅନ୍ତର କାପିଯା କାପିଯା କାନ୍ଦିଯା ଉଠିଲ, ଆୟ ଆୟ, ଆୟ !

ସଭାଯ କେହଇ ବୁଦ୍ଧର ଏ କ୍ରମନ ଅସ୍ଵାଭାବିକ ମନେ କରିଲ ନା । କାରଣ, ବସେର ସହିତ ସକଳେରଇ କେହ ନା କେହ ହାରାଇଯା ଗିଯାଛେ, ସକଳେରଇ ହନ୍ଦୀ କାନ୍ଦିଯା ଡାକିତେଛେ—ଫିରେ ଆୟ, ଫିରେ ଆୟ, ଫିରେ ଆୟ !

কৈলাসচন্দ্ৰ চক্ৰ মুছিয়া বিশেষৰকে ক্ৰোড়ে তুলিয়া বলিলেন, চল
দানা বাড়ী যাই—ৱাত্তিৰ হয়েচে ।

বিশু কোলে উঠিয়া বাড়ী চলিল। অনেকক্ষণ একহানে বসিয়া
থাকিয়া ঘূম পাইয়াছিল, পথিমধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

বাড়ী গিয়া কৈলাসচন্দ্ৰ সরবুৰ নিকট তাহাকে নামাইয়া দিয়া বলিলেন,
নে মা, তোৱ জিনিস তোৱ কাছে থাক ।

সরবু দেখিল, বুড়োৱ চক্ৰ দু'টী আজ বড় ভাৱী হইয়াছে ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছন্ন

এই দুই বৎসরের মধ্যে চৰ্জনাথের সহিত তাহার বাটির সম্বন্ধ ছিল না। শুধু অর্থের প্রয়োজন হইলে সরকারকে পত্র লিখিত, সরকার লিখিত ঠিকানায় টাকা পাঠাইয়া দিতেন।

দুঃখ করিয়া হরকালী মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতেন। ব্রজকিশোর ফিরিয়া আসিবার জন্য অহরোধ করিয়া চিঠি দিতেন। মণিশঙ্করও দুই একথানা পত্র লিখিয়াছিলেন, যে তাহার শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইয়া আসিতেছে, এ সময় একবার দেখিবার ইচ্ছা করে।

প্রথমে চৰ্জনাথ সে সকল কথায় কর্ণপাত করিত না, কিন্তু, যে দিন হরিবালা লিখিলেন, তুমি স্ববিধি পাইলে একবার আসিয়ো কিছু বলিবার আছে, সেই দিন চৰ্জনাথ তাঙ্গি বাধিয়া গাড়ীতে উঠিল।

হরিবালা যদি কিছু কহে, যদি কোন পত্র, যদি কোন হস্তলিপি দেখাইতে পারে, যদি সেই বিগত স্থানে একটু আভাস তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহা হইলে—কিছু নয়। তথাপি চৰ্জনাথ বাটি অভিমুখে ছুটিয়া আসিতে চাহিল; কিন্তু এতখানি পথ যে আশায় ভর করিয়া ছুটিয়া আসিল, বাটিতে আসিয়া তাহার কিছুই মিলিল না। হরিবালার সহিত সাক্ষাৎ হইলে জিজ্ঞাসা করিল, ঠান্ডিদি, আর কিছু বলবে না ?

না, আর কিছু না।

নিরাশ হইয়া চৰ্জনাথ কহিল, তবে কেন মিথ্যা ক্ষেপ দিয়ে ফিরিয়ে আনলে !

বাড়ী না এলে কি ভাল দেখায়? তাহার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, দাদা যা হবার হয়েছে—এখন তুমি সংসারী না হলে আমাদের দুঃখ রাখিবার স্থান থাকবে না।

চৰ্জনাথ বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, তা আমি কি করব?

কিন্তু মণিশঙ্কর কিছুতেই ছাড়িলেন না । হাত ধরিয়া বলিলেন, বাবা আমাকে মাপ কর । সেই দিন থেকে যে জ্বালায় জলে ঘাস্তি তা শুধু অন্তর্যামীই জানেন ।

চন্দনাথ বিপন্ন হইল, কিন্তু কথা কহিতে পারিল না ।

মণিশঙ্কর পুনরপি বলিতে লাগিলেন, আবার বিবাহ করে সংসারধর্ম্ম পালন কর । আমি তোমার মনোমত পাত্রী অন্ধেষণ করে রেখেছি, শুধু তোমার অভিপ্রায় জ্বালার অপেক্ষায় এখনও কথা দিই নি । বাবা এক সংসার গত হলে লোকে কি দ্বিতীয় সংসার করে না ?

চন্দনাথ ধীরে ধীরে কহিল, এক সংসার গত হয়েচে—সে সংবাদ পেলে পারি ।

দুর্গা—দুর্গা—এমন কথা বলতে নেই বাবা ।

চন্দনাথ চুপ রহিল ।

মণিশঙ্কর হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আমার মনে হয় আমিই তোমাকে সংসার-ত্যাগী করিয়েচি । এ দৃঢ় আমার মলেও যাবে না !

চন্দনাথ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, কোথায় সম্বন্ধ স্থির করেচেন ।

মণিশঙ্কর চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন । বলিলেন, কল্কাতায় ; তুমি একবার নিজে দেখে এলেই হয় ।

চন্দনাথ কহিল, তবে কালই যাব ।

মণিশঙ্কর আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, তাই করো । যদি পছন্দ হয় আমাকে পত্র লিখো, আমি বাটীর সকলকে নিয়ে একেবারে কল্কাতায় উপস্থিত হব । কিছুক্ষণ থামিয়া বলিলেন, আমার আর বাঁচবার সাধ বেশি দিন নেই, চন্দনাথ, তোমাকে সংসারী এবং স্তৰী দেখলেই স্বচ্ছন্দে যেতে পারব ।

পরদিন চন্দনাথ কলিকাতায় আসিল । সদ্বে মাতুল ব্রজকিশোরও

ଆସିଯାଇଲେନ, କହା ଦେଖା ଶେଷ ହଇଲେ ବ୍ରଜକିଶୋର ବଲିଲେନ, କହାଟି ଦେଖତେ ମା-ଲଙ୍ଘୀର ମତ ।

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ମୁଖ ଫିରାଇୟା ରହିଲ, କୋନ୍ତା ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଲ ନା ।

ଛେଣେ ଆସିଯା ଟିକିଟ ଲହିୟା ଦୁଜନେ ଗାଡ଼ୀତେ ଉଠିଲେନ, ବ୍ରଜକିଶୋର ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେନ, ତବେ ବାବାଜୀ, ପଚନ୍ଦ ହସେଚେ ତ ?

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାଥା ନାଡ଼ିୟା ବଲିଲ, ନା ।

ବ୍ରଜକିଶୋର ଯେନ ଆକାଶ ହିତେ ପଡ଼ିଲେନ,—ଏମନ ମେଯେ ତରୁ ପଚନ୍ଦ ହଲ ନା ?

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାଥା ନାଡ଼ିୟା ବଲିଲ, ନା ।

ବ୍ରଜକିଶୋର ମନେ ମନେ ଭାବିତେ ଲାଗିଲେନ, ତିନି ସରୟୁକେ ଦେଖେନ ନାହିଁ ।

ତାହାର ପର ମିନିଟ୍ ଛେଣେ ଟ୍ରେନ ଥାମିଲେ ବ୍ରଜକିଶୋର ନାମିଯା ପଡ଼ିଲେନ, ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଏଲାହାବାଦେର ଟିକିଟ ଲହିୟାଇଲ ।

ବ୍ରଜକିଶୋର ବଲିଲେନ, ତବେ କତ ଦିନେ ଫିରିବେ ?

କାକାକେ ପ୍ରଗାମ ଜାନିଯେ ବଲିବେନ, ଶୀଘ୍ର ଫେରବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ।

ମଣିଶକ୍ର ମେ କଥା ଶୁନିୟା କପାଳେ କରାବାତ କରିଯା କହିଲେନ, ବା ହସି ହସି ଆନ୍ଦ୍ର । ଆମାର ଦେହଟା ଏକଟୁ ଭାଲ ହଲେଇ ନିଜେ ଗିଯେ ବୁଦ୍ଧାକେ ଫିରିଯେ ଆନ୍ଦ୍ର । ମିଥ୍ୟା ସମାଜେର ଭସି କ'ରେ ଚିରକାଳ ନରକେ ପଚତେ ପାରିବ ନା—ଆର ସମାଜଇ ବା କେ ? ମେ ତ ଆମି ନିଜେ ।

ହରକାଳୀ ଏ ସଂବାଦ ଶୁନିୟା ଦନ୍ତେ ଦନ୍ତେ ସର୍ବଣ କରିଯା ବଲିଲ, ମରବାର ଆଗେ ମିନ୍‌ସେର ବାୟାନ୍‌ତୁରେ ଧରେଚେ ! ସରକାରକେ ଡାକିଯା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ, ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ କି ବଲିଲ ?

ସରକାର କହିଲ, ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କତ ଟାକା କାଶିତେ ପାଠାନୋ ହସେଚେ ?

ହରକାଳୀ ମୁଖେର ଭାବ ଅତି ଭୀଷଣ କରିଯା ଚଲିଯା ଗେଲ !

ବ୍ରୋଡୁଶ ପରିଚେତ

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଏଲାହାବାଦେର ଟିକିଟ କିନିଆଛିଲ, କିନ୍ତୁ ପଥିମଧ୍ୟେ ଅକ୍ଷ୍ୟାଂ
ସଙ୍କଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଯା କାଣି ଆସିଯା ଉପାସିତ ହିଲ ।

ମନ୍ଦେ ଯେ ଦୁଇଜନ ଭୃତ୍ୟ ଛିଲ, ତାହାରା ଗାଡ଼ୀ ଠିକ କରିଯା ଜିନିସପକ୍ଷ
ତୁଲିଲ; କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ତାହାତେ ଉଠିଲ ନା; ଉହାଦିଗକେ ଡାକ ବାଂଲାଯ
ଅପେକ୍ଷା କରିଯା ଥାକିବାର ହକୁମ ଦିଯା ପଦବ୍ରଜେ ଅନ୍ତ ପଥେ ଚଲିଯା ଗେଲ ।
ପଥେ ଚଲିତେ ତାହାର କ୍ଲେଶ ବୋଧ ହିତେଛିଲ । ମୁଖ ଶୁଦ୍ଧ, ବିବର୍ଣ୍ଣ, ନିଜେର
ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଜେର ବୁକେର ଉପରେଇ ଯେନ ପଦାଘାତେର ମତ ବାଜିତେ
ଲାଗିଲ, ତଥାପି ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚଲିତେ ଲାଗିଲ, ଥାମିତେ ପାରିଲ ନା । କ୍ରମେଇ
ହରିଦୟାଲେର ବାଟୀର ଦୂରଦୂର କମିଯା ଆସିତେଛେ । ଏ ସମସ୍ତଇ ଯେ ତାହାର
ବିଶେଷ ପରିଚିତ ପଥ । ଗଲିର ମୋଡେର ସେଇ ଚେନା ଦୋକାନଟି—ଠିକ ତେମନି
ରହିଯାଇଛେ । ଦୋକାନେର ମାଲିକ ଠିକ ତତ ବଡ଼ ଭୁଣ୍ଡିଟି ଲହିଯାଇ ମୋଡ଼ାର
ଉପର ବନିଯା ଫୁଲୁରି ଭାଜିତେଛେ । ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଏକବାର ଦୀଡ଼ାଇଲ, ଦୋକାନଦାର
ଚାହିୟା ଦେଖିଲ, କିନ୍ତୁ ସାହେବୀ ପୋଷାକ-ପରା ଲୋକଟିକେ ସାହସ କରିଯା
ଫୁଲୁରି କିନିତେ ଅରୁରୋଧ କରିତେ ପାରିଲ ନା, ଏକବାର ଚାହିୟାଇ ଦେ ନିଜେର
କାଜେ ମନ ଦିଲ ।

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚଲିଯା ଗେଲ । ଏହି ମୋଡେର ଶେଷେ—ଆର ତ ତାହାର ପା ଚଲେ
ନା । ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କାଣିର ପଥେ ଯେନ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ବାତାସ ନାହିଁ, ଶାସ-ପ୍ରଶ୍ନାମେର କ୍ଲେଶ
ହିତେଛେ, ତୁଇ-ଏକ ପା ଗିଯାଇ ଦେ ଦୀଡ଼ାୟ—ଆବାର ଚଲେ, ଆବାର ଦୀଡ଼ାୟ,
ପଥ ଆର ଫୁରାୟ ନା, ତଥାପି ମନେ ହୟ, ଏ ପଥ ଯେନ ନା ଫୁରାୟ ! ପଥେର
ଶେଷେ ନା ଜାନି କିବା ଦେଖିତେ ହୟ ! ତାର ପର ହରିଦୟାଲେର ବାଟୀର ସମ୍ମୁଦ୍ରେ
ଆସିଯା ଦେ ଦୀଡ଼ାଇଲ । ବହୁକଣ୍ଠ ଦୀଡ଼ାଇଯା ରହିଲ, ଡାକିତେ ଚାହିୟା, କିନ୍ତୁ
ଗଲା ଶୁକାଇଯା ଗିଯାଇଛେ । ବନ୍ଦ-ସ୍ଵର, ଭଗ୍ନ-ଶବ୍ଦ କରିଯା ଥାମିଯା ଗେଲ । ସତି
ଖୁଲିଯା ଦେଖିଲ, ନୟଟା ବାଜିଯା ଗିଯାଇଛେ, ତଥନ ସାହସ କରିଯା ଡାକିଲ,

ଠାକୁର, ଦୟାଲଠାକୁର ! କେହ ଉତ୍ତର ଦିଲ ନା । ପଥ ଦିଯା ସାହାରା ଚଲିଯା ଯାଇତେଛି, ଅନେକେହ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥେର ରୀତିମତ ସାହେବୀ-ପୋଷାକ ଦେଖିଯା ଫିରିଯା ଚାହିଲ । ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଆବାର ଡାକିଲ, ଦୟାଲଠାକୁର !

ଏବାର ଭିତର ହିତେ ଦ୍ଵୀ-କଣ୍ଠେ ଉତ୍ତର ଆସିଲ, ଠାକୁର ବାଡ଼ୀ ନେଇ ।

ଦେ ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଯା ଚନ୍ଦ୍ରନାଥେର ପୋଷାକ-ପରିଚଳ ଦେଖିଯା ଲୁକାଇଯା ପଡ଼ିଲ, କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାୟାଯ କଥା କହିତେ ଶୁଣିଯା ଏକେବାରେ ଭରେ ଅଭିଭୂତ ହଇଯା ପଲାଇଯା ଗେଲ ନା । ଅନ୍ତରାଳ ହିତେ ବଲିଲ, ଠାକୁର ବାଡ଼ୀ ନେଇ !

କଥନ୍ ଆସିବେନ ?

ଦୁଧପୁରବେଳା ।

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲ । ଆନନ୍ଦ, ଶକ୍ତି ଓ ଲଜ୍ଜା ତିନେର ସଂମିଶ୍ରଣେ ବୁକେର ଭିତର କାପିଯା ଉଠିଲ—ଭିତରେ ସରସୁ ଆଛେ; କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯା ଆର କାହାକେଓ ଦେଖିତେ ପାଇଲ ନା । ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ, ବାଡ଼ୀତେ କି ଆର କେଉଁ ନାହିଁ ?

ନା ।

ତାରା କୌଥା ?

କାରା ?

ଏକଜନ ଦ୍ଵୀଲୋକ—

ଏହି ଆମି ଛାଡ଼ା ଆର ତ କେଉଁ ଏଥାନେ ନାହିଁ ।

ଏକଟି ଛୋଟ ଛେଲେ ?

ନା କେଉଁ ନା ।

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଇଠାର ଉପରେ ବସିଯା ପଡ଼ିଲ, ଏବା ତବେ ଗେଲ କୌଥାଯ ?

ଦାସୀ ବିବତ ହଇଯା ପଡ଼ିଲ । ବଲିଲ, ନା ଗୋ, ଏଥାନେ କେଉଁ ଥାକେ ନା । ଆମି ଆର ଠାକୁରମଣ୍ଡାଇ ଥାକି । ଏକ ମାସେର ମଧ୍ୟେ କୋନ ସଜମାନ ଓ ଆସେନି ।

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ତକ ହଇଯା ମାଟୀର ଦିକେ ଚାହିଯା ବସିଯା ରହିଲ । ମନେ ସେ-ସବ

কথা উঠিতেছিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন ! বহুক্ষণ পরে পুনরাবৃ
জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কতদিন এখানে আছ ?

প্রায় দেড় বছর ।

তবুও কাউকে দেখনি ? একজন গৌরবর্ণ স্ত্রীলোক, আর একটি
ছেলে, না-হয় মেয়ে, না-হয় শুধু ঐ স্ত্রীলোকটি, কেউ না, কাউকে দেখনি ?
না, আমি কাউকে দেখনি !

কারো মুখে কোন কথা শোননি ?

না ।

চন্দ্রনাথ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। দেইখানে
দয়ালঠাকুরের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার সেই সরং আর
বাঁচিয়া নাই, তাহা সে বেশ বুঝিতেছিল, তথাপি শুনিয়া যাওয়া উচিত,
এই জন্তই বসিয়া রহিল। এক-একটি মিনিট এক-একটি বৎসর বলিয়া
বোধ হইতে লাগিল।

দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইলে হরিদয়াল ঠাকুর বাটি আসিলেন। প্রথম
দৃষ্টিতে তিনি চমকিত হইলেন, পরে চিনিতে পারিয়া শুকন্ত্রে কহিলেন,
তাইত, চন্দ্রবাবু যে, কখন এলেন ?

চন্দ্রনাথ ভগ্নকর্ত্ত্বে কহিল, অনেকক্ষণ, এরা কোথায় ?

হঁ এরা,—তা এরা—

চন্দ্রনাথ টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঢ়াইল। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে
সংবরণ করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কবে শেষ হ'ল ?
কি শেষ হ'ল ?

চন্দ্রনাথ শুক্ষ-ভগ্নকর্ত্ত্বে চীৎকার করিয়া বলিল, সরং কবে মরেছে ঠাকুর ?

ঠাকুর এবার বুঝিয়া বলিল, মরবে কেন, ভালই আছে।

কোথায় আছে ?

কৈলাস খুড়োর বাড়ীতে ।

সে কোথায় ?

এই গলির শেষে। কাঁটালতলার বাড়ীতে।

কপাল টিপিয়া ধরিয়া চন্দ্রনাথ পুনর্বার বসিয়া পড়িল। বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর শান্ত কষ্টে প্রশ্ন করিল, সে এখানে নেই কেন ?

দয়ালঠাকুর ভাবিল, মন্দ নয় এবং মিথ্যা লজ্জিত হইবার কোন কুরণ নাই ভাবিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, আপনি যাকে বাড়ীতে জায়গা দিতে পারলেন না, আমি দেব কি ব'লে ? আমারো তো পাঁচজনকে নিয়েই কাজ ?

চন্দ্রনাথ বুঝিল, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। একটু ভাবিয়া বলিল, কৈলাস-খূড়ার বাড়ীতে কেমন ক'রে গেল ?

তিনি নিজে নিয়ে গেছেন।

কে তিনি ?

কাশীবাসী একজন দুঃখী ব্রাহ্মণ।

সরয় তাঁকে আগে থেকেই চিন্ত কি ?

ঁা খুব চিন্ত।

তাঁর বয়স কত ?

বুড়ো হরিদয়াল মনে মনে হাসিয়া বলিল, তাঁর বয়স বৌধ হয় ষাট বায়টি হবে। সরয়কে মা ব'লে ডাকেন।

সেখানে আর কে আছে ?

একজন দাসী, সরয়, আর বিশু।

বিশু কে ?

সরয়ুর ছেলে।

চন্দ্রনাথ দাঢ়াইয়া বলিল, যাই।

হরিদয়াল গতিরোধ করিলেন না। চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া

গেল। গলির শেষে আসিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, কৈলাসখুড়ার বাড়ী
কোথার জান? সে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল। চন্দ্রনাথ একে-
বারে ভিতরে প্রবেশ করিল। সম্মুখে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, শুধু
সুন্দর হষ্ট-পুষ্ট-দেহ একটি শিশু ঘরের সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া একথালা
জল লইয়া সর্বাঙ্গে মাথিতেছিল এবং মাঝে মাঝে পরম পরিতোষের সহিত
দেখিতেছিল, তাহার কচি মুখখানির কাল-ছারা কেমন করিয়া কাঁপিয়া
কাঁপিয়া তাহার সহিত সহাঙ্গে পরিহাস করিতেছে। চন্দ্রনাথ তাহাকে
একেবারে বুকে তুলিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। শিশু বিশ্বাস বা
ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ করিল না। দেখিলে বোধ হয়, অপরিচিত লোকের
ক্ষেত্রে যাওয়া তাহার কাছে ন্তৃন নহে। সে চন্দ্রনাথের নাকের উপর
কচি হাতখানি রাখিয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, তুমি কে?

চন্দ্রনাথ গভীর-স্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, আমি বাবা!

বাবা?

ই বাবা, তুমি কে?

আমি বিতু!

চন্দ্রনাথ ঘড়ি-চেন বুক হইতে ধুলিয়া লইয়া তাহার গলায় পরাইয়া
দিল, পকেট হইতে ছুরি, পেন্সিল, মণিব্যাগ যাহা পাইল, তাহা পুত্রের
হস্তে ঘুঁজিয়া দিল; হাতের কাছে আর কিছুই ঘুঁজিয়া পাইল না—যাহা
পুত্র-হস্তে তুলিয়া দেওয়া যায়।

বিশু অনেকগুলি দ্রব্য হাতের মধ্যে পাইয়া পুলকিত হইয়া বলিল,
বাবা।

চন্দ্রনাথ নিঃশব্দে তাহার ছোট মুখখানি নিজের মুখের উপর চাপিয়া
ধরিয়া বলিল, বাবা!

এ সময় লথীয়ার মা বড় গোল করিল। সে হঠাতে জানালার ভিতর
দিয়া দেখিতে পাইল যে, একজন সাহেব ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া

বিশুকে কোলে লইয়া যুরিয়া বেড়াইতেছে। সে নিষ্ঠাস রক্ত করিয়া
একেবারে রামাঘরে ছুটিয়া গেল। বাটীতে আজ কৈলাসচন্দ্র নাই, অনেক
দিনের পর তিনি বিশ্বেশরের পূজা দিতে গিরাছিলেন; সরযুও এই
কিছুক্ষণ হইল, মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া রক্তন করিতে বসিয়াছিল।
লখীয়ার মা সেইখানে ছুটিয়া গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, মাইজি !

কি রে !

বরের ভেতরে সাহেব চুকে বিশুকে কোলে ক'রে যুরে বেড়াচ্ছে।
সরযু আশ্চর্য হইয়া বলিল, সে আবার কি ? বলিয়া দ্বারের অন্তরাল
হইতে দেখিতে চাহিল, দেখিতে পাইল না।

লখীয়ার মা তাহার বন্ধু ধরিয়া টানিয়া বলিল, যেঘো না—বাবাজী
আস্তুন।

সরযু তাহা শুনিল না, তাহার বিশ্বাস হয় নাই। অগ্রসর হইয়া বাহা
দেখিল, তাহাতে বোধ হইল, দাসীর কথা অসত্য নহে, একজন সাহেবের
মত যুরিয়া বেড়াইতেছে এবং অস্ফুটে বিশ্বেশরের সহিত কথা কহিতেছে।
সাহসে ভর করিয়া সে জানালার নিকটে গেল। বাহার ছায়া দেখিলে সে
চিনিতে পারিত, তাহাকে চক্ষের নিমিষে চিনিতে পারিল—তাহার স্বামী
—চন্দনাথ !

ভিতরে প্রবেশ করিয়া, গলায় আঁচল দিয়া, পায়ের উপর মাথা
রাখিয়া প্রণাম করিয়া, সরযু মুখ তুলিয়া দাঢ়াইল।

চন্দনাথ বলিল, সরযু !

সপ্তদশ পরিচ্ছন্ন

তখন স্বামী-স্ত্রীতে এইরূপ কথাবার্তা হইল ।

চন্দনাথ বলিল, বড় রোগা হয়েচ ।

সরযু মুখপানে চাহিয়া অল্প হাসিল, যেন বলিতে চাহে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি ! তাহার পর চন্দনাথ বিশুকে লইয়া একটু অধিক পরিমাণে ব্যস্ত হইয়া পড়িল । সরযু তাহার জুতার ফিতা খুলিয়া দিল, গায়ের কোট, শার্ট একে একে খুলিয়া লইল, পাথা লইয়া বাতাস করিল, গামোছা ভিজাইয়া পা মুছাইয়া দিল । এ সকল কাজ সে এমন নিয়মিত শৰ্ষেলায় করিল যেন ইহা তাহার নিত্যকর্ম, প্রত্যহ এমনি করিয়া থাকে । যাহাকে এ জীবনে দেখিতে পাইবার আশামাত্র ছিল না, আজ অকস্মাৎ কতদিন পরে তিনি আসিয়াছেন, কত অঙ্গ, দীর্ঘনিশ্চাসের ছড়াছড়ি হইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা কিছুই হইল না । সরযু এমন ভাবটি প্রকাশ করিল যেন স্বামী তাহার নিত্য আসিয়া থাকেন, আজিও আসিয়াছেন, হয়ত একটু বিলম্ব হইয়াছে—একটু বেলা হইয়াছে ।

কিন্তু চন্দনাথের ব্যবহারটি অন্য ব্রকমের দেখাইতেছে । বিশুর সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপ, ঘেন ঘরে আর কেহ নাই, বাড়াবাড়ি বলিয়া বৈধ হইতেছে । ঘরে ক্ষুদ্র-বৃক্ষি বিশেষের ভিন্ন আর কেহ ছিল না, থাকিলে বুঝিতে পারিত যে, চন্দনাথ নিজে ধরা পড়িয়া গিয়াছে এবং সেইটুকু ঢাকিবার জন্যই প্রাণপণে মুখ ফিরাইয়া পুত্রকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে ।

সরযু বলিল, খোকা, খেলা কর গে ।

বিশু শয়া হইতে নামিয়া পড়িতেছিল, চন্দনাথ সংযতে তাহাকে নামাইয়া দিল । ইতিপূর্বে সে জননীকে প্রণাম করিতে দেখিয়াছিল, তাই নামিয়াই পিতার চরণ-প্রান্তে ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিয়া ছুটিয়া

পলাইল। চন্দ্রনাথ হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেল, কিন্তু সে ততক্ষণে স্পর্শের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল।

সরযু তাহার বুকের কাছে হাত দিয়া কহিল, শরীরে যে তোমার কিছু নেই, অস্মুখ হয়েছিল।

না অস্মুখ হয়নি।

তবে বড় বেশী ভাবতে বুঝি ?

চন্দ্রনাথ তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, তোমার কি মনে হয় ?

সরযু সে কথার উত্তর দিল না ; অন্য কথা পাঢ়িল—বেলা হয়েচে, জ্ঞান করবে চল।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ীর কর্তা কোথায় ?

তিনি আজ মন্দিরে পূজ্য করতে গেছেন, বোধ করি, সন্ধ্যার পরে আসবেন।

তুমি ঠাকে কি ব'লে ডাক ?

বরাবর জ্যাঠামশাই ব'লে ডাকি, এখনও তাই বলি।

চন্দ্রনাথ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না !

সরযু জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে কারা এসেছে ?

হরি আর মধু এসেছে ? তারা ডাক-বাংলায় আছে।

এখানে আন্তে বুঝি সাহস হ'ল না ?

চন্দ্রনাথ এ কথার উত্তর দিল না।

*

*

*

*

চন্দ্রনাথ আহারে বসিয়া স্মৃথে এক থালা লুচি দেখিয়া কিছু বিশ্বিত হইল। অপ্রসন্নভাবে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, এ আবার কি ? কুটুম্বিতে করচো, না তামাসা করচো ?

সরযু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। মলিন-মৃথে বলিল, থাবে না ?

চন্দ্রনাথ ক্ষণকাল সরযুর মুখপানে চাহিয়া বলিল, দুপুরবেলা কি আমি
লুচি থাই ?

সরযু মনে মনে বিপদ্গ্রস্ত হইয়া মৌন হইয়া রহিল ।

চন্দ্রনাথ কহিল, আজ যে তুমি আমাকে গ্রথম খেতে দিলে তা নয় ;
আমি কি থাই তাও বোধ করি ভুলে যাওনি ?

সরযুর চোখে জল আসিতেছিল ; ভাবিতেছিল, সেই দিন যে ফ্ৰাইয়া
গিয়াছে,—কহিল, ভাত থাবে ? কিন্তু—

কিন্তু কি ? শুকিয়ে গেছে ?

না, তা নয়,—আমি এখানে রঁধি ।

বাড়ীতেও ত রঁধতে ।

সরযু একটু থামিয়া কহিল, আমাৰ হাতে থাবে ?

এইবার চন্দ্রনাথ মুখ নত কৱিল । এতক্ষণ তাহার মনে হয় নাই যে
সরযু পৰ হইয়া গিয়াছে, কিংবা তাহার স্পৰ্শিত অন্ধ-ব্যঙ্গন আহাৰ কৱা
যায় না ; কিন্তু সরযুৰ কথাৰ ভিতৰ বড় জালা ছিল । বহুক্ষণ চুপ
কৱিয়া বসিয়া রহিল, তাৰ পৰ ধীৱে ধীৱে কহিল, সরযু, দুপুরবেলা আমাৰ
চোখে জল না দেখলে কি তোমাৰ তৃপ্তি হবে না ? সরযু তাড়াতাড়ি
উঠিয়া দাঢ়াইল—যাই তবে আনি গো । রঞ্জন-শালায় প্ৰবেশ কৱিয়া সে
বড় কান্না কাঁদিল, তাৰ পৰ চক্ষু মুছিল, জল দিয়া ধুইয়া ফেলিল, আবাৰ
অঙ্গ আসে, আবাৰ মুছিতে হয়, সরযু আৱ আপনাকে কিছুতে সামলাইতে
পাৰে না ; কিন্তু স্বামী অভুত বসিয়া আছেন, তখন অন্ধেৰ থালা লইয়া
উপস্থিত হইল । কাছে বসিয়া, বহুদিন পূৰ্বেৰ মত যন্ত্ৰ কৱিয়া আহাৰ
কৱাইয়া উচ্ছিষ্ট পাত্ৰ হাতে লইয়া, আৱ একবাৰ ভাল কৱিয়া কাঁদিবাৰ
জন্তু রঞ্জন-শালায় প্ৰবেশ কৱিল ।

বেলা দুইটা বাজিয়াছে । চন্দ্রনাথেৰ ক্ৰোড়েৰ কাছে বিশেষৰ পৱন
আৱামে ঘুমাইয়াছে । সরযু প্ৰবেশ কৱিল ।

চন্দ্রনাথ কহিল, সমস্ত কাজকর্ম সারা হ'ল ?

কাজ কিছুই ছিল না । জ্যাঠামশাই এখনও আসেন নি । তাহার পর সরয় ঘর-কন্নার কথা পাড়িল । বাড়ীর প্রতি ঘর, প্রতি সামগ্ৰী, মাতুল-মাতুলানী, দাস-দাসী, সরকারমশায়, হরিবালা সই, পাড়াপ্রতিবেশী, একে একে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা কৱিল । এই সমষ্টিকুৰ মধ্যে দু'জনের কাহারই মনে পড়িল না যে, সরয়ু এ-সব জানিয়া লাভ নাই, কিংবা এ সকল সংবাদ দিবার সময় চন্দ্রনাথেরও ক্লেশ হওয়া উচিত । একটু লজ্জা, একটু বিমৰ্শতা, একটু সংশ্লেষণের আবশ্যক । একজন পরম আনন্দে প্রশংসন কৱিতেছে, অপরে উৎসাহের সহিত উভয় দিতেছে । নিতান্ত বন্ধুর মত দুইজনে যেন পৃথক হইয়াছিল, আবার মিলিয়াছে ।

সহসা সরয় জিজ্ঞাসা কৱিল, বিয়ে কৱলে কোথায় ?

এটা যেন নিতান্ত পরিহাসের কথা !

চন্দ্রনাথ বলিল, পঞ্চিমে ।

কেমন বৌ হ'ল ?

তোমার মত ।

এই সময় সরয় বুকের কাছে ব্যথা অনুভব কৱিল, সামলাইতে পারিল না, বসিয়াছিল, শুইয়া পড়িল । মুখথানি একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল !

ব্যস্ত হইয়া চন্দ্রনাথ নীচে নামিয়া পড়িল, কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা কৱিল, কিন্তু সরয় একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছিল । তখন শিয়ারে বসিয়া ক্রোড়ের উপর তাহার মাথাটা তুলিয়া লইয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া ডাকিল, সরয় ।

সরয় চোখ বুজিল । তাহার ওষ্ঠাধৰ কাঁপিয়া উঠিল এবং অস্পষ্ট কি বলিল, বোৰা গেল না ।

চন্দ্রনাথ অত্যন্ত ভয় পাইয়া জলের জন্য হাঁকাহাঁকি কৱিতে লাগিল,

লথীয়ার মা নিকটেই ছিল, জল লইয়া ঘরে ঢুকিল, কিন্তু কোনোরূপ ব্যস্ততা প্রকাশ করিল না। বলিল, বাবু এখনি সেরে যাবে,—অমন মাঝে মাঝে হয়।

তাহার পর মুখে চোখে জল দেওয়া হইল, বাতাস করা হইল, বিশু আসিয়া বার-ছই চুল ধরিয়া টানাটানি করিয়া ডাকিল, মা !

সরঘূর চৈতন্য হইল, লজ্জিত হইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল। লথীয়ার মা আপনার কাজে চলিয়া গেল। ভয়ে চন্দ্রনাথের মুখ কালি হইয়া গিয়াছিল।

সরঘূ হাসিল। বড় ক্ষীণ, অথচ বড় মধুর হাসিয়া বলিল, তয় পেয়েছিলে ?

চন্দ্রনাথের ছই চোখে জল টল্টল করিতেছিল, এইবারে গড়াইয়া পড়িল, হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিল; বলিল, ভেবেছিলাম বুঝি সব শেষ হয়ে গেল !

সরঘূ মনে মনে ভাবিল, তোমার কোলে মাথা ছিল—সে স্বৃক্ষতি কি এ হতভাগিনীর আছে? প্রকাশে কহিল, এমন ধারা মাঝে মাঝে হয়।

তা দেখচি! তখন হোতো না, এখন হয়, সেও বুঝি। বলিয়া চন্দ্রনাথ বহুক্ষণ নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর পকেট হইতে মরিচা-ধরা একটা চাবির গোছা বাহির করিয়া সরঘূর আচলের খুঁটে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, এই তোমার চাবির রিং—আমার কাছে গচ্ছিত রেখে লে এসেছিলে, আজ আবার ফিরিয়ে দিলাম। চেরে দেখ, কখনও কি ব্যবহার হয়েচে বলে মনে হয়?

সরঘূ দেখিল, তাহার আদরের চাবির রিং মরিচা ধরিয়া একেবারে ময়লা হইয়া গিয়াছে। হাতে লইয়া বলিল, তাকে দাওনি কেন?

চন্দ্রনাথের শুক-ম্লান মুখ অক্ষমাঙ অকৃত্রিম হাসিতে ভরিয়া গেল, দুই

চোখে অসীম স্নেহ চঞ্চল হইয়া উঠিল, তথাপি নিজেকে সংযত করিয়া
বলিল, তাকেই ত দিলাম সরয়।

সরয় ঠিক বুঝিতে পারিল না। ক্ষণকাল স্বামীর মুখের পানে সন্দিক্ষ
দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়া মুছকঠে বলিল, আমি নতুন বৌ'র কথা বলচ।
তোমার দ্বিতীয় স্ত্রী, তাকে দাওনি কেন?

চন্দনাথ আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না; সহসা দুই হাত
বাঢ়াইয়া সরয়ুর মুখানি বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, তাকেই
দিয়েচি সরয়, তাকেই দিয়েচি। স্ত্রী আমার দু'টা নয়, একটি; কিন্তু
সে আমার পুরানো হয় না—চিরদিনই নতুন। প্রথম যেদিন তাকে এই
কাশী থেকে বিশ্বেষরের প্রসাদী ফুলটির মত বুকে ক'রে নিয়ে যাই সেদিনও
বেমন নতুন আজও আবার যথন সেই বিশ্বেষরের পায়ের তলা থেকে
কুড়িয়ে নিতে এসেচি এখনও তেমনি নতুন।

* * * *

সক্ষ্যায় দীপ জালিয়া, ছেলে কোলে লইয়া সরযু স্বামীর পায়ের নিকট
বসিয়া বলিল, জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে দেখা না ক'রে তোমার যাওয়া হবে
না—আজ রাত্তিরে তোমাকে থাকতে হবে।

চন্দনাথ বলিল, তাই ভাব'চি, আজ বুঝি আর যাওয়া হয় না।

সরযু অনেকক্ষণ অবধি একটা কথা কহিতে চাহিতেছিল, কিন্তু লজ্জা
করিতেছিল, সময়ও পায় নাই। এখন তাহা বলিল, তোমার কাছে আর
লজ্জা কি—?

চন্দনাথ সরযুর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। সরযু বলিল,
ভেবেছিলাম, তোমাকে একখানা চিঠি লিখব।

লেখনি কেন, আমি ত বারণ করিনি।

সরযু একটুখানি ভাবিয়া বলিল, ভয় হ'তো পাছে তুমি রাগ কর,
আবার কবে তুমি আসবে?

চন্দনাথ

যখন আসতে বল্বে, তখনি আসব।

সরঘ একবার মনে করিল, সেই সময় বলিবে, কিন্তু পরঙ্গেই ভাবিয়া
দেখিল, মাঝের শরীরে বিশ্বাস নাই। এখন না বলিলে, হয়ত বলা
হইবে না। চন্দনাথ হয়ত আবার আসিবে, কিন্তু সে হয়ত ততদিন
পুড়িয়া ছাই হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইবে। তাই বিবেচনা করিয়া বলিল,
তোমার কাছে আমার লজ্জা নেই।

সে কথা ত হয়ে গেল—আর কিছু বল্বে ?

সরঘ কিছুক্ষণ থামিয়া বলিল, আমার বাঁচতে ইচ্ছে নেই—এমন
কোরে বেঁচে থাকা আর ভাল দেখায় না।

চন্দনাথ ভাবিল, ইহা পরিহাসের মত শুনাইতেছে না। ভাল করিয়া
চাহিয়া দেখিল, সরঘুর মুখ আবার বিবর্ণ হইয়াছে। সভয়ে কহিল, সরঘ,
কোন শক্ত রোগ জন্মায়নি ত ?

সরঘ মান হাসি হাসিয়া কহিল, তা বলতে পারিনে। বুকের কাছে
মাঝে মাঝে একটা ব্যথা টের পাই।

চন্দনাথ বলিল, আর ঐ মূর্ছাটা ?

সরঘ হাসিল, ওটা কিছুই নয়।

চন্দনাথ মনে মনে বলিল, যা হবার হইয়াছে, এখন সর্বস্বান্ত হইয়াও
তোমাকে আরোগ্য করিব।

সরঘ কহিল, তোমার কাছে একটি ভিক্ষা আছে, দেবে ত ?

চাই কি ?

নিজের কিছু চাই না। তবে, আমার যখন মৃত্যু-সংবাদ পাবে তখন
—এই সময় সে খোকাকে চন্দনাথের পায়ের কাছে বসাইয়া দিয়া বলিল,
তখন একবার এখানে এসে খোকাকে নিয়ে যেরো—

চন্দনাথ বিপুল আবেগে বিশ্বকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া মুখচূর্ণ
করিল।

এই সময় বাহির হইতে কৈলাসচন্দ্র ডাকিলেন, দাদা, বিশ্ব।

বিশ্বের পিতার ক্রোড় হইতে ছটফট করিয়া নামিয়া পড়িল,—
দাদু দাই।

সর্ব উঠিয়া দাঢ়াইল—ঐ এসেছেন।

কিছুক্ষণ পরে কৈলাসচন্দ্র বিশ্বেরকে ক্রোড়ে লইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া
দাঢ়াইলেন, চন্দ্রনাথও বাহিরে আসিল। কৈলাসচন্দ্র ইতিপূর্বে চন্দ্রনাথকে
কথনও দেখেন নাই—দেখিলেও চিনিতেন না, চাহিয়া রহিলেন। খোকা
পরিচয় করিয়া দিল। হাত বাঢ়াইয়া বলিল, ওতা বাবা।

চন্দ্রনাথ শ্রগাম করিয়া দাঢ়াইল! কৈলাসচন্দ্র আশীর্বাদ করিয়া
বলিলেন, এস বাবা, এস।

অস্তানগু পরিচ্ছদ

কিন্তু চন্দ্রনাথ যখন বৃক্ষকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কাল এদের নিয়ে
যাব, তখন কৈলাসচন্দ্রের বক্ষ-পঞ্জরের মধ্যে এককালে শতাধিক কামান-
দাগার মত শব্দ করিয়া উঠিল ! নিজে কি কহিলেন, নিজের কানে
শব্দ পৌছিল না ; কিন্তু চন্দ্রনাথ শুনিল, অশ্ফুট ক্রন্দনের মত বহুদূর
হইতে কে যেন কহিল, এমন স্থথের কথা আর কি আছে ।

সর্ব এ সংবাদ শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল না, তাহার হই চক্র
বাহিয়া অঙ্গ গড়াইয়া পড়িল। স্বামীর পদবুগল মন্তকে স্পর্শ করিয়া
বলিল, পায়ের ধূলো দিয়ে হতভাগিনীকে এইখানেই রেখে যাও, আমাকে
নিয়ে যেয়ো না ।

চন্দ্রনাথ বলিল, কেন ?

সর্ব জবাব দিতে পারিল না—কান্দিতে লাগিল। বৃক্ষ কৈলাসচন্দ্রের
কাতর মুখখানি তাহার চোখের উপরে কেবলি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল ।

চন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমি তোমার স্বামী,
আমি যদি নিয়ে যাই, তোমার অনিষ্টায় কিছু হবে না । আমি বিশুকে
ছেড়ে থাকতে পারব না ।

সর্ব দেখিল, তাহার কিছুই বলিবার নাই ।

পরদিন প্রাতঃকাল হইলে কৈলাসচন্দ্র বিশ্বেষ্যরকে সে দিনের মত
কোলে তুলিয়া লইলেন। দাবার পুঁটুলি হাতে করিয়া শস্তু মিশিরের
বাড়ি আসিলেন। তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, মিশিরজি ! আজ আমার
স্থথের দিন—বিশুদ্ধাদা আজ তার নিজের বাড়ি যাবে । বড় হয়েছে ভাই,
কুঁড়ে ঘরে আর তাকে ধ'রে রাখা যায় না ।

মিশিরজী আনন্দ প্রকাশ করিলেন ।

কৈলাসচন্দ্র সতরঞ্চ পাতিয়া বল সাজাইয়া বলিলেন, আজ আমোদের
দিনে এস, তোমাকে দু'বাজি মাং করে যাই ।

ଖେଲାର ପ୍ରାରମ୍ଭେ କିନ୍ତୁ କୈଲାସଚନ୍ଦ୍ର ଏକେ ଏକେ ବଳ ହାରାଇତେ ଲାଗିଲେନ । ଗଜ ଚାଲିତେ ନୌକା, ନୌକା ଚାଲିତେ ଘୋଡ଼ା, ଏମନି ବଡ଼ ଗୋଲମାଳ ହିତେ ଲାଗିଲ । ମିଶିରଜୀ କହିଲ, ବାବୁଜୀ, ଆଜ ତୋମାର ମେଜାଜ ଚୈନ ନେଇ, ବହୁତ ଗଲ୍ପି ହୋତା । କ୍ରମେ ଏକ ବାଜୀର ପର ଆର ଏକ ବାଜୀ କୈଲାସଚନ୍ଦ୍ର ହାରିଯା, ଖେଲ ଉଠାଇଯା ପୁଟୁଳି ବୀଧିତେ ବସିଲେନ, କିନ୍ତୁ ଲାଲ ମଞ୍ଜୁ ବୀଧିଲେନ ନା । ବିଶୁର ହାତେ ଦିଆ ବଲିଲେନ, ଦାଦା, ମଞ୍ଜୁଟା ତୋମାକେ ଦିଲାମ, ଆର କଥନ୍ତି ଚାବ ନା । ପଥେ ଆସିତେ ଯାହାର ସହିତ ଦେଖା ହଇଲ, ତାହାକେଇ ଶୁଖବରଟା ଜାନାଇଯା ଦିଲେନ ।

ଆଜ ସର୍ବକଷେତ୍ରେ ବୁଦ୍ଧେର ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ; କିନ୍ତୁ କାଜ କରିତେ କାଜ ପିଛାଇଯା ପଡ଼ିତେଛେ । ଦାବା ଖେଲାର ମତ ବଡ଼ ଭୁଲଚୁକ ହିଲ୍ଲା ଯାଇତେଛେ । ସତ ବେଳା ପଡ଼ିଯା ଆସିତେ ଲାଗିଲ, ଭୁଲଚୁକ ତତି ବାଡ଼ିଯା ଉଠିତେ ଲାଗିଲ, ସର୍ବ୍ୟ ତାହା ଦେଖିଯା ଗୋପନେ ଶତବାର ଚକ୍ର ମୁହିଲ । ବୁଦ୍ଧେର କିନ୍ତୁ ମୁଖେର ଉତ୍ସାହ କମେ ନାହିଁ, ଏମନ କି ସର୍ବ୍ୟ ସଥନ ଆଡ଼ାଲେ ଡାକିଯା ପଦଧୂଲି ମାଥାର ଲହିଯା କାନ୍ଦିତେ ଲାଗିଲ, ତଥନ୍ତି ତିନି ଅଞ୍ଚ ସଂବରଣ କରିଯା ହାସିଯା ଆଶୀର୍ବାଦେ ତୁଇ ରାଜରାନୀ ହବି ! ଆବାର ସଦି କଥନୋ ଆସିମ, ତୋଦେର ଏହି କୁଂଡେ ଘରଟିକେ ଭୁଲେ ଯେନ ଆର କୋଥାଓ ଥାକିମ୍ବନେ ।

ସର୍ବ୍ୟ ଆରଓ କାନ୍ଦିତେ ଲାଗିଲ, ବୁକେର ମାଝେ ଶୁଦ୍ଧ ଦିନେର କଥା—
କାନ୍ଦିଯା କାନ୍ଦିଯା ଉଠିତେ ଲାଗିଲ—ଯେ ଦିନ ଦେ ନିରାଶିତା ପଥେର ଭିଥାରିଣୀ ହିଲ୍ଲା କାଶିତେ ଆସିଯାଛିଲ । ଆର ଆଜ !

ସର୍ବ୍ୟ ବଲିଲ, ଜ୍ୟାଠାମଶାହି, ଆମାକେ ଛେଡେ ତୁମି ଥାକତେ ପାରିବେ ନା ଯେ—

କୈଲାସଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେନ, ଆର କ'ଟା ଦିନ ମା ? କିନ୍ତୁ ମନେ ବଲିଲେନ,
ଏହିବାର ଡାକ ପଡ଼େଛେ, ଏତଦିନେ ତଥ୍ବ ପ୍ରାଣଟାର ଜୁଡୋବାର ଉପାୟ ହେୟେଛେ ।

ସର୍ବ୍ୟ ଚୋଥ ମୁହିତେ ଆକୁଳଭାବେ ବଲିଲ, ଆମାର ମାଯାଦିଯା ନେଇ ।

বৃক্ষ বাঁধা দিয়া বলিলেন, ছি মা, ও কথা বলো না—আমি তোমাকে চিনেচি ।

রাত্রি দশটার সময় সকলে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । গাড়ীর সময় ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে ।

বিশ্বেশ্বর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু লাল মন্ত্রীটা তখনো বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়াছিল । বৃক্ষ নাড়াচাড়া করিয়া তাহাকে জাগাইয়া তুলিলেন । সত্ত নিদ্রোগ্রিত হইয়া প্রথমে সে কাঁদিবার উপক্রম করিল, কিন্তু যখন তিনি মুখের কাছে মুখ আনিয়া ডাকিলেন, বিশ্ব, দাদা ! তখন সে হাসিয়া উঠিল,—দাদু ।

দাদা ভাই আমার, কোথায় যাচ ?

বিশ্ব বলিল, দাতি । তাহার পর মন্ত্রীটা দেখাইয়া কহিল, মন্ত্রী ।

কৈলাসচন্দ্র কহিলেন, হ্যাঁ দাদা ! মন্ত্রী হারিয়ো না যেন ।

এই গজদন্ত নির্মিত রক্ত-রঞ্জিত পদার্থ-টা সন্দেশে কৈলাসচন্দ্র ইতিপূর্বে তাহাকে অনেকবার সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, সেও বাড় নাড়িয়া কহিল, হারাবো না—মন্ত্রী !

ট্রেণ আসিলে সর্ব পুনরায় তাহার পদধূলি মাথায় লইয়া গাড়ীতে উঠিল । বৃক্ষের আন্তরিক আশীর্বচন ওষ্ঠাধরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ভিতরেই রহিয়া গেল ।

ট্রেণ ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই দেখিয়া কৈলাসচন্দ্র বিশ্বেশ্বরকে চন্দনাথের ক্রোড়ে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, দাদু !

দাদু !

মন্ত্রী !

সে মন্ত্রীটাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, দাদু—মন্ত্রী ।

হারাসনে—

না ।

ଏହିବାର ବୃଦ୍ଧେର ଶୁକ୍ର ଚକ୍ରେ ଜଳ ଆସିଯା ପଡ଼ିଲି । ଗାଡ଼ୀ ଛାଡ଼ିଯା ଦିଲେ
ତିନି ସରୟୁର ଜାନାଲାର ନିକଟ ମୁଖ ଆନିଯା କହିଲେନ, ମା, ତବେ ସାଇ—
ଆର ଏକବାର ଜୋର କରିଯା ଡାକିଲେନ, ଓ ଦାଢ—

ଗାଡ଼ୀର ଶଦେ ଏବଂ ଲୋକେର କୋଲାହଲେ ବିଶେଷର ଦେ ଆହାନ ଶୁଣିତେ
ପାଇଲ ନା । ସତକ୍ଷଣ ଗାଡ଼ୀର ଶେଷ ଶବ୍ଦଟୁକୁ ଶୁଣା ଗେଲ, ତତକ୍ଷଣ ତିନି ଏକ
ପଦ୍ମ ନଡିଲେନ ନା, ତାହାର ପର ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିରିଯା ଗେଲେନ ।

উনবিংশ পরিচ্ছন্ন

বাটি পৌছিয়া চন্দ্রনাথের ঘেটুকু ভয় ছিল, খুড়া মণিশঙ্করের কথায়
তাহা উড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, চন্দ্রনাথ, পাপের জন্য প্রায়শিচ্ছা
করতে হয়, যে পাপ করেনি তার আবার প্রায়শিচ্ছার কি প্রয়োজন?
বধূমাতার কোন পাপ নেই, অনর্থক প্রায়শিচ্ছার কথা তুলে ঠাঁর
অবমাননা ক'র না। মণিশঙ্করের মুখে একপ কথা বড় নৃতন শোনাইল।
চন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। তিনি আবার কহিলেন, বুড়ো
হয়ে অনেক দেখেছি যে, দোষলজ্জা প্রতি সংসারে আছে। মাঝুবের
দীর্ঘ-জীবনে তাকে অনেক পা চল্লতে হয়, দীর্ঘ-পথটীর কোথাও কাদা
কোথাও পিছল, কোথাও বা উচু-নীচু থাকে, তাই বাবা, লোকের
পদস্থলন হয়; তারা কিন্তু সে কথা বলে না, শুধু পরের কথা বলে।
পরের দোষ, পরের লজ্জার কথা চীৎকার ক'রে বলে, সে শুধু আপনার
দোষটুকু গোপনে ঢেকে ফেলবার জগ্নেই। তারা আশা করে, পরের
গোলমালে নিজের লজ্জাটুকু চাপা প'ড়ে যাবে। চন্দ্রনাথ চুপ করিয়া
রহিল। মণিশঙ্কর একটু থামিয়া পুনর্বার কহিলেন, আর একটা নৃতন
কথা শিখেছি—শিখেছি যে, পরকে আপনার করা যায়; কিন্তু যে
আপনার তাকে কে কবে পর করতে পেরেচে? এতদিন আমি অঙ্গ
ছিলাম কিন্তু বিশু আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েচে। তার পুণ্যে সব পবিত্র
হয়েচে। আজ বাদশী। পূর্ণিমার দিন তোমার বাড়ীতে গ্রামঙ্ক
লোকের নিমন্ত্রণ করেচি। তখন দাদা ছিলেন, কাজকর্ম সবই তিনি
করতেন। আমি কখনও কিছু করতে পাই নি—তাই মনে করছি বিশুর
আবার নৃতন ক'রে অম্বপ্রাশন দেব।

চন্দ্রনাথ চিন্তা করিল, বলিল, কিন্তু সমাজ ?

মণিশঙ্কর হাসিলেন, বলিলেন, সমাজ আমি, সমাজ তুমি । এ গ্রামে আর কেউ নেই ; যার অর্থ আছে, সেই সমাজপতি । আমি ইচ্ছা করলে তোমার জাত মাঝতে পারি, আর তুমি ইচ্ছা করলে আমার জাত মাঝতে পার । সমাজের জন্য তেবে না, আর একটা কথা বলি — এত দিন তা বলিনি, বোধ হয় কখনও বল্তাম না, কিন্তু ভাবচি, তোমার কাছে একথা প্রকাশ করলে কোন ক্ষতি হবে না । তোমার রাখিল ভট্টাচায়ের কথা মনে হয় ?

হয় । হরিদয়াল ঠাকুরের পত্রে পড়েছিলাম ।

আমার পরিবারের বন্দি কিছু লজ্জার কথা থাকে, শুধু সেই প্রমাণ করতে পারুন, কিন্তু সে আর কোন কথা প্রকাশ করবে না, আমি তাকে জেলে দিয়েছি । কিছুদিন হ'ল সে খালাস হয়ে কোথায় চ'লে গেছে, আর কখনও এ দেশে পা বাঢ়াবে না ।

মণিশঙ্কর তখন আশুপূর্বিক সমস্ত কথা বিবৃত করিলেন । সকল কাহিনী শুনিয়া চন্দ্রনাথের দুই চক্ষু বাঞ্চাকুল হইয়া উঠিল ।

তাহার পর পূর্ণিমার দিন থাওয়ানো-দাওয়ানো শেষ হইল । গ্রামের কেহ কোন কথা কহিল না । তাহারা মণিশঙ্করের ব্যবহার দেখিয়া বিশ্বাস করিল যে, একটা মিথ্যা অপবাদ রটনা হইয়াছিল,—হয়ত সে একটা জমিদারী চালমাত্র ।

হরকালী আলাদা রঁধিয়া থাইলেন—তাহারা এ গ্রামে আর বাস করিবেন না—বাড়ী বাইবেন । হরকালী বলিলেন, প্রাণ যায় সেও স্বীকার, কিন্তু ধ্যাটাকে তিনি কিছুতেই ছাড়তে পারবেন না । ইহা স্বত্রের কথাই হউক আর দুঃখের কথাই হউক, চন্দ্রনাথ তাহাদের পঞ্চাশ টাকার পরিবর্তে মাসিক একশত টাকা বরাদ্দ করিয়া দিয়াছেন ।

উৎসবের শেষে অনেক রাত্রে নাচ-গান বন্ধ হইলে ঘরে আসিয়া চন্দ্রনাথ দেখিল, সর্ব-অলঙ্কার-ভূষিতা, রাজ-রাজেশ্বরীর মত নির্জিত পুত্র ক্রোড়ে লইয়া সরযু স্বামীর অপেক্ষা করিয়া নিশি জাগিয়া বসিয়া আছে।

আজ পূর্ণিমা।

চন্দ্রনাথ বলিল, ইন্দ্ৰ।

সরযু মৃহু হাসিয়া বলিল, আজ কিছুতেই ছাড়লেন না সহ !

বিংশ পরিচ্ছন্ন

সে রাত্রে এক-পা এক-পা করিয়া বৃক্ষ কৈলাসচন্দ্র বাটী ফিরিয়া আসিলেন। বাঁধান তুলসী-বেদীর উপর তখনও দীপটা জলিতেছিল, তথাপি এ কি ভীষণ অন্ধকার ! এইমাত্র সবাই ছিল, এখন আর কেহ নাই। শুধু মাটীর প্রদীপটি সেই অবধি জলিতেছে, তাহার আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে, এইবার নিবিয়া যাইবে। সরযু এইটি স্বহস্তে জালিয়া দিয়া গিয়াছিল।

শ্যায় আসিয়া তিনি শয়ন করিলেন। অবসর চক্ষু দু'টা তন্দুর জড়াইয়া আসিল ; কিন্তু কানের কাছে সেই অবধি যেন কে মাঝে মাঝে ডাকিয়া উঠিতেছে, দাঢ় ! স্থপ্ত দেখিলেন, রাজা ভরত তাহার বুকের মাঝখানটিতে শৃঙ্খলায় পাতিয়া শ্বীণ ওষ্ঠ কাঁপাইয়া বলিতেছে,—ফিরে আয় ! ফিরে আয় !

সকালবেলায় শ্যায় উঠিয়া বসিলেন, বাহিরে আসিয়া অভ্যাসবশতঃ ডাকিলেন, বিশু ! তাহার পর মনে পড়িল, বিশু নাই, তাহারা চলিয়া গিয়াছে।

দাবার পুঁটুলি হাতে লইয়া শক্ত মিশিরের বাটী চলিলেন। ডাকিয়া বলিলেন, মিশিরজী, দাদাভাই আমার চলে গেছে।

ଦାଦାଭାଇକେ ସବାଇ ଭାଲବାସିତ । ମିଶିରଜୀଓ ଦୁଃଖିତ ହଇଲ । ଦାବାର ବଳ ସାଜାନ ହିଲେ ମିଶିରଜୀ କହିଲ, ବାବୁଜୀ, ତୋମାର ଉଜ୍ଜୀର କି ହଲ ?

କୈଲାମଚଞ୍ଜ ଦୀର୍ଘନିଷ୍ଠାଦ ଫେଲିଲେନ,—ତାଇ ତ, ମିଶିରଜୀ, ସେଟା ନିରେ ଗେଛେ । ଲାଲ ଉଜ୍ଜୀରଟା ସେ ବଡ ଭାଲବାସ୍ତ । ଛେଲେମାନୁଷ କିଛୁତେଇ ଛାଡ଼ିଲେ ନା ।

ତିନି ଯେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାର ତାହାର ପ୍ରାଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରିୟ ଦାବା ଜୋଡ଼ାଟି ଅନ୍ଧିନ କରିଯାଇଲେନ, ସେ କଥା ବଲିତେ ଲଜ୍ଜା କରିଲ ।

ମିଶିରଜୀ କହିଲ, ତବେ ଅନ୍ତ ଜୋଡ଼ା ପାତି ?

ପାତ ।

ଖେଲାୟ କୈଲାମଚଞ୍ଜର ହାର ହଇଲ । ଶୁଭ ମିଶିର ତାହାର ସହିତ ଚିରକାଳ ଖେଲିତେଛେ, କଥନେ ହାରାଇତେ ପାରେ ନାହିଁ । ହାରିବାର କାରଣ ଦେ ସହଜେଇ ବୁଝିଲ । ବଲିଲ, ବାବୁଜୀ, ଘୋକାବାବୁ ତୋମାର ବିଲକୁଳ ଇଲିମ ମାଥେ ଲେ ଗିଯା ବାବୁଜୀ !

ବାବୁଜୀର ମୁଖେ ଶୁକ୍ଳ-ହାସିର ରେଖା ଦେଖା ଦିଲ । ବଲିଲେନ, ଏମ ଆର ଏକ ବାଜୀ ଦେଖା ଯାକ୍ ।

ବହୁ ଆଚା ।

ଖେଲାର ମାରାମାରି ଅବଶ୍ୟକ କୈଲାମଚଞ୍ଜ କିଣି ଦିଯା ବଲିଲେନ—ବିଶୁ !

ଶୁଭ ମିଶିର ହାସିଯା ଫେଲିଲ । କିଣି କଥାଟା ସେ ବୁଝିତ, ବଲିଲ, ବାବୁଜୀ, କିଣି, ବିଶୁ ନୟ । ହଇଜନେ ହାସିଯା ଉଠିଲେନ ।

ଶୁଭ ମିଶିର କିଣି ଦିଯା ବଲିଲ, ବାବୁଜୀ, ଏହିବାର ତୋମାର ଦୋ ପେହାଦ ଗିଯା ।

କୈଲାମଚଞ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତ ହଇସା ବଲିଲେନ, ଦାଦା, ଆର, ଶୀଗ୍-ଗିର ଆୟ, ପରେ କିଛୁକ୍ଷଣ ଯେନ ତାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିଯା ବସିଯା ରହିଲେନ । ମନେ ହିତେ ଛିଲ ଯେନ, ଏହିବାର ଏକଟି କୁଦ୍ର-କୋମଳ-ଦେହ ତାହାର ପିଠେର ଉପର ଝାପାଇଯା

পড়িবে। শঙ্কু মিশির বিলম্ব দেখিয়া বলিল, বাবুজী, পেয়াদা নাহি বাচানে পাৰবে। বৃক্ষের চমক ভাঙিল, তাই ত বোঢ়ে দু'টো মারা গেল !

তাহার পর খেলা শেষ হইল। মিশিরজী জয়ী হইলেন, কিন্তু আনন্দিত হইলেন না। বলগুলা সরাইয়া দিয়া বলিলেন, বাবুজী, দোস্রা দিন খেলা হবে। আজ আপনা তবিয়ৎ বহু বে-হৃষ্ট,—মেজাজ একদম দিক আছে।

বাড়ী ফিরিয়া যাইতে দুই প্ৰহৱ হইল। মনে হইতেছিল, বিশু ত নাই, তবে আৱ তাড়াতাড়ি কি ?

বাটীতে প্ৰবেশ কৱিয়া দেখিলেন, লখীয়াৰ মা একা রঞ্জনশালাৰ বসিৱা পাকেৰ ঘোগাড় কৱিতেছে। আজ তাহাকে নিজে রাঁধিতে হইবে, নিজে বাড়িয়া থাইতে হইবে—একা আহাৰ কৱিতে হইবে। ইচ্ছামত আহাৰ কৱিবেন, তাড়াতাড়ি নাই, পীড়াপীড়ি নাই—বিশেষৰেৱ দৌৱাওয়েৱ ভয় নাই। বড় স্বাধীন ; কিন্তু এ বে ভাল লাগে না। রান্না ঘৰে চুকিয়া দেখিলেন, এক মুঠো চাল, দু'টো আলু, দু'টো পটল, খানিকটা ডালবাটা ; চোখ কাটিয়া জল আসিল,—মনে পড়িল দুই বৎসৱ আগেকাৰ কথা ! তখন এমনি নিজেৰ জন্ম রাঁধিতে হইত—এই লখীয়াৰ মা-ই আয়োজন কৱিয়া দিত ; কিন্তু তখন বিশু আসে নাই, চলিয়াও বাঁয় নাই !

কাঁটালতলায় তাহার কুড় খেলা ঘৰ এখনও বাঁধা আছে। দু'টো ভগ্ন ষট, একটা ছিন্ন-হস্ত-পদ মাটিৰ পুতুল, একটা দু'পয়সা দামেৰ ভাঙা বাণী। ছেলেমাছুবেৱ মত বুক সেগুলি কুড়াইয়া আনিয়া আপনাৰ শোবাৰ ঘৰে রাখিয়া দিলেন।

তপুৰবেলা আবাৰ গঙ্গা পাঁড়েৰ বাড়ীতে দাবা পাতিয়া বসিতে লাগিলেন। সন্ধ্যাৰ পৰ মুকুন্দ ঘোৱেৰ বৈষ্ঠকথানায় আবাৰ লোক জমিতে লাগিল, কিন্তু প্ৰসিক্ষ খেলোয়াড় বলিয়া কৈলাসচন্দ্ৰেৰ আৱ তেমন সম্মান নাই ; তখন দিঘিজয়ী ছিলেন, এখন খেলা মাত্ৰ সার হইয়াছে। সে দিন

যাহাকে হাতে ধরিয়া খেলা বিধাইয়াছিলেন, সে আজ চাল বলিয়া দেয়। যাহার সহিত তিনি দাবা রাখিয়াও খেলিতে পারেন সে আজ মাথা উচু করিয়া স্বেচ্ছায় একখানা নোকা মার দিয়া খেলা আরম্ভ করে।

পূর্বের মত এখনও খেলিবার বোঁক আছে কিন্তু সামর্থ্য নাই। দুই-একটা শক্ত চাল এখনও মনে পড়ে—কিন্তু সোজা খেলায় বড় ভুল হইয়া যায়। দাবা খেলায় গর্ব ছিল—আজ তাহা শুধু লজ্জায় পরিণত হইয়াছে। তবে শক্ত মিশির এখনও সম্মান করে; সে আর প্রতিবন্ধী হইয়া খেলে না, প্রয়োজন হইলে দুই-একটা কঠিন সমস্যা পূর্ণ করিয়া লইয়া যায়।

বাড়ীতে আজ কাল তাহার বড় গোলযোগ বাধিতেছে। লখীয়ার মাদস্তরমত রাগ করিত্তেছে; দু-একদিন তাহাকে চোথের জল মুছিতেও দেখা গিয়াছে। সে বলে, বাবু খাওয়া-নাওয়া একেবারে কি ছেড়ে দিলে? আয়না দিয়ে চেহোরাটা দেখ গে!

কৈলাসচন্দ্র মৃদু হাসিয়া কহেন, বেটী রঁধবাড়া সব ভুলে গেছি—আর আগুন-তাতে ঘেতে পারিনে।

সে বহুদিনের পুরানো দাসী, ছাড়ে না, বকা-বকা করিয়া এক-আধ মুঠা চাউল সিন্ধ করাইয়া লয়।

এমন করিয়া এক মাস কাটিয়া গেল।

তাহার পর তিন-চারদিন ধরিয়া কৈলাসখুড়োকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। শক্ত মিশির এ কথা প্রথমে মনে করিল। সে দেখিতে আসিল। ডাকিল, বাবুজী!

লখীয়ার মা উত্তর দিল। কহিল, বাবুর বোধার হয়েছে।

মিশিরজী কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিছানার নিকট আসিয়া বলিল, বাবুজী বোধার হ'ল কি?

কৈলাসচন্দ্র সহান্তে বলিলেন, হাঁ মিশিরজী, ডাক পোড়েচে তাই আস্তে আস্তে যাচ্ছি।

মিশিরজী কহিল, ছিয়া ছিয়া—রাম রাম। আরাম হো বায়েগা।

আর আরাম হৰাৰ বয়স মেই ঠাকুৱ—এইবাৰ রওনা হতে হবে।

কবিৱাজ বোলায় ছিলে ?

কৈলাস আৰাৰ হাসিলেন, আটষটি বছৰ বয়সে কবিৱাজ এসে আৱ
কি কৱবে মিশিরজী !

আটষটি বৱৰ—বাবুজী ! আউৱ আটষটি আদমী জিতে পাৱে।

কৈলাসচন্দ্ৰ দে কথাৰ উত্তৰ না দিয়া সহসা বলিলেন, ভাল কথা
মিশিরজি ! আমাৰ দাদাৰাই চিঠি লিখেছে—ও লখীয়াৰ মা, জানালোটা
খূলে দেত, মিশিরজীকে পত্ৰখানা পড়ে শুনাই। বালিশেৰ তলা হইতে
একখানা পত্ৰ বাহিৰ কৱিয়া বছক্ষে আগ্যপাণ্ডি পড়িয়া শুনাইলেন।
হিন্দুষানী শঙ্কু মিশিৱ কতক বুঝিল, কতক বুঝিল না।

ৱাত্ৰে শঙ্কু মিশিৱ কবিৱাজ ডাকিয়া আনিল। কবিৱাজ বাঙালী—
কৈলাসচন্দ্ৰেৰ সহিত জানা-শুনা ছিল। তাহাৰ প্ৰশ্নেৰ দুই-একটা উত্তৰ
দিয়া কহিলেন, কবিৱাজমণ্ডাই, দাদাৰাই চিঠি লিখেছে, এই পত্ৰি
শুনুন।

দাদাৰায়েৰ সহিত কবিৱাজ মহাশয়েৰ পৱিচয় ছিল না। বলিলেন,
কাৱ পত্ৰ ?

দাতু—বিশু—লখীয়াৰ মা, আলোটা একবাৰ ধৱত বাচা—

প্ৰদীপেৰ সাহায্যে তিনি সবটুকু পড়িয়া শুনাইলেন। কবিৱাজ
শুনিলেন কিনা কৈলাসচন্দ্ৰেৰ তাহাতে জঙ্গেপও নাই। সৱৃৰ হাতেৰ
লেখা বিশুৰ চিঠি, বুদ্বেৰ ইহাই সাঞ্চনা, ইহাই স্মৰ্থ। কবিৱাজ মহাশয়
ওষধ দিয়া প্ৰস্থান কৱিলে, কৈলাসচন্দ্ৰ শঙ্কু মিশিৱকে ডাকিয়া বিশ্বেৰেৰ
কৃপ গুণ বুদ্ধি এ সকলেৰ আলোচনা কৱিতে লাগিলেন।

দুই সপ্তাহ অতীত হইল, কিন্তু জৱ কমিল না, বৃক্ষ তথন একজন
পাড়াৱ ছেলেকে ডাকিয়া বিশুকে পত্ৰ লিখাইলেন—মোট কথা এই যে,

তিনি ভাল আছেন, তবে সম্পত্তি শরীরটা কিছু মন্দ হইয়াছে, কিন্তু তাবনার কোন কারণ নাই ।

কৈলাসখুড়ার প্রাণের আশা আর নাই শুনিয়া হরিদয়াল দেখিতে আসিলেন। দুই-একটা কথাবার্তার পর কৈলাসচন্দ্ৰ বালিশের তলা হইতে সেই চিঠিখানি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, বাবাজী পড় ।

পত্রখানা নিতান্ত মলিন হইয়াছে, দুই এক জাওগায় ছিঁড় হইয়া গিয়াছে, ভাল পড়া যায় না। হরিদয়াল যাহা যাহা পারিলেন, পড়িলেন। বলিলেন, সর্বূর হাতের লেখা ।

তার হাতের লেখা বটে, আমার দাদার চিঠি ।

নৌচে তার নাম আছে বটে !

বৃক্ষ কথাটায় তেমন সন্তুষ্ট হইলেন না। বলিলেন, তার নাম, তার চিঠি, সর্বূ কেবল লিখে দিয়েছে। সে যখন লিখতে শিখ্বে তখন নিজের হাতেই লিখ্বে ।

হরিদয়াল ঘাড় নাড়িলেন ।

কৈলাসচন্দ্ৰ উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন, পড়লে বাবাজী, বিশ্ব আমার রাস্তিৱে দাহু বলে কেঁদে ওঠে, সে কি ভুল্তে পারে? এই সময় গও বাহিয়া হ'ফোটা চোখের জল বালিশে আসিয়া পড়িল ।

লখীয়ার মা নিকটে ছিল, সে দয়াল ঠাকুরকে ইসারা করিয়া বাহিরে ডাকিয়া বলিল, ঠাকুর যাও, তুমি থাকলে সারাদিন ঐ কথাই বল্বে ।

আরো চার পাচদিন কাটিয়া গেল। অবস্থা নেহাঁ মন্দ হইয়াছে, শস্তু মিশিৰ আজকাল রাত্রি-দিন থাকে, মাৰো মাৰো কবিৰাজ আসিয়া দেখিয়া যায়। আজ সমস্ত দিন ধরিয়া সংজ্ঞা ছিল না; সন্ধ্যাৰ পৱ একটু জ্বান হইয়াছিল, তাহার পৱ অর্কে-চেতন-ভাৱে পড়িয়াছিলেন। গভীৰ রাত্ৰে কথা কহিলেন, বিশ্ব দাদা, আমার মন্ত্ৰীটা। এবাৰ দে, নইলে মাত হয়ে যাব! শস্তু মিশিৰ কাছে আসিয়া বলিল, বাবুজী কি বলচ ।

কৈলাসচন্দ্র তাহার পানে একবার চাহিলেন, ব্যস্তভাবে বালিশের তলায় একবার হাত দিলেন, যেন কি একটা হারাইয়া গিয়াছে, প্রয়োজনের সময় হাত বাড়াইয়া পাইতেছেন না। তাহার পর হতাশভাবে পাশ ফিরিয়া মৃদু মৃদু বলিলেন, বিশ্ব, বিশ্বেশ্বর, মন্ত্রীটা একবার দে ভাই, মন্ত্রী হারিয়ে আর কতক্ষণ খেলি বল ?

এ বিশ্বের দাবা খেলায়, কৈলাসচন্দ্রের মন্ত্রী হারাইয়া গিয়াছে। বিশ্বপতির নিকট তাহাই যেন কাতরে ভিঙ্গা চাহিতেছে। শত্রু মিশির নিকটে আসিয়া দাঢ়াইল; লথীয়ার মা প্রদীপ মুখের সঙ্গুখেৰ্বৰিয়া দেখিল বৃক্ষের চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, শুধু ওষ্ঠাধরে তখনও যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া কহিতেছে, বিশ্বেশ্বর ! মন্ত্রী-হারা র'য়ে আর কতক্ষণ খেলা বায়, দে ভাই দে ।

*

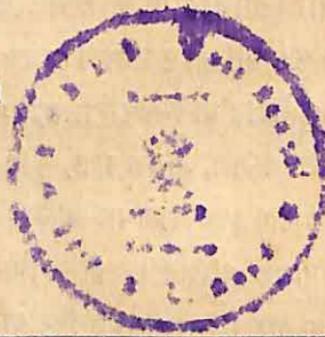
*

*

*

পরদিন দয়াল ঠাকুর চন্দনাথকে পত্র লিখিয়া দিলেন যে, গত রাত্রে কৈলাসচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে ।

শ্বেত



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স-এর পক্ষে

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপাদ ভট্টাচার্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
২০ ঢাকা ১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা—৬